মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১৯

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে মুকাবিলা করা অথবা বোকাদের সাথে ঝগড়া করা অথবা তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইলম শিখে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন’ *(তিরমিযী হা/২৬৫৪)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة أدبيـــة ودينيـــة

جلد : ٢٢، عدد ١٢، محرم ١٤٤١هـ/ سبتمبر ٢٠١٩م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : উসামা বিন যায়েদ মসজিদ, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK, which has been running since September 1997 from the city of Rajshahi, Bangladesh. It is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, which has been calling Mankind to Salafi Path, based on pure Tawheed and Saheeh Sunnah following the explanations of the honoured Sahaba & Salaf-i- Saleheen. This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are : 1. Editorial 2. Dars-i-Quran 3. Dars-i-Hadeeth 4. Research Articles. 5. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 6. Economics 7. Wonder of Science 8. Health 9. Agriculture 10. News : Home & Abroad & Muslim world 11. Pages for Women 12. Children 13. Poetry 14. Fatawa and 15. Other contemporary subjects.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০১৯ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৬

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	০১ মুহাররম	১৭ ভাদ্র	রবিবার	৪ : ২৩	৫ : ৪০	১১ : ৫৯	৩ : ২৬	৬ : ১৭	৭ : ৩৪
০৫ ”	০৫ ”	২১ ”	বৃহস্পতি	৪ : ২৫	৫ : ৪১	১১ : ৫৭	৩ : ২৫	৬ : ১৩	৭ : ৩০
১০ ”	১০ ”	২৬ ”	মঙ্গলবার	৪ : ২৭	৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	৩ : ২৩	৬ : ০৮	৭ : ২৪
১৫ ”	১৫ ”	৩১ ”	রবিবার	৪ : ২৯	৫ : ৪৫	১১ : ৫৪	৩ : ২১	৬ : ০৩	৭ : ১৯
২০ ”	২০ ”	০৫ আশ্বিন	শুক্রবার	৪ : ৩১	৫ : ৪৬	১১ : ৫২	৩ : ১৮	৫ : ৫৮	৭ : ১৩
২৫ ”	২৫ ”	১০ ”	বুধবার	৪ : ৩৩	৫ : ৪৮	১১ : ৫০	৩ : ১৬	৫ : ৫২	৭ : ০৮
০১ অক্টোবর	০১ ছফর	১৬ আশ্বিন	মঙ্গলবার	৪ : ৩৫	৫ : ৫০	১১ : ৪৮	৩ : ১২	৫ : ৪৬	৭ : ০১
০৫ ”	০৫ ”	২০ ”	শনিবার	৪ : ৩৬	৫ : ৫১	১১ : ৪৭	৩ : ১০	৫ : ৪২	৬ : ৫৮
১০ ”	১০ ”	২৫ ”	বৃহস্পতি	৪ : ৩৮	৫ : ৫৩	১১ : ৪৫	৩ : ০৭	৫ : ৩৭	৬ : ৫৩
১৫ ”	১৫ ”	৩০ ”	মঙ্গলবার	৪ : ৪০	৫ : ৫৬	১১ : ৪৪	৩ : ০৪	৫ : ৩৩	৬ : ৪৮
২০ ”	২০ ”	০৫ কার্তিক	রবিবার	৪ : ৪২	৫ : ৫৮	১১ : ৪৩	৩ : ০১	৫ : ২৯	৬ : ৪৪
২৫ ”	২৫ ”	১০ ”	শুক্রবার	৪ : ৪৪	৬ : ০১	১১ : ৪৩	২ : ৫৯	৫ : ২৫	৬ : ৪১

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Sciences, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

মুহাররম ১৪৪১ হিঃ

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৬ বাং

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া (আমচত্বর)

পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)

কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫

'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

ই-মেইল : tahreek@ymail.com

ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে (৩য় কিস্তি) ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ সালামের আদব সমূহ ০৮
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ মুহাসাবা (২য় কিস্তি) ১২
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি (৬ষ্ঠ কিস্তি) ১৪
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ হজ্জের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল ১৯
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

♦ আশূরায়ে মুহাররম ২২
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ অর্থনীতির পাতা :

♦ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ২৪
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :

♦ কাশ্মীরে বিপজ্জনক গুজব *-আলতাফ পারভেজ* ৩০

◈ হাদীছের গল্প :

♦ মুসলিম ও মুশরিকদের একত্রিত মজলিসে সালাম দেয়ার পদ্ধতি ৩২
-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার

◈ চিকিৎসা জগৎ : ♦ পালং শাকের ঔষধি গুণ ৩৩
♦ আমলকীর উপকারিতা

◈ ক্ষেত-খামার : ♦ মিষ্টি আলুর গুণাগুণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি ৩৪

◈ কবিতা : ৩৫
♦ এসো সত্যের সন্ধানী ♦ পরকালে যারা আরশের ছায়া পাবে
♦ আমি যখন মরে যাব ♦ উপদেশ

◈ সোনামণিদের পাতা ৩৭

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৩৯

◈ মুসলিম জাহান ৪১

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৩

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৭

◈ বর্ষসূচী ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

জম্মু-কাশ্মীরের রূহ কবয করা হ'ল!

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির দীর্ঘ ৭২ বছর পর জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য তার 'বিশেষ মর্যাদা' হারালো। জম্মু-কাশ্মীর থেকে কারগিল ও লাদাঘকে পৃথক করে তৈরী করা হ'ল নতুন দুই কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। এখন থেকে জম্মু-কাশ্মীরের বাইরের রাজ্যের লোকেরা সেখানে স্বাধীনভাবে জমি কেনার ও বসবাস করার অধিকারী হবে। অতঃপর সুপরিকল্পিতভাবে অন্যান্য রাজ্য থেকে লোক এনে কাশ্মীরকে ক্রমে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করা হবে। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের লেবাসধারীরা সেখানে কঠোর হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালের দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধীরা এখন কি জবাব দিবেন, সেটাই দেখার বিষয়।

গত ৫ই জুলাই'১৯ সোমবার প্রথমে রাজ্যসভায় ও পরে লোকসভায় সে দেশের নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিরোধী দল সমূহের প্রবল আপত্তির মুখে রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামা পড়ে শোনান। সাথে সাথে তিনি রাজ্যসভায় 'জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পুনর্গঠন' বিল উত্থাপন করেন ও তা পাস হয়ে যায়। এর ফলে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫(ক) ধারা বাতিল হয়। যা ছিল জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত রাজ্য হওয়ার প্রতীক। ব্রুট মেজরিটির স্বৈরাচার এভাবেই গণতন্ত্রের নামে সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ করে থাকে। এর ফলে যে ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রীদের নিরন্তর অভিযোগ সেই ধর্মীয় রাজনীতিরই জয় হ'ল।

সমগ্র কাশ্মীর প্রদেশে ১ কোটি ৪০ লাখ নাগরিকের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৮৫%। তন্মধ্যে শুধু কাশ্মীরে মুসলিম জনসংখ্যা ৯৮% ও হিন্দু ২%। জম্মুতে হিন্দু ২২%। এখানে জনসংখ্যার ৬০% হিন্দু, বাকি ৪০% মুসলিম। লাদাঘে ১২%। সেখানে ৩ লাখ নাগরিকের আধাআধি বৌদ্ধ ও মুসলিম। গড়ে পুরো রাজ্যে হিন্দু ৩৬%। বর্তমান বিজেপি সরকার এই অবস্থারই পরিবর্তন ঘটাতে চায় ৩৫(ক) ধারা বাতিল করে। তারা সেখানে বাহির থেকে হিন্দু এনে মুসলিমদের সংখ্যালঘু বানাতে চায়। ৩৭০ ধারা অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও পরারাষ্ট্রনীতি ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনার বাকী বিষয়গুলিতে জম্মু ও কাশ্মীরে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গেলে ভারত সরকারকে রাজ্য আইন সভার সঙ্গে আলাপ করতে হয়। যা এই অঞ্চলের উপর ভারত সরকারের কর্তৃত্ব সীমিত করে। পাশাপাশি ৩৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কাশ্মীরের বাসিন্দা নন এমন ভারতীয়দের সেখানে সম্পদের মালিক হওয়া এবং চাকুরী পাওয়ায় বাধা-নিষেধ থাকে'। কাশ্মীরীরা যাতে সার্বভৌমত্বের বোধ নিয়ে সুখী মনোভাবের সঙ্গে ভারত ইউনিয়নে থেকে যায়, সেই লক্ষ্যে নেহেরু সরকারের সুফারিশে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এই অধ্যাদেশটি জারী করেন। বাস্তবে কাশ্মীর ছিল একটি অধিকৃত অঞ্চলের মর্যাদায়। এক সময় এই রাজ্যের আলাদা পতাকা ছিল। ছিলেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী । ছিল পৃথক সংবিধান। কালে কালে সব হারিয়ে 'রাষ্ট্রপতি' হন 'রাজ্যপাল'। 'প্রধানমন্ত্রী' হন 'মুখ্যমন্ত্রী'। বিশেষ মর্যাদা হিসাবে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা ওই সংবিধানিক ৩৭০ ধারা ও ৩৫(ক) ধারার মতো কিছু বিশেষ ক্ষমতা। এবার সেটিও গেল। সেই সঙ্গে গেল রাজ্যের মর্যাদাও। এই বিল পাস হওয়ার পর ভারতের রাজ্য সংখ্যা ২৯ থেকে কমে ২৮ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা ৭ থেকে বেড়ে হবে ৯। পরিবর্তিত নতুন অবস্থায় জম্মু-কাশ্মীর একটি সাধারণ রাজ্যের চাইতেও নীচে চলে যাবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের হাতে কোন ক্ষমতাই থাকবে না। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাঘ শাসন করবেন কেন্দ্রের নিযুক্ত পৃথক দুই লেফটেন্যান্ট গভর্ণর।

উল্লেখ্য যে, শাসক দল বিজেপি ৩টি বিষয় থেকে কখনো সরেনি। (১) সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল (২) সারাদেশে অভিন্ন দেওয়ানী বিধির প্রচলন এবং (৩) অযোধ্যায় বাবরী মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণ। ৩০শে মে ২০১৯ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে ২ মাস ৫ দিন পর ৫ই আগস্ট তারা প্রথমটি করে ফেলল এবং কাশ্মীরকে পুরোপুরি কব্জায় নিল। অতঃপর ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার থেকে অযোধ্যা মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে শুরু হবে। বিজেপির বিশ্বাস অতি দ্রুত উক্ত শুনানি শেষ হবে এবং অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার সব বাধা দূর হবে। বাকী থাকবে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি। তা করার আগে মুসলমানদের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে তারা 'তিন তালাক বিল' পাস করেছে। সবকিছুই হচ্ছে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে যেন হাতে আর সময় নেই। এর পূর্বে 'ইউএপিএ' বিল পাস করা হয়েছে, যাতে প্রতিবাদকারী কোন ব্যক্তিকে সরকার খুশী মত সন্ত্রাসবাদীর তকমা দিয়ে অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখতে পারে। অতঃপর 'আরটিআই' নামে আরেকটি বিল পাস করা হয়েছে, যাতে সরকারের মর্যীমাফিক চলা ছাড়া তথ্য কমিশনারদের কোন উপায় থাকবে না।

জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কিত যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটি নেওয়ার আগে তারা কোন দলের সঙ্গে আলোচনা করেনি বা সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেনি। এক সপ্তাহ পূর্বে কাশ্মীরে পূর্বেকার ৬ লাখ সেনার উপরে বাড়তি ১০,০০০ সেনা প্রেরণ করা হয়। সকল পর্যটককে উপত্যকা ছেড়ে যেতে বলা হয়। মোবাইল-ইন্টারনেট পরিসেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গৃহবন্দী করা হয়। এভাবে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টির পর সবাইকে অন্ধকারে রেখে হঠাৎ এরূপ হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উক্ত ঘোষণার পর কাশ্মীরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান নেতা সৈয়দ আলী শাহ গীলানী (৯০) এক টুইটার বার্তায় বিশ্ববাসীর নিকটে তাদের রক্ষার আর্তি জানিয়ে লিখেছেন যে, আপনারা এই বার্তাকে 'এস ও এস' হিসাবে গণ্য করুন! তবে পাকিস্তান, তুরস্ক ও মালয়েশিয়া ব্যতীত কেউ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও ঐক্যবদ্ধ কোন অবস্থান নিতে পারেনি এবং পারবে বলেও মনে হয় না। কারণ কংগ্রেস অদ্যাবধি নেতাহীন। সাথে সাথে আযাদ কাশ্মীর ও আকসাই চীন ভারতের অংশ বলে দাবী করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এ ব্যাপারে পরদিন ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার লোকসভায় বিল পাস করেছে বিজেপি।

উক্ত বিলের প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম বলেন, সরকার যা করেছে তা দেশ ও গণতন্ত্রের পক্ষে চরম বিপজ্জনক। এই সিদ্ধান্ত দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলার প্রথম পদক্ষেপ'। রাজ্যসভায় কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা গোলাম নবী আযাদ বলেন, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিকভাবে কাশ্মীরের যে অনন্য চরিত্র, কলমের এক খোঁচায় বিজেপি সেটাই বরবাদ করে দিতে চাইছে'। কাশ্মীরের শেষ অধিপতি মহারাজা হরি সিং-এর পুত্র ও লোকসভার কংগ্রেস সদস্য ডঃ করণ সিং এই বিলের বিরোধিতা করে বলেন, বিজেপি কাশ্মীর নিয়ে যে পন্থাই গ্রহণ করুক তাতে বৈপ্লবিক কিছু ঘটবে না। তিনি বলেন, যেদিন আমার বাবা সেই চুক্তিতে সই করেন সেদিন ২৭শে অক্টোবর আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মনে রাখতে হবে, মহারাজা সেদিন কেবল প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্কটুকুতেই ভারতভুক্তি স্বীকার করেছিলেন, নিজের রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে পুরোপুরি মিশিয়ে দেননি। যে শর্তে বাবা সেদিন নিজের রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, দিল্লী তার মর্যাদা রাখেনি'।

[বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৩য় কিস্তি)

আমার বাংলা বই
ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি
পূণর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

(৫৩) পৃ. ১৫ : ঐশী কিতাব পড়ে।

(এখানে একটি মেয়ের ছবি দিয়ে তার সামনে একটি রেহাল রাখা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে, যেন সে কুরআন মজীদ পড়ছে)।

মন্তব্য : ঈশ্বর শব্দ থেকে ঐশীর উদ্ভব। হিন্দু শাস্ত্র মতে, ঈশ্বর থেকে আগত বাণীকে 'ঐশী বাণী' বলে এবং ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিকে বলে ঐশী শক্তি বা ঐশ্বরিক শক্তি। পক্ষান্তরে আল্লাহ নামের কোন প্রতিশব্দ নেই। তাঁকে কেবল আল্লাহ বলেই ডাকতে হবে, অন্য কোন নামে নয়। অতএব 'ঐশী' নাম তাওহীদের চেতনা বিরোধী। তাছাড়া কুরআন আল্লাহ্র কিতাব। এটি কোন ঐশী কিতাব নয়। আর কোন মুসলমান মেয়ের নাম ঐশী হ'তে পারেনা। এভাবে শিরকী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সুকৌশলে হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার করা হচ্ছে।

(৫৪) পৃ. ১৮ **ছড়া**

ইতল বিতল
ইতল বিতল গাছের পাতা
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা।
বিষ্টি পড়ে ভাঙ্গে ছাতা
ডোবায় ডুবে ব্যাঙের মাথা।

মন্তব্য : সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯ খৃ.) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত মহিলা কবি। কিন্তু তাঁর এই কবিতায় বাচ্চাদের কি শিখানো হচ্ছে? এতে না আছে কোন দ্বীনী শিক্ষা, না আছে কোন নীতিকথা। এতদ্ব্যতীত এই ছড়া-কবিতায় ব্যবহৃত 'ইতল' শব্দটি কোনো অভিধানে নেই। এর কোনো অর্থ বা প্রতিশব্দ বা বিপরীত শব্দ অথবা কোন কিছুর ঝংকার হিসেবেও এই শব্দ কারু জানা নেই। 'বিতল' শব্দের আভিধানিক অর্থ, হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দ্বিতীয় পাতাল। যা এই কবিতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং ছোট শিশুদের তা জানারও প্রয়োজন নেই। অথচ এটি হ'ল মাদ্রাসার ১ম শ্রেণীর ২য় কবিতা।

(৫৫) পৃ. ২৪ বর্ণ শিখি : ট ঠ ড ঢ ণ

শুনি ও বলি (ছেলে ও মেয়ের যৌথ চিত্রসহ)।

টগর তুলি। ঠোঙা খুলি। ডাব খাই। ঢাকনা দিই। চরণ ফেলে মাঠে যাই।

মন্তব্য : চারটি ছবির প্রতিটিতেই পৃথকভাবে এক জোড়া করে ছেলে ও মেয়ে আছে। এতে পরবর্তীতে ক্লাসের একজোড়া ছেলে ও মেয়ে নিরিবিলি স্থানে একত্রিত হওয়ার দিকে প্ররোচিত করবে। যা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রকাশ্যে বা আড়ালে-আবডালে এখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।

নীচের ছবিতে ছেলেটি ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে 'চরণ ফেলে মাঠে' যাচ্ছে। আর সে তার পিছনে 'টগর' ফুলের গুচ্ছ নিয়ে এগিয়ে আসা মেয়েটির দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে দেখছে। এর দ্বারা তাদেরকে কি শিখানো হচ্ছে? ছেলে মেয়েরা পা ফেলে রাস্তায় চলে। কেউ তো চরণ ফেলে চলে না। তাছাড়া গোলাপ ফুল বাদ দিয়ে টগর ফুল কেন? আর মেয়ে কেন ছেলেকে ফুল দিচ্ছে? ছেলে কি ছেলেকে ফুল দিতে পারেনা?

মূলতঃ 'চরণ' বলে কুফরী দর্শনের অনুসারী লালনের (১৭৭৪-১৮৯০ খৃ.) কবিতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন, 'গুরুর চরণ পরম রতন কর রে সাধন'। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.) তাঁর 'চরণ' নামক প্রভাত সংগীত শুরু করেছেন দেবীর বন্দনা গেয়ে। যেমন তিনি বলছেন,

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।

মন্তব্য : মুসলমান ছেলে-মেয়েরা কারু চরণ ধূলায় বিশ্বাসী নয়। বরং তারা সকল কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে।

অতঃপর সাদা পাঁচ পাতা বিশিষ্ট 'টগর' ফুল হ'ল দেবতা শিবের প্রিয় ফুল এবং 'লাল জবা' হ'ল কালী দেবীর প্রিয় ফুল। হিন্দুদের বাড়ীতে এ দু'টি ফুল গাছের চাষ দেখতে পাওয়া যায়। যে ফুল দিয়ে তারা নিয়মিত পূজা দেয়। মাদ্রাসার বইয়ে বাচ্চার হাতে 'টগর' ফুলের তোড়ার ছবি দিয়ে তাহ'লে কোন দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে?

উল্লেখ্য হিন্দুমতে ভগবান বিষ্ণুর পসন্দের রং হ'ল সাদা। আর টগর ফুল হ'ল সাদা। আর মা কালীর পসন্দের রং হ'ল রক্তরাঙা জবা। তাহ'লে বইয়ে টগর ও জবা ফুলের ছবি দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের কি বিষ্ণু পূজা ও কালী পূজার দিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে?

একই পৃষ্ঠার মাঝের ছবিতে মেয়েটি ডাব খাচ্ছে। পাশে টগর ফুলের তোড়া নিয়ে ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে আছে। প্রশ্ন : ডাব খাওয়ার ছবি কেন? কারণ-

হিন্দু উপাসনায় নারিকেল এক অপরিহার্য বস্তু। পূর্ণ ঘটের উপরে ডাব স্থাপন না করলে কোনও পূজাই সম্পন্ন হয় না। সমাজ-নৃতাত্ত্বিকদের মতে, পূর্ণ ঘট ও ডাব একত্রে এক বিশেষ প্রজনন-চিহ্ন, যা সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষের কাছে উপাস্য বলে বিবেচিত (অর্থাৎ মেয়েটি হ'ল ঘট, আর ছেলেটি হ'ল ডাব)। অন্যান্য সংস্কৃতিতে নারিকেল বা ডাবের এই ব্যবহার এখন দেখা যায় না। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতিতে ডাব বা নারিকেল আজও বিপুল গুরুত্ব পেয়ে থাকে। পূজা-অর্চনা

ছাড়াও জ্যোতিষীরা বিশেষ গুরুত্ব দেয় নারিকেলকে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, নারিকেল মানুষকে দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করে। যেমন-

(১) অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে প্রতি মঙ্গলবার আধা মিটার লাল কাপড় দিয়ে একটি নারিকেলকে মুড়ে কোন ব্যক্তির চারপাশে ঘুরিয়ে নিতে হয়, তাতেই ওই ব্যক্তি অশুভ থেকে রক্ষা পায়। (২) আর্থিক সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে হ'লে প্রতি মঙ্গলবার হনুমান মন্দিরে একটি নারিকেল নিয়ে যাওয়া বিধেয়। সেখানে হনুমান মূর্তির পা থেকে সিঁদুর নিয়ে সেই নারিকেলে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকতে হবে। সেই সঙ্গে মন্দিরে বসে 'হনুমান চল্লিশা' পাঠ করতে হবে। এমনটা ৮ সপ্তাহ করা বিধেয়। (৩) শনিগ্রহের কোপ থেকে রক্ষা পেতে প্রতি শনিবার একটা নারিকেল গঙ্গাজলে ডুবিয়ে ওঁ রামদূতায়ঃ নমঃ মন্ত্র ৭ বার উচ্চারণ করতে হবে। এতে শ্রী হনুমানের প্রসাদপ্রাপ্ত হয়ে শনির কোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (৪) কালসর্প দোষ থেকে রক্ষা পেতে গেলে একটি শুকনো নারিকেল এবং কম্বল কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করা বিধেয়। উল্লেখ্য যে, স্বস্তিকা চিহ্ন হ'ল, আদি আর্যদের বিজয় চিহ্ন। পরবর্তীকালে জার্মান নেতা হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫ খৃ.)-এর হিংস্রতার প্রতীক চিহ্ন।

অথচ মুসলিমদের ঈমান হ'ল ভাল-মন্দ সবকিছুর মালিক আল্লাহ। 'তিনি যদি কারু অমঙ্গল চান, তা দূর করার ক্ষমতা কারু নেই। আর তিনি যদি কারু মঙ্গল চান, তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও কারু নেই' *(ইউনুস ১০৭)*। তাহ'লে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী পাঠিয়ে আমাদের সন্তানরা কি হিন্দু সংস্কৃতি শিখে আসছে? বইয়ের কোথাও ঈমানী কোন বক্তব্য বা কবিতা নেই। যাতে মুসলিম সন্তানরা আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাসী হ'তে পারে।

(৫৬) পৃ. ২৬ পাঠ-১৯ বর্ণ শিখি : ত থ দ ধ ন

দ্বিতীয় ছবিতে দ ও ধ-এর উদাহরণ হিসাবে দেখা যায় একটি মেয়ে একটি ছেলের ধামায় দই এগিয়ে দিচ্ছে। যেখানে লেখা হয়েছে, দই আনি। ধামা টানি।

প্রশ্ন হ'ল সবকিছু বাদ দিয়ে দই ও ধামা কেন? কারণ-

মন্তব্য : হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী সরস্বতী হ'ল বিদ্যা দেবী। সনাতন ধর্মীয় রীতিতে প্রত্যুষে দেবীকে দুধ, মধু, দই, ঘি, কর্পূর ও চন্দন দিয়ে স্নান করানো হয়। এরপর চরণামৃত নেয় ভক্তরা। পূজার পর দিন পুনরায় পূজার পর চিড়া ও দই মিশ্রিত করে দধিকরম্ব বা দধিকর্মা নিবেদন করা হয়। এরপর পূজা শেষ হয়। সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এজন্যই দেখা যায় অধিকাংশ দই ও মিষ্টির দোকান হিন্দুদের মালিকানাধীন।

অতঃপর দই নেওয়ার জন্য অন্যসব বাদ দিয়ে ধামা কেন? কারণ-

প্রতি বছর ফাল্গুন সংক্রান্তির সকালে ঘেঁটুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কারণ ঘেঁটু হ'ল চর্মরোগের দেবতা। আর চর্মরোগ বা খোস-পাঁচড়া সাধারণতঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অধিকহারে দেখা দেয়। এই পূজার জন্য লাগে মুড়ি ভাজার পুরোনো ঝুলকালি মাখা একটি মাটির খোলা। তার উপরে তিনটি গোবরের পিণ্ড লাগিয়ে সেগুলি কড়ি, সিঁদুর ও ঘেঁটু ফুল দিয়ে সাজানো হয়। খোলার উপরে একটি বস্ত্রখণ্ড বিছিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির উঠানে বা একটু দূরে রাস্তার তিনমাথা বা চারমাথার ধারে জনতার মাঝে এটি সম্পন্ন হয়। তখন ছড়া কাটা হয়-

ধামা বাজা তোরা কুলো বাজা
এলো এলো দ্বারে ঘেঁটু রাজা।

পূজার শেষে অল্পবয়সী ছেলেরা মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে খোলাটা ভেঙে দিয়ে হরিবিদ্বেষী ঘেঁটু দেবতাকে অপমান করে। তারপর দৌড়ে পুকুরে গিয়ে হাত পা ধুয়ে আসে, যাতে তাদের চর্মরোগ না হয়। এরপর মহিলারা ওই বস্ত্রখণ্ডটি এনে বাচ্চাদের চোখে বুলিয়ে দেন এবং খোলার ঝুলকালি কাজলের মতো পরিয়ে দেন, যাতে তাদের চোখ ভালো থাকে।

উল্লেখ্য যে, ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণ হ'ল বাংলার জনসমাজের কল্পিত ঘৃণার্হ এক চর্মরোগের দেবতা, শিবের অনুচর এবং তীব্র হরিবিদ্বেষী। মঙ্গল দেবতা বিষ্ণুর বিপরীতে এই কাল্পনিক বিদ্বেষী দেবতার অবস্থান। বসন্ত ঋতুতে খোস-পাঁচড়া যাতে বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য এই কাল্পনিক অশুভ দেবতাকে মেরে বিদায় জানানো হয়।

প্রশ্ন : তাহ'লে 'দই আনি। ধামা টানি'। বলে আমাদের বাচ্চাদের কি শিখানো হচ্ছে?

নীচের ছবিতে একটি মেয়ে নৌকায় হাল ধরে বসে আছে, আর ছেলেটি ধামা ভর্তি দই নিয়ে বসে আছে। অতঃপর লেখা হয়েছে, 'নদীর জলে নাও চলে'।

প্রশ্ন : 'জলে' কথাটি হিন্দুরা বলে। মুসলিমরা 'পানি' বলে। তারা 'আবহাওয়া' বলে জলহাওয়া বা জলবায়ু নয়। তাহ'লে এটা নব্বই শতাংশ মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের ইসলামী বাংলা ভুলিয়ে হিন্দু বাংলায় অভ্যস্ত করার অপচেষ্টা নয় কি?

(৫৭) পৃ. ৩০ পাঠ-২১ ছড়া

বাক বাকুম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল কি?
চড়বে সোনার পালকি?

মন্তব্য : এটি হ'ল অত্র বইয়ের ৩য় ছড়া। রোকনুজ্জামান খান (১৯২৫-১৯৯৯ খৃ.) লিখিত উক্ত কবিতায় 'বউ সাজবে কাল কি?' বলে শিশুদের বউ বিষয়ে উৎসুক করে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে শিশুর নৈতিকতা বৃদ্ধির কোন শিক্ষা নেই।

(৫৮) পৃ. ৩৬ পাঠ-২৫ বর্ণ শিখি : শুনি ও বলি ৎ ং ঃ ঁ

এ পৃষ্ঠায় ৪টি ছবির মধ্যে দু'টি ছবি হ'ল, সং সাজে। দুঃখ ভোলে।

মন্তব্য : দু'টি ছবিই ১লা বৈশাখ বর্ষবরণ উৎসবের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ। যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া একটি ছেলেকে সং সাজিয়ে আর দু'টি মেয়েকে তার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে থাকার মধ্যে সন্তানদের কি শিখানো হচ্ছে? এখন তো দেখা যাচ্ছে, এইসব সং সাজা কিশোররাই তাদের পরিচিত কিশোরীদের সম্ভ্রম নষ্ট করছে ও খুন করছে। আরেকটি ছবিতে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরা ছেলেটিকে একটি মেয়ে আদর করে দুঃখ ভোলাচ্ছে। কেন, একটি ছেলে অন্য ছেলেকে বা একটি মেয়ে অন্য মেয়েকে এরূপ আদর করে দুঃখ ভোলাতে পারত না?

(৫৯) পৃ. ৩৯ পাঠ-২৭ : ছড়া

হনহন পনপন
চলে হনহন ছুটে পনপন
ঘোরে বনবন কাজে ঠনঠন...

মন্তব্য : এটি হল বইয়ের ৩য় ছড়া। কবি সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)-এর লেখা ৫ লাইনের উক্ত ছড়ায় ১ম শ্রেণীর শিশুদের জন্য কি শিক্ষনীয় রয়েছে? তারা যেন ভবিষ্যতে 'কাজে ঠনঠন' হয়, সেটাই কি শেখানো হচ্ছে? আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত ভবঘুরেদের দেখলে তো সেটাই মনে হয়।

(৬০) পৃ. ৪৪ পাঠ-৩২ আ-কার

কাকা যায়। ডাব খায়।
খালা যায়। জাম খায়।

মন্তব্য : আ-কার শিখানোর জন্য 'চাচা' বাদ দিয়ে 'কাকা' কেন? এদেশের কত শতাংশ শিশু 'কাকা' বলে? মুসলমানদের বিপরীতে এটা হিন্দুরা বলে থাকে। অথচ হিন্দুদের এ ভাষাটাই মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মাদ্রাসায় বসিয়ে শিখানো হচ্ছে। ছবিতে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ডাব খাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পানি খাওয়া ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতি শিখানো হচ্ছে।

আ-কার শিখানোর জন্য 'খাতা' বাদ দিয়ে 'খালা' কেন? ছেলেটিকে তাহ'লে কি খালাদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ জড়তার বদলে তাদের সাথে ফ্রি মেলামেশার দিকে উসকে দেওয়া হচ্ছে? তাছাড়া খালারা কি 'জাম' খেতে খেতে রাস্তায় চলে? এর দ্বারা মেয়েদের পর্দাহীনতা শিখানো হচ্ছে।

(৬১) পৃ. ৪৭ পাঠ-৩৫ উ-কার

খুকুর ঘুঙুর। ঝুমুর ঝুমুর।
মুমুর পুতুল। আমের মুকুল।

মন্তব্য : ঘুঙুর, ঝুমুর বা পুতুল কেন? এগুলি কোন সংস্কৃতির ইঙ্গিত বহন করে? এদেশে কয়জন ছেলে-মেয়ে এগুলিতে অভ্যস্ত? ইসলামে গান-বাজনা ও পুতুল-প্রতিমা হারাম। অথচ মুসলিম সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় এগুলির তালীম দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া 'মুমু' কোন ছেলের নাম নাকি মেয়ের নাম, তা বুঝার উপায় কি? উ-কার দিয়ে কোন ইসলামী নাম কি লেখকদের জানা ছিলনা?

(৬২) পৃ. ৪৮ পাঠ-৩৬ ঊ-কার

ময়ূর যায়। নূপুর পায়। ..সূর্য হাসে।

মন্তব্য : আগের পৃষ্ঠায় ঘুঙুর, ঝুমুর ও পুতুল শিখানোর পর এ পৃষ্ঠায় 'নূপুর' শিখানো হচ্ছে। তাছাড়া 'ময়ূর' চিনানোর জন্য বাচ্চাদেরকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হবে। যেয়ে দেখবে যে, সেই ময়ূরের পায়ে 'নূপুর' নেই। তখন ঐ শিক্ষার্থীর কাছে এটা কি ধোঁকা মনে হবেনা? এভাবে ছোট থেকেই বাচ্চাকে মিথ্যা শিখানো হচ্ছে। তাছাড়া দু'টি চোখ ও ঠোঁট দিয়ে 'সূর্যে'র হাসি দেখিয়ে কি শিখানো হচ্ছে? সূর্যকে যারা দেবতা বলে ও পূজা করে, এটা কি তাদের খুশী করার জন্য? অথচ মুসলমানরা সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র ইবাদত করে।

(৬৩) পৃ. ৫০ পাঠ-৩৮ এ-কার

জেলে জলে জাল ফেলে। মাছ ধরে হেসে খেলে।
ছেলে মেয়ে খেলা করে।

মন্তব্য : মুসলিম জেলেরা 'জলে' জাল ফেলেনা। তারা 'পানি'তে জাল ফেলে। সেখানে ছেলে ও মেয়ে একসাথে যায় না বা হেসে খেলে মাছ ধরে না। ছেলে ও মেয়ে একসাথে খেলাও করেনা। তাহ'লে এসবের মাধ্যমে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে স্বভাবজাত পর্দার বাঁধন ছিন্ন করার দূরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না কি?

(৬৪) পৃ. ৫১ পাঠ-৩৮ ঐ-কার

বৈশাখ মাসে বৈকাল বেলা। সৈকতে বসেছে মেলা।

মন্তব্য : এর মাধ্যমে বৈশাখী মেলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অথচ এসব 'মেলা' ইসলামে নেই।

(৬৫) পৃ. ৫২ পাঠ-৪০ ও-কার

লোপা বসে ছোলা খায়। ঢোল হাতে খোকা যায়।

মন্তব্য : 'লোপা' নাম অনৈসলামিক। তাছাড়া মুসলিম সন্তানরা 'ঢোল' হাতে রাস্তায় চলে না। মনে করি শিক্ষকদের সন্তানরাও এভাবে ঢোল নিয়ে রাস্তায় চলে না। তাহ'লে এর দ্বারা তাদেরকে হিন্দুদের ঢোল-তবলার দিকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে না কি?

(৬৬) পৃ. ৫৩ পাঠ-৪১ ঔ-কার

চৌকা ঘুড়ি। তৈরি করি।
নৌকায় যায় বউ। মৌচাকে আছে মৌ।

মন্তব্য : ছাত্র-ছাত্রীরা কি তাহ'লে পড়া তৈরী বাদ দিয়ে 'চৌকা ঘুড়ি' তৈরী করবে? নৌকায় কি কেবল বউ যায়? নৌকা ভরে কি লাউ বাযারে নেওয়া যায় না? তাছাড়া বউ আর মউ-এর মধ্যে মধুর সম্পর্ক শিশুকাল থেকেই কি শিখানো হবে? এর ফলে শিশুদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন না দেখিয়ে স্থূল কামনা-বাসনার দিকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়ে পুরা বইতে ৫ম পৃষ্ঠায় 'এত ডাকি তবু কথা, কও না কেন বউ'; ৩০ পৃষ্ঠায় 'বউ সাজবে কালি কি? চড়বে

সোনার পালকি?' এবং ৫৩ পৃষ্ঠায় 'নৌকায় যায় বউ। মৌচাকে আছে মৌ' মোট তিনটি স্থানে শিশুদেরকে 'বউ'-এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। যার পরিণাম ভোগ করছে তারা তরুণ বয়স থেকেই। আজকে ধর্ষণ ও ইভটিজিং-এর মহামারিতে সমাজ ধ্বংস হ'তে চলেছে। এরপরেও বোর্ড কর্মকর্তাদের হুঁশ ফিরেনি।

(৬৭) পৃ. ৫৫ পাঠ-৪৩ কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ লিখি

এখানে রয়েছে ঢোল, নূপুর, বীণ অর্থাৎ সাপুড়ের বাঁশির ছবি দেওয়া আছে। সবকিছুতেই হিন্দু সংস্কৃতির প্রোপাগাণ্ডা।

(৬৮) পৃ. ৫৮ পাঠ-৪৬ রুবির বাগান

'বাগানের পাশে মাঠ জুড়ে রয়েছে সরষে খেত'।

মন্তব্য : এখানে 'ক্ষেত' বানানকে 'খেত' বানানো হয়েছে। অথচ এদেশে সর্বদা 'ক্ষেত' শব্দটি শস্যক্ষেত অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু গত ৬/৭ মাস থেকে এ শব্দটির বানান পরিবর্তন করে 'খেত' বানিয়ে প্রচার করছে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বহুল প্রচারিত সেক্যুলার দৈনিক পত্রিকাটি। একইভাবে তারা 'আবহাওয়া'কে 'জলবায়ু' ও 'জলহাওয়া', 'ইতিমধ্যে'কে 'ইতোমধ্যে', 'রফতানী'কে 'রপ্তানি' বানিয়ে বিকৃতভাবে চালু করেছে। অথচ বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে আরবী, উর্দূ, ফার্সী, হিন্দী, সংস্কৃত প্রভৃতি শব্দ সমূহকে আপন করে নেওয়ার মাধ্যমে। আর 'ক্ষেত' শব্দটি হিন্দী। যা উর্দূ ও বাংলা উভয় ভাষায় 'শস্যক্ষেত' অর্থে বহুল প্রচলিত। জানিনা এখন থেকে রুবির মা রুবিকে দস্তরখানে 'খেতে' ডাকলে সে তার বাগানের পাশে সরিষা 'ক্ষেতে' চলে যাবে কি না!

ঐরূপ অযৌক্তিক বানান পরিবর্তনের অপপ্রভাব পড়েছে আরবী বানানগুলিতে। যা মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড প্রকাশিত বইসমূহে এবং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসমূহে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। যেমন তারা আরবী বানান করেছে 'আরবি', ইসলামী বানান করেছে 'ইসলামি', ইবতেদায়ী বানান করেছে 'ইবতেদায়ি', ঈমানকে বানিয়েছে 'ইমান', তাওহীদকে বানিয়েছে 'তাওহিদ', নবীকে 'নবি', রাসূলকে 'রাসুল', মাজীদকে 'মাজিদ', তাক্বদীরকে 'তাকদির' ইত্যাদি। এইসব ভুল বানান দিয়ে আরবীর মূল অর্থকেই বিকৃত করা হয়েছে।

কবি নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) চেয়েছিলেন আরবী-ফার্সী সমৃদ্ধ বাংলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) চেয়েছিলেন সেখান থেকে আরবী-ফার্সী ছাঁটাই করতে। সে যুদ্ধ এখনো চলছে কলিকাতার বাংলা ও ঢাকার বাংলার মধ্যে। অথচ ঢাকার চিহ্নিত বাংলা দৈনিকটি এবং সাথে সাথে বাংলা একাডেমীর ভাষা ও বানানগত আচরণ যেন আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের ঘোর বিরোধী।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীতে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার বিরহ বেদনায় নজরুলের লিখিত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতার ২২তম লাইন 'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার' প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেন, 'কবিগুরুর আপত্তি সত্ত্বেও 'খুন'-এর বদলে 'রক্ত' ব্যবহার আমি করিনি। এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম। তাতে তিনি আপত্তি করে বলেছিলেন, ও লাইনটাকে- 'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুর্নবার'ও করা চলত। আমি বলি, কিন্তু তাতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত'। তিনি বলেন, যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার সেখানে জোর করে আমি 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে, 'রক্ত-খারাবি'ও লিখি নাই। হয় 'রক্তারক্তি' না হয় 'খুন-খারাবি' লিখেছি'।

'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' 'আমার কৈফিয়ত' প্রভৃতি মোট ১০টি কবিতা নিয়ে নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ লিখিত ২৬ লাইনের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটির প্রথম লাইনগুলি ছিল নিম্নরূপ।-

দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার!!

অতঃপর ১৯-২২ চার লাইনে তিনি লেখেন,

কান্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে নজরুল ছিলেন ৩৮ বছরের ছোট। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার সময় ১৯২১ সালটিকে যদি নজরুলের কবি হিসেবে উন্মেষকাল ধরি, তখন রবীন্দ্রনাথ ষাট বছরে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যবলয় থেকে বের হওয়ার প্রচেষ্টা যেমন কল্লোল যুগের কবিদের মধ্যে ছিল, সেটি নজরুলের মধ্যেও ছিল'।

একইভাবে তিনি তাঁর ৭৫ লাইনের দীর্ঘ 'কোরবানী' কবিতার শেষ তিন লাইনে লেখেন-

ওই খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ,
আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

'বিদ্রোহী' 'কোরবানী' ও 'মোহররম' সহ মোট ১২টি কবিতা নিয়ে নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট নজরুল অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকা বের করেন। পত্রিকার ২৬শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে নজরুলের একটি রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হয়। ফলে ৮ই নভেম্বর উক্ত সংখ্যাটি বাযেয়াফত করা হয়। অতঃপর ২৩শে নভেম্বর তাঁকে কুমিল্লা

থেকে গ্রেফতার করে কলকাতায় আনা হয়। অতঃপর বিচার শেষে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯২৩ সালের ১৫ই অক্টোবর কলিকাতার আলীপুর জেলখানা থেকে তিনি মুক্তি পান। উল্লেখ্য যে, কারাগারে বছর গণনা করা হয় ৯ মাসে। ১৬ লাইনের উক্ত কবিতাটির প্রথম চার লাইন ছিল নিম্নরূপ :-

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?

(৬৯) পৃ. ৬২ পাঠ-৪৮ মুমুর সাত দিন

মন্তব্য : এখানে মুমুর সাতদিনের কর্মতালিকা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে একদিনও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বা শুক্রবারের ইবাদতের কথা নেই। বরং 'ওইদিন সে খেলাধুলা করে'। এতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে?

(৭০) পৃ. ৬৪ পাঠ-৪৯ ছড়ায় ছড়ায় সংখ্যা

মন্তব্য : এখানে ১ থেকে ২০ সংখ্যা গণনা করা হয়েছে ছবি সহ দু'লাইনের ১০টি ছড়ার মাধ্যমে। যার মধ্যে কোনটিতেই কোন শিক্ষণীয় বিষয় নেই। যেমন, 'পাঁচ আর ছয়। বাঘ দেখে ভয়'। 'তের আর চৌদ্দ। বাঘে মোষে যুদ্ধ'। 'এগারো আর বারো। হাতে হাত ধরো'। ছবিতে একটি মেয়ের দু'হাত দু'দিকে দু'টি ছেলে ধরে আছে। এসব কবিতা শিখে যদি যৌবনে ছেলেরা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয় কিংবা কোন মেয়েকে অপহরণ করে, তাহ'লে তাদের দোষ দেওয়া যাবে কি?

এভাবে ৭২ পৃষ্ঠার বিশাল বইয়ের ৫৬টি পাঠের প্রায় সর্বত্র ছেলে ও মেয়েদের যৌথ ছবিতে ভরা। কোথাও কোন শিক্ষণীয় কবিতা বা গল্প নেই। হ্যাঁ, বইয়ের সর্বশেষ কভার পৃষ্ঠার বাইরে মাঝখানে বড় করে লেখা আছে 'বড়দের সম্মান কর'। এটা পাঠ্য তালিকার বহির্ভূত। যদিও এই কভার পেজটি সর্বদা নীচেই পড়ে থাকে। আর সম্ভবতঃ সেজন্য বড়দের সম্মান এখন সর্বত্র নীচেই পড়ে আছে। প্রশ্ন হ'ল, প্রথম শ্রেণীর শিশুর জন্য ৭২ পৃষ্ঠার বিশাল বই কেন? তাকে তো ছোট বইয়ে অনেক কিছু শেখানো যেত। এছাড়াও রয়েছে তার ঘাড়ে অন্যান্য বইয়ের বোঝা।

আমার বাংলা বই
ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণি
পূর্ণমুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

(৭১/১) ১ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের মতো ২য় শ্রেণীর এ বইতেও শুরুতে রয়েছে জাতীয় সংগীত, যা শিরক মিশ্রিত। যা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি বাংলাদেশকে মা দূর্গা কল্পনা করে দুই বাংলা ভাগ হওয়াকে দূর্গা মায়ের অঙ্গচ্ছেদ (vivisection of mother) বলে অভিহিত করেছিলেন। তাছাড়া দুই বাংলা পৃথক হ'লে কুষ্টিয়ার শৈলদহে বসে পূর্ববাংলার কৃষকদের উপরে তার জমিদারী চালানো বন্ধ হয়ে যেত। তাই যেকোন মূল্যে যেন দুই বাংলা এক থাকে, সেদিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাংলা মায়ের বন্দনা গেয়ে তিনি ১৯০৫ সালে উক্ত কবিতা লিখেছিলেন। অতঃপর হিন্দু নেতাদের চরমপন্থী কার্যক্রমের ফলে বাধ্য হয়ে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালে পুনরায় বঙ্গভঙ্গ হয় এবং পূর্ব বঙ্গ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে স্বাধীন পাকিস্তানের অংশীভূত হয়। অতঃপর ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের উপর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। অতএব স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উক্ত কবিতায় কোন শিক্ষণীয় নেই। বরং বিপরীতটাই রয়েছে।

(৭২/২) পৃ. ২ 'ঐশী' ও 'ওমর' এবং 'দাদিমা' অতঃপর ৬ পৃষ্ঠায় 'অমি' নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

মন্তব্য : এগুলির মধ্যে 'ওমর' বাদে বাকী সবই অনৈসলামী নাম।

(৭৩/৩) পৃ. ১২ 'আমাদের দেশ' কবিতা

সোনার ফসল ফলে খেত ভরা ধান
সকলের মুখে হাসি, গান আর গান।

মন্তব্য : আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬ খৃ.) লিখিত অত্র কবিতায় 'খেত' বানানে বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে। যদিও বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান জানুয়ারী ২০১৪-এর ১৭শ সংস্করণে ৩২৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : 'খেত' 'ক্ষেত' অর্থ মাঠ, চাষের জমি। সংস্কৃত 'ক্ষেত্র'; প্রাকৃত 'খেত্ত'; বাংলা 'খেত'। অথচ এভাবে ভাগাভাগির কোন প্রয়োজন ছিলনা। যেটা প্রচলিত সেটা রাখাই যথেষ্ঠ ছিল। কেননা বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা দাওয়াত 'খেতে' যায়। কিন্তু অন্যের বেগুন 'ক্ষেতে' যায়না।

(৭৪/৪) পৃ. ১৬ 'শীতের সকাল'

নানা শরিফাকে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছেন। হাতে খবরের কাগজ। আর শরিফা বই পড়ছে।

মন্তব্য : এখানে 'শরিফা' বানান ভুল। প্রকৃত বানান হবে 'শরীফা'। অতঃপর বাংলাদেশে কয়জন নানা আছেন, যিনি চেয়ারে বসে শীতের সকালে খবরের কাগজ পড়েন? এছাড়া পুরা গল্পে কোন উপদেশ নেই। আবার নানার দাড়ি হ'ল কাটিং দাড়ি। যা সুন্নাতী দাড়ি নয়।

গল্পের শেষে নানা শরিফাকে বলছেন, 'বেঁচে থাক বুবু। অনেকগুলো ভাল কাজ করেছ আজ'। অথচ সেখানে কোন দো'আ নেই। বরং উচিৎ ছিল এটাই বলা যে, আল্লাহ তোমার হায়াত দারায করুন এবং তোমার মঙ্গল করুন! কেননা এ দো'আর মধ্যে আল্লাহ্র সন্ধান রয়েছে। যা সন্তানের অন্তরে রেখাপাত করবে। অথচ 'বেঁচে থাকো' কথার মধ্যে আল্লাহ্র সন্ধান নেই। বরং ওটি তাকে নাস্তিক্যবাদের দিকে নিয়ে যাবে। যেমনটি আজকাল রেডিও-টিভিতে প্রায়ই বলা হচ্ছে, ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন ইত্যাদি। অথচ ভাল-মন্দ থাকা ও বেঁচে থাকা না থাকা সবই আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন।

(ক্রমশঃ)

সালামের আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মুসলমানদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে কিভাবে অভিবাদন জানাবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। সেই সাথে কে কাকে সালাম দিবে এবং কখন, কিভাবে সালাম প্রদান করবে এ সম্পর্কিত সবিস্তার আদব বর্ণিত হয়েছে হাদীছে। এগুলি সাধ্যমত মেনে চললে পাস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে এবং অগণিত নেকী অর্জিত হবে। নিম্নে সালামের আদবগুলি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. সালামের শব্দ :

সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে 'আস-সালামু আলায়কুম' বলতে হবে। عليك السلام (আলায়কাস সালাম) বলা সুন্নাত নয়।

عَنْ أَبِى جُرَىٍّ الْهُجَيْمِىِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى.

আবূ জুরাই আল-হুজাইমী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, 'আলায়কাস সালামু' ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আলায়কাস সালাম' বল না। কারণ এটা হ'ল মৃতের প্রতি সালাম'।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ. فَقَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ. জাবির ইবনু সুলাইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, 'আলায়কাস সালাম'। তিনি বললেন, 'আলায়কাস সালাম' বল না, বরং 'আসসালামু আলায়কা' বল।[২] প্রয়োজনে তিনবার সালাম দেওয়া যায়। যেমন সালাম দেওয়ার পর কেউ শুনতে না পেলে বা অনুমতির ক্ষেত্রে তিনবার সালাম দেওয়া যায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ طَلَبْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيْهِمْ وَلاَ أَعْرِفُهُ وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ إِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ. ثَلاَثًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ إِذَا لَقِىَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. ثُمَّ رَدَّ عَلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ.

আবূ তামীম আল-হুজাইমী (রাঃ) হ'তে তার বংশের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে খোঁজ করে না পেয়ে বসে রইলাম। এরই মধ্যে আমি তাকে একদল লোকের মাঝে দেখতে পেলাম, কিন্তু আমি তাকে চিনতাম না। তাদের মাঝে তিনি মীমাংসা করছিলেন। কাজ শেষে কয়েকজন তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এটা দেখে তাকে বললাম, আলায়কাস সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলায়কাস সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ আলায়কাস সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আলায়কাস সালামু হল মৃত ব্যক্তির জন্য সালাম। এ কথাটি তিনি তিন বার বললেন। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় যেন বলে, আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার সালামের উত্তর দিলেন, ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ, ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ, ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ।[৩]

২. কথা বলার পূর্বেই সালাম দেওয়া :

কথা বলার আগেই সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দু'জন লোকের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'লে কে প্রথম সালাম দিবে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বেশী নিকটবর্তী'।[৫]

প্রথমে সালাম না দিলে রাসূল (ছাঃ) কথা বলার অনুমতি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لاَ تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ 'যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় না তোমরা তাকে (কথা বলার) অনুমতি দিও না'।[৬]

৩. সালামের পুনরাবৃত্তি :

তিনবার সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) কোন কোন কথা তিনবার বলতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا 'নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তা বুঝে নেয়ার জন্য তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোন গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন।[৭]

---

১. *আবূদাঊদ হা/৫২০৯; তিরমিযী হা/২৭২১; ছহীহাহ হা/১১০৯।*
২. *তিরমিযী হা/২৭২২, সনদ ছহীহ।*
৩. *তিরমিযী হা/২৭২১; ছহীহাহ হা/১৪০৩।*
৪. *আবূদাঊদ হা/৫১৯৭; ছহীহাহ হা/৩৩৮২; ছহীহুল জামে হা/৬১২১।*
৫. *তিরমিযী হা/২৬৯৪; মিশকাত হা/৪৬৪৬।*
৬. *ছহীহাহ হা/৮১৭; ছহীহুল জামে হা/৭১৯০।*
৭. *বুখারী হা/৯৫; ছহীহাহ হা/৩৪৭৩।*

৪. কে কাকে সালাম দিবে :

চলমান ব্যক্তি উপবিষ্টকে, আরোহী পদব্রজে ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে এবং ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى، وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، 'আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে'।[৮] অন্যত্র তিনি বলেন, يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، 'ছোটরা বড়দেরকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে'।[৯]

৫. সশব্দে সালাম ও উত্তর দেওয়া :

এমন শব্দে সালাম ও সালামের উত্তর দিতে হবে যাতে অন্যরা শুনতে পায়। তবে কোথাও ঘুমন্ত মানুষ থাকলে এমনভাবে সালাম দিবে যাতে জাগ্রত লোকেরা শুনতে পায় এবং ঘুমন্ত লোকের কোন অসুবিধা না হয়। মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَصِيبَهُ قَالَ فَيَجِىءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، 'এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের সবাই যার যার অংশ পান করতো। আর আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য তাঁর অংশ উঠিয়ে রাখতাম। মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, তিনি রাত্রে এসে এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে নিদ্রারত লোক উঠে না যায় এবং জাগ্রত লোক শুনতে পায়'।[১০]

৬. সমাবেশে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সালাম দেওয়া :

কোন সভায় প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ– 'যখন তোমাদের কেউ মজলিসে পৌঁছবে তখন যেন সে সালাম করে। এরপর যদি তার সেখানে বসতে ইচ্ছা হয় তবে বসবে। অতঃপর যখন উঠে দাঁড়াবে তখনও সে যেন সালাম দেয়। শেষেরটির চাইতে প্রথমটি বেশী উপযুক্ত নয়'।[১১]

এক সাথে অনেকে বা দলগতভাবে চলার সময় ঐ দলের পক্ষ থেকে একজন সালাম দিলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ، 'পথ অতিক্রমকালে দলের একজন যদি সালাম দেয় তাহ'লে তা সকলের জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে উপবিষ্টদের একজন তার উত্তর দিলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট'।[১২]

৭. বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া :

বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে প্রবেশকারী সালাম দিবে, যদিও ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ঐ ঘরে বসবাস না করে। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً– 'অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহ্র নিকট হ'তে প্রাপ্ত বরকমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন' *(নূর ২৪/৬১)*।

অন্যের বাড়ীতে বা ঘরে প্রবেশকালেও সালাম দিবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং এর বাসিন্দাদের সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' *(নূর ২৪/২৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ.

'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহ'লে রিযিকপ্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে'।[১৩]

এমনকি পরিত্যক্ত ঘরে প্রবেশ করলে বলবে, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ– 'আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক'।[১৪]

৮. প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণকারী ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া :

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণকারীকে সালাম দেওয়া উচিত নয়। আল-মুহাজির ইবনু কুনফুয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। তখন নবী (ছাঃ) পেশাব করছিলেন। সেজন্য ওযূ না করা পর্যন্ত তিনি তার জবাব দিলেন না। অতঃপর (পেশাব শেষে ওযূ করে)

---

৮. বুখারী হা/৬২৩২-৩৩; মিশকাত হা/৪৬৩২।
৯. বুখারী হা/৬২৩১।
১০. মুসলিম হা/২০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৬৩।
১১. তিরমিযী হা/২৭০৬; মিশকাত হা/৪৬৬০; ছহীহাহ হা/১৮৩।
১২. আবূদাউদ হা/৫২১০; মিশকাত হা/৪৬৪৮; ইরওয়া হা/৭৭৮।
১৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৯; আবূদাউদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১, সনদ ছহীহ।
১৪. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৫৩৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৫৫, সনদ হাসান।

তিনি তার নিকট ওযর পেশ করে বললেন, পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা আমি অপসন্দ করি'।[১৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে সালাম করল, তিনি তখন পেশাব করছিলেন। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না'।[১৬]

৯. শিশুদের সালাম দেওয়া :

শিশুদের সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। আনাস (রাঃ) একবার একদল শিশুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের সালাম করে বললেন যে, নবী করীম (ছাঃ)ও অনুরূপ করতেন।[১৭]

১০. ইহূদী-নাছারাদেরকে আগে সালাম না দেওয়া :

ইহূদী-নাছারা ও বিধর্মীদেরকে আগে সালাম দেওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ 'তোমরা ইহুদী-নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম করো না'।[১৮] তবে তারা সালাম দিলে উত্তরে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ 'যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা বলবে ওয়া আলায়কুম (তোমাদের উপরেও)'।[১৯]

১১. পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম দেওয়া :

মুসলিম মাত্রেই সালাম দেওয়া উচিত। সে আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, পরিচিত হোক বা অপরিচত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ 'তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে'।[২০]

১২. সালাম বহনকারী ও প্রেরণকারীর উত্তর দেওয়া :

কেউ কারো মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করলে যে সালাম বহন করে নিয়ে আসবে, তাকে ও সালাম প্রদানকারীকে উত্তর দেওয়া উচিত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوْسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ بَعَثَنِى أَبِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ائْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلاَمَ. قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِى يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ. فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلاَمُ.

গালিব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হাসান (রাঃ)-এর বাড়ির দরজায় বসা ছিলাম। এ সময় এক জন লোক এসে বলল, আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম জানাবে। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আলায়কা ওয়া আলা আবীকাস সালাম (তোমার ও তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)'।[২১]

১৩. ইশারায় সালাম ও উত্তর না দেওয়া :

ইশারায় সালাম দেওয়া যাবে না। তবে কেউ বোবা হলে কিংবা দূরে অবস্থানকারী হ'লে মুখে উচ্চারণসহ ইশারায় সালাম বা উত্তর দিতে পারে। অনুরূপভাবে বধিরকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রেও মুখে উচ্চারণসহ ইশারায় সালাম বা উত্তর দেওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيْمَهُمْ إِشَارَةٌ بِالْكُفُوْفِ– 'তোমরা ইহুদী-নাছারাদের সালামের ন্যায় সালাম দিও না। কেননা তাদের সালাম হচ্ছে হাত দ্বারা ইশারার মাধ্যমে'।[২২]

১৪. মুসলিম পুরুষের সাথে মুছাফাহা করা :

মুসলমান পুরুষের সাথে সালাম বিনিময়ের পাশাপাশি মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا 'দু'জন মুসলিম একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে মুছাফাহা করলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[২৩] মুছাফাহার ক্ষেত্রে নিজের হাত আগেই টেনে নেওয়া সমীচিন নয়। হাদীছে এসেছে, كان إذا صافح رجلا لم يترك يده حتى يكون هو التارك ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم 'রাসূল (ছাঃ) যখন কারো সাথে মুছাফাহা করতেন, তখন ঐ ব্যক্তির হাত ছাড়তেন না, যতক্ষণ না সে রাসূল (ছাঃ)-এর হাত ছেড়ে দিত'।[২৪] উল্লেখ্য, মুছাফাহা এক হাতে অর্থাৎ দু'জনের দু'হাতে হবে।[২৫] দু'জনের চার হাতে নয়।

১৫. সালামের সময় মাথা না ঝুঁকানো :

সালাম প্রদানের সময় কারো সামনে মাথা অবনত করা বা ঝুঁকানো যাবে না। আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِى لَهُ قَالَ لاَ. قَالَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لاَ. قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ. 'কোন একসময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কোন ব্যক্তি তার ভাই কিংবা বন্ধুর সাথে দেখা করলে সে কি তার সামনে ঝুঁকে (নত) যাবে? তিনি বললেন, না। সে আবার প্রশ্ন করল,

---

১৫. *আবূদাঊদ হা/১৭; নাসাঈ হা/৩৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৫০; মিশকাত হা/৪৬৭।*
১৬. *মুসলিম হা/৩৭০।*
১৭. *বুখারী হা/৬২৪৭; মুসলিম হা/২১৬৮।*
১৮. *তিরমিযী হা/১৬০২, ২৭০০; ছহীহাহ হা/৭০৪; ইরওয়া হা/১২৭১।*
১৯. *বুখারী হা/৬২৫৮, ২৯৬২; মুসলিম হা/২১৬৩; মিশকাত হা/৪৬৩৭।*
২০. *বুখারী হা/১২, ২৮, ৬২৩৬; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।*
২১. *আবূদাঊদ হা/৫২৩১; মিশকাত হা/৪৬৫৫।*
২২. *ছহীহুল জামে' হা/৭৩২৭; ছহীহাহ হা/১৭৮৩।*
২৩. *আবূদাঊদ হা/৫২১২; তিরমিযী হা/২৭২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৩; ছহীহাহ হা/৫২৫-২৬।*
২৪. *ছহীহাহ হা/২৪৮৫।*
২৫. *মুসলিম হা/২৭৬৯।*

তাহ'লে কি সে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। সে এবার বলল, তাহ'লে সে তার হাত ধরে মুছাফাহা (করমর্দন) করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[২৬]

১৬. গায়র মাহরাম মহিলাদের সাথে মুছাফাহা না করা :

গায়র মাহরাম অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ বৈধ এরূপ মহিলাদের সাথে মুছাফাহা করা হারাম। উমায়মা বিনতে রুকায়কা (রাঃ) বলেন, বায়'আত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি কতক মহিলা সমভিব্যাহারে মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'লাম। তিনি আমাদের বলেন, যতদূর তোমাদের সামর্থ্যে ও শক্তিতে কুলায়। আমি মহিলাদের সাথে মুছাফাহা (করমর্দন) করি না'।[২৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له 'নিশ্চয়ই তোমাদের কারো মাথায় লোহার হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা উত্তম, তার সাথে বৈধ নয় মহিলাকে স্পর্শ করা অপেক্ষা'।[২৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আলক্বামাহ বিনতু ওবায়দ হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لا أَمَسُّ أيدي النساء 'আমি নারীদের হাত স্পর্শ করি না'।[২৯]

১৭. মুসলিম-অমুসলিম সম্মিলিত সমাবেশে সালাম দেওয়া :

কোন সভা-সমাবেশে মুসলিম ও অমুসলিম সম্মিলিতভাবে থাকলে সালাম দেওয়া যাবে। কিন্তু মুসলমানদের উদ্দেশ্য করতে হবে। উসামাহ বিন যায়দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَرَّ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُوْلَ، وَفِى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَىٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم- 'নবী করীম (ছাঃ) এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলিম, মুশরিক মূর্তিপূজক ও ইহূদী ছিল। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূলও ছিল। আর এ মজলিসে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)ও হাযির ছিলেন। যখন সাওয়ারীর পদাঘাতে বিক্ষিপ্ত ধূলাবালি মজলিসকে ঢেকে ফেলছিল, তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকল। তারপর বলল, তোমরা আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িয়ো না। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদের সালাম করলেন' *(বুখারী হা/৬২৫৪; মুসলিম হা/১৭৯৮)*।

অতএব সালামের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার সমূহ মেনে চলা যরূরী। এর ফলে সমাজে যেমন সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করবে, তেমনি অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

২৬. *তিরমিযী হা/২৭২৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; ছহীহাহ হা/১৬০; মিশকাত হা/৪৬৮০।*
২৭. *তিরমিযী হা/১৫৯৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮৭৪; নাসাঈ হা/৪১৮১; ছহীহাহ হা/৫২৯।*
২৮. *ছহীহুল জামে হা/৫০৪৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১০।*
২৮. *ছহীহুল জামে হা/৭১৭৭।*
২৯. *বুখারী হা/৬২৫৪; মুসলিম হা/১৭৯৮।*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আযাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী রাজা ফারূক হায়দার খান বলেন, 'ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে কাশ্মীরকে হারালো। আমরা কখনোই ভারতের অংশ ছিলাম না। কিন্তু ভারত আজ জম্মু সহ লাদাঘ উপত্যকাও হারালো'। ভারতীয় কংগ্রেসের এমপি অধীর চৌধুরী বলেন, 'নিয়ম ভেঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর ভাগ করা হচ্ছে। সিমলা চুক্তি ও লাহোর চুক্তি সত্ত্বেও কিভাবে এটা আভ্যন্তরীণ বিষয় হ'ল? কাশ্মীরকে আপনারা কয়েদখানা বানিয়ে দিলেন'। কংগ্রেস নেতা মনিস তেওয়ারী বলেন, 'ভারতীয় সংবিধানে কেবল ৩৭০ ধারা নেই। বরং সেখানে ৩৭১-এ থেকে আই পর্যন্ত রয়েছে। যেগুলি নাগাল্যাণ্ড, আসাম, মণিপুর, অন্ধ্র প্রদেশ, সিকিম প্রভৃতি রাজ্যে 'বিশেষ অধিকার' প্রদান করে। আজ যখন সরকার ৩৭০ ধারা বাতিল করছে, তখন এর মাধ্যমে ঐসব রাজ্যের জন্য কি বার্তা পাঠানো হচ্ছে?' মিজোরামের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা লালথান হাওলা ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রেক্ষিতে বলেন, 'এ ঘটনা মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল প্রদেশের মত রাজ্যের জন্য আতংকের'। তারা বলেন, ৩৭১-এ ধারায় হাত পড়লে রুখে দাঁড়াবে মিজোরা'। একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অন্যান্য রাজ্যগুলির নেতারা। হ্যাঁ, ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে উক্ত ৫টি রাজ্যে পৃথক পতাকা উড়িয়ে মিছিল করা হয়েছে। যা তাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। দার্জিলিং ও কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অংশ থাকবে কি না সেটা নিয়ে তাদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। কাশ্মীর নিয়ে সরকারের এই হঠকারী সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৭ই সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে বাম রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। ইতিমধ্যে গত ১৭ই আগষ্ট শনিবার পাকিস্তান ও চীনের অনুরোধে কয়েক দশক পরে এই প্রথম কাশ্মীর নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে। কিন্তু ভেটো ক্ষমতার অধিকারী রাশিয়া ভারতের পক্ষে এবং চীন পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় তাতে কোন ফলাফল আসেনি। তবে জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেছেন, এ বৈঠকই পাকিস্তানের শেষ পদক্ষেপ নয়। তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের এই বৈঠক কাশ্মীর সমস্যাকে আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে'।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের ৪৭ নং প্রস্তাবে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করে বলা হয়েছিল যে, গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরীরা তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে'। কিন্তু ভারত এ প্রস্তাব অদ্যাবধি মানেনি। বরং তারা সর্বদা এটিকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে দাবী করেছে। যদিও শুরু থেকেই এটি ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ছিল এবং আজও আছে। এটা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দু'বার যুদ্ধও হয়েছে।

আমরা মনে করি, এভাবে একটার পর একটা অন্যায় সিদ্ধান্ত ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। মুসলমানদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই ফিরে আসবে। আল্লাহ যালেমদের ধ্বংস করুন ও মযলূমদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

বর্ষশেষের নিবেদন : ২২তম বর্ষ শেষে ২৩তম বর্ষের প্রাক্কালে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে এ মহান আন্দোলন-এর প্রতি রুজু করে দিন- আমীন! *[সম্পাদক]*

মুহাসাবা

মূল : মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(২য় কিস্তি)

মুহাসাবার পদ্ধতি

মুহাসাবায় কড়াকড়ি :

কৃপণ ও লোভী অংশীদার যেমন তার অন্য অংশীদারদের থেকে নিজের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেয়, তেমনি করে মানুষ নিজের মনের নিকট থেকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত সে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারবে না। মায়মূন বিন মিহরান (রঃ) বলেছেন, لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الرجل شريكه، حتى ينظر من أين مطعمه ومشربه ومن أين مكسبه؟ 'শরীক থেকে নিজের পাওনা বুঝে নিতে মানুষ যত না কঠিন-প্রাণ হয়, নিজের মন থেকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব বুঝে নিতে তার থেকেও বেশী কঠিন মনস্ক না হওয়া অবধি সে মুত্তাকী হ'তে পারবে না। এমনকি কোত্থেকে তার খাদ্য-পানীয় ও আয়-রোযগার হচ্ছে তাও সে গভীরভাবে লক্ষ্য করবে'।[১] তিনি আরো বলেছেন, 'একজন মুত্তাকী তার মনের হিসাব গ্রহণে কৃপণ ও লোভী অংশীদার কর্তৃক হিসাব গ্রহণ থেকেও মহাকঠোর'।[২]

সুতরাং মুহাসাবায় কড়াকড়ি করলে সেই মুহাসাবা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুহাসাবায় গা ছাড়া যেন-তেন ভাব দেখালে তা কোন মুহাসাবাই হবে না। তা বরং মনের জন্য সবকিছু হালাল করার পাঁয়তারা। যার ফলে মনের বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যাবে। অনেকেই মুহাসাবা করতে গিয়ে বলে, 'এ আমল তো ছোটখাট আমল'; 'এ আমল হারাম হওয়া নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে'; 'জোরালো মতানুসারে এ আমল মাকরূহ' ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে নানা ছুতো তুলে সে ঐসব আমল করে। এভাবে একসময় মন লাগামহীন কাজে জড়িয়ে পড়ে।

সবকিছুতেই মুহাসাবা :

আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 'এবং শপথ করছি ধিক্কার দানকারী অন্তরের (বিবেকের)' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২)* সম্পর্কে সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেন, সে (ভর্ৎসনাকারী মন) ভাল-মন্দ উভয়ের জন্য ভর্ৎসনা করে।[৩] হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَرَاهُ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ، يَقُولُ مَـا أَرَدْتُ بِكَلِمَتِي، يَقُولُ مَا أَرَدْتُ بِأَكْلَتِي، مَا أَرَدْتُ بِحَدِيثِ نَفْسِي، فَلَا تَرَاهُ إِلَّا يُعَاتِبُهَا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَمْضِيْ قُدُمًا فَلَا يُعَاتِبُ نَفْسَهُ– 'নিশ্চয়ই কোন মুমিনকে তুমি এমন পাবে না, যে তার মনকে ভর্ৎসনা করে না। কোন কথা বললে সে বলে, হে মন! আমার এ কথায় তুমি কী বুঝাতে চেয়েছ? কোন কিছু খেলে বলে, আমার এ খাবার গ্রহণে তোমার উদ্দেশ্য কী? মনে মনে কথা বললে বলে, আমার মনে উদিত এ ভাবনায় তুমি কী ইচ্ছা করছ? এভাবে সব ক্ষেত্রেই দেখবে যে, সে মনকে নানা প্রশ্ন তুলে ভর্ৎসনা করছে। কিন্তু যে কাফের-ফাসেক সে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সামনে পা ফেলে। ফলে সে তার মনকে ভর্ৎসনা করে না'।[৪]

সুতরাং মুহাসাবা কেবল পাপ কাজের সাথে যুক্ত নয়। বরং প্রত্যেকটা মানুষকে তার প্রতিটি কাজে মনের সাথে বুঝাপড়া করতে হবে, এমনকি তার মুবাহ* বা বৈধ কাজেও।

মুহাসাবা শেষে সৎ কাজে মনকে নিবদ্ধ রাখা :

যে কাজ তার কাঙ্ক্ষিতফল বয়ে আনে না, নিশ্চয়ই তা ত্রুটিযুক্ত ও অপূর্ণ। কাজটি যিনি করেছেন তাকে দ্বিতীয় বার তা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সুতরাং মুহাসাবা কোন ফল বয়ে না আনলে মুহাসাবাকারীর উপর আরেকবার মুহাসাবা করা আবশ্যক হবে। বরং তাকে এভাবে মুহাসাবার পর মুহাসাবা চালিয়ে যেতে হবে।

মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার উপর দয়া করুন, যে তার মনকে বলে, 'তুমি কি এটা করনি, তুমি কি ওটা করনি? তারপর তার নাক ছিদ্র করে তাতে লাগাম পরিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্র কিতাব মেনে চলতে বাধ্য করে। এভাবে সে তার মনের চালকের আসনে বসে'।[৫]

ইবরাহীম আত-তায়মী (রহঃ) বলেছেন, একবার আমি মনে মনে কল্পনা করলাম যে, আমি জান্নাতে আছি। জান্নাতের ফল খাচ্ছি, জান্নাতের নহরের পানি পান করছি, জান্নাতের তরুণীদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছি। আবার কল্পনা করলাম যে, আমি জাহান্নামে আছি। জাহান্নামের যাক্কূম খাচ্ছি, পুঁজ পান করছি এবং তার শিকল ও বেড়ির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। এবার আমি আমার মনকে বললাম, মন আমার, তুই কোনটা চাস? মন বলল, আমি দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে নেক কাজ করতে চাই। আমি বললাম, তুই তো তোর কাঙ্ক্ষিত স্থানেই আছিস। কাজেই এখনই নেক কাজ কর।[৬]

মুহাসাবার ফল :

নিশ্চয়ই মনের কথা, কাজ ও কল্পনার হিসাব রাখা সব রকমের কল্যাণ লাভ ও সফলতার পথ। মুহাসাবার ফলে একজন মুসলিম দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ لا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ نَفْسِهِ، وَكَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ

** বিনাইদহ।*

১. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/২৮৯।*

২. *মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ৯।*

৩. *তাফসীরে ত্বাবারী ১২/৩২৭।*

৪. *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, আয-যুহদ, পৃ. ২৮১।*

* *যে সকল কাজ করলে কিংবা না করলে পাপ-পুণ্য নেই সেগুলো মুবাহ।-অনুবাদক।*

৫. *মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ৮; তারীখু দিমাশক ৫৬/৪২০।*

৬. *মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ১০।*

مِنْ هِمَّتِهِ. ‘যতক্ষণ কোন বান্দার মুহাসাবা করার সদিচ্ছা থাকবে এবং যতক্ষণ তার নিজের ভেতর একজন উপদেশদাতা থাকবে, ততক্ষণ সে সৎপথে থাকবে’।[৭]

নিচে মুহাসাবার কিছু নিশ্চিত সুফল তুলে ধরা হ’ল।-

ক্বিয়ামতের দিন হিসাব সহজ হওয়া :

কোন মুসলিম দুনিয়াতে নিয়মিত নিজের মনের হিসাব নিলে ক্বিয়ামতের দিন তা তার হিসাব হাল্কা হওয়ার মাধ্যম হবে। কেননা মুহাসাবার কারণে দুনিয়ার জীবনে তার পাপপ্রবণতা কমে যাবে এবং নেক কাজের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেছেন, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر، ‘(আল্লাহ্র নিকটে) তোমাদের হিসাব দানের আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো এবং (আল্লাহর নিকটে) ওযনের আগে নিজেরা নিজেদের ওযন করো। কেননা এটা করা তোমাদের জন্য তুলনামূলক সহজ। আর তোমরা সবচেয়ে বড় আরয বা হিসাবের জন্য পাথেয় যোগাড় করো’। আল্লাহ বলেছেন, يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ‘সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। কোনকিছুই তোমাদের গোপন থাকবে না’ *(হাক্কাহ ৬৯/১৮)*।[৮]

জা‘ফর বিন বুরকান (রহঃ) বলেন, আমার নিকট পৌঁছেছে যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁর এক কর্মকর্তাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন, সেই পত্রের শেষাংশে লেখা ছিল, حَاسِبْ نَفْسَكَ فِي الرَّخَاءِ قَبْلَ حِسَابِ الشِّدَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الرَّخَاءِ قَبْلَ حِسَابِ الشِّدَّةِ، عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى الرِّضَا وَالْغِبْطَةِ، وَمَنْ أَلْهَتْهُ حَيَاتُهُ، وَشَغَلَهُ هَوَاهُ، عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى النَّدَامَةِ وَالْحَسْرَةِ، فَتَذَكَّرْ مَا تُوْعَظُ بِهِ، لِكَيْ تُنْهَى عَمَّا يُنْتَهَى عَنْهُ، ‘দুঃসময়ে হিসাব দেওয়ার পূর্বে সুসময়ে তোমার মনের হিসাব রাখো। কেননা যে দুঃসময়ে হিসাবের পূর্বে সুসময়ে তার মনের হিসাব রাখে, পরিণামে সে পরিতুষ্টি ও ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করে। আর যাকে তার আয়ুষ্কাল দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অনাগ্রহী উদাসীন করে দিয়েছে এবং সে খেয়াল-খুশীর বশে ভোগবিলাসে মত্ত থাকছে, পরিণামে সে লাভ করবে আফসোস ও অনুশোচনা। সুতরাং যে বিষয়ের উপদেশ দেয়া হয়, তার শিক্ষা গ্রহণ করো। যাতে যেসব কাজ থেকে বিরত থাকা সঙ্গত তা থেকে বিরত থাকা যায়’।[৯]

হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, ‘মুমিন তার মনের অভিভাবক। সে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মনের হিসাব রাখে। আর নিশ্চয়ই যে জাতি দুনিয়াতে নিজেদের মনের হিসাব গ্রহণ করে ক্বিয়ামত দিবসে তাদের হিসাব হাল্কা ও আরামদায়ক হবে। আর ক্বিয়ামত দিবসে কেবল তাদের হিসাব কঠিন ও কষ্টদায়ক হবে, যারা হিসাব ছাড়াই জীবন কাটিয়েছে। মুমিনের হঠাৎই কোন জিনিস ভাল লাগলে সে বলে ওঠে, আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কামনা করি এবং তোমার প্রয়োজনও আমার আছে। কিন্তু আল্লাহ্র কসম, তোমার নাগাল পাওয়ার সুযোগ আমার হাতে নেই! তোমার ও আমার মাঝে দেয়াল তোলা রয়েছে। আর যদি তার কিছু সামান্য ভোগ করে বসে তাহ’লে সে মনের কাছে প্রশ্ন তোলে, কোন উদ্দেশ্যে এটা করলে? এটার আমার কী দরকার ছিল? আল্লাহ্র কসম! আমার তো অজুহাত তোলারও সুযোগ নেই। আল্লাহ্র কসম! আগামীতে আল্লাহ চাহে তো আমি এ কাজ আদৌ করব না।[১০]

ফুযাইল বিন ইয়ায (রঃ) বলেছেন, المؤمن يحاسب نفسه ويعلم أن له موقفا بين يدى الله تعالى، والمنافق يغفل عن نفسه، فرحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به، ‘মুমিন তার মনের হিসাব রাখে এবং সে জানে যে, একদিন তাকে আল্লাহ তা‘আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। পক্ষান্তরে মুনাফিক যে, সে জীবন ও মন সম্পর্কে উদাসীন। সুতরাং সেই বান্দার উপর আল্লাহ্র দয়া বর্ষিত হৌক, যে তার কাছে মালাকুল মওত আসার আগেই নিজ জীবনের হিসাব নেয়’।[১১]

[চলবে]

---

৭. *মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ৬।*
৮. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, পৃ. ৩০৭।*
৯. *মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ১৬।*
১০. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, পৃ. ৩০৮।*
১১. *তারীখু বাগদাদ ৪/১৮৪।*

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
আলোচক পিচ টিভি বাংলা, মোবাইল ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭।
ব্যবস্থাপনায়
শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
ঢাকা অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার ৬ষ্ঠ তলা (লিফটে ৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপোল, ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা। ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ও আহলুল হাদীছের মধ্যে সম্পর্ক :

নিম্নে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করব যারা আহলুল হাদীছ বলতে প্রাতিষ্ঠানিক মুহাদ্দিছ উদ্দেশ্য করেননি। বরং এর দ্বারা আক্বীদা ও মানহাজগত আহলুল হাদীছ বুঝিয়েছেন। সেই সাথে আক্বীদা বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে সালাফগণ যে 'আহলুল হাদীছ' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তার উদ্দেশ্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। যেমন -

(১) একদা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (মৃ. ২৪১হি.) রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ- 'আমার উম্মাত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে; এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী, তবে একটি দল ব্যতীত' উল্লেখ করার পর বললেন, إِنْ لَمْ يَكُونُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ، فَلَا أَدْرِيْ مَنْ هُمْ 'তারা যদি আছহাবুল হাদীছ না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'।[১] একই বক্তব্য পেশ করেন ইয়াযীদ ইবনু হারূণ (মৃ. ২০৬হি.)।[২] কাযী ইয়ায (মৃ. ৫৪৪হি.) বলেন, إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ 'ইমাম আহমাদের এই বক্তব্য থেকে একমাত্র উদ্দেশ্য হল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এবং যারা আহলুল হাদীছ মাযহাবের আক্বীদা গ্রহণ করেছে'।[৩]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (মৃ. ১৮১হি.)-কেও রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকৃত চিরবিজয়ী ও নাজাতপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, هُمْ عِنْدِيْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ 'আমার দৃষ্টিতে তারা হলেন আছহাবুল হাদীছ'।[৪] তিনি আরও বলেন, أَثْبَتُ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ 'ছিরাতে মুস্তাকীমের উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ় হলেন আছহাবুল হাদীছগণ'।[৫] ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনী (মৃ. ২৩৪হি.) আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ 'তারা হলেন আছহাবুল হাদীছ'।[৬] তিনি আরও বলেন, هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ، وَالَّذِينَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُوْلِ، وَيَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ. لَوْلَاهُمْ لَمْ تَجِدْ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْيِ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ 'তারা হল আহলুল হাদীছ। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর আচরিত দ্বীনের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং তারা (শারঈ) জ্ঞানকে সুরক্ষা দান করে। যদি তারা না থাকত তবে তুমি মু'তাযিলা, রাফিযাহ (শী'আ), জাহমিয়া, মুরজিয়া এবং আহলুর রায়দের নিকট সুন্নাতের কিছুই পেতে না'।[৭] অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬হি.)-ও বলেন, يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ 'অর্থাৎ তারা হলেন আছহাবুল হাদীছ'।[৮] অন্যত্র তিনি বলেন, وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ 'তারা হলেন জ্ঞানী সম্প্রদায় (যারা কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞানে পারদর্শী)'।[৯] আহমাদ ইবনু সিনান (মৃ. ২৫৯ হিঃ) বলেন, هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَصْحَابُ الْآثَارِ 'তারা হলেন জ্ঞানী সম্প্রদায় এবং হাদীছের অনুসারী'।[১০]

(৩) আহমাদ ইবনু সিনান আল-কাত্তান (মৃ. ২৫৯ হি.) আরও বলেন, لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلَّا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী ব্যক্তি নেই, যে আহলুল হাদীছদেরকে ঘৃণা করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের পরিতৃপ্তি উঠিয়ে নেয়া হয়'।[১১]

(৪) আবূ বকর আল-ইসমাঈলী (মৃ. ৩৭১হি.) তাঁর সংকলিত আক্বীদা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ اعتقاد أئمة الحديث -এ বলেন,

أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عن ما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم-

'আহলুল হাদীছ বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হ'ল, আল্লাহকে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাঁর ফিরিশতামণ্ডলী, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণকে স্বীকার করে নেয়া। আর আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত এবং রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহকে গ্রহণ করা। তাঁর (রাসূল (ছাঃ) মারফতে বর্ণিত কোন বিষয় থেকে পশ্চাতপসারণের

১. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ২৪।*
২. *ঐ, পৃ. ২৬।*
৩. *ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ১৩/৬৭ পৃ.।*
৪. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ২৬।*
৫. *ঐ, পৃ. ৫৮।*
৬. *ঐ, পৃ. ২৭।*
৭. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ১০।*
৮. *ঐ, পৃ. ২৭।*
৯. *ছহীহুল বুখারী, হা/৭৩১১।*
১০. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ২৭।*
১১. *ঐ, পৃ. ৭৩।*

যেমন অবকাশ নেই, তেমনি নেই কোন সুযোগ তা প্রত্যাখ্যানেরও। কেননা তারা কিতাব এবং সুন্নাতকে অনুসরণের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। তাতেই রয়েছে তাদের জন্য পথনির্দেশ। আর তা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের নবী হ'লেন সেই (অনুসরণীয়) ব্যক্তিত্ব যিনি সরল-সঠিক পথের দিকে আহ্বান করেন এবং তার বিরোধিতায় রয়েছে ফিতনা ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুঁশিয়ারী'।[১২]

(৫) আবুল কাসেম আল-লালকাঈ (মৃ. ৪১৮হি.) বলেন,

فَلَمْ نَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَآثَارِ صَحَابَتِهِ إِلَّا الْحَثَّ عَلَى الِاتِّبَاعِ، وَذَمَّ التَّكَلُّفِ وَالِاخْتِرَاعِ، فَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ الْآثَارِ كَانَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ، وَكَانَ أَوْلَاهُمْ بِهَذَا الِاسْمِ، وَأَحَقَّهُمْ بِهَذَا الْوَسْمِ، وَأَخَصَّهُمْ بِهَذَا الرَّسْمِ (أَصْحَابُ الْحَدِيثِ)؛ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعِهِمْ لِقَوْلِهِ-

'আল্লাহ্র কিতাব, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবীদের আছারে আমরা কেবলই যা পেয়েছি তা হল (সুন্নাতের) অনুসরণের তাগিদ এবং কুতর্ক ও নবসৃষ্টির নিন্দা। যারা সুন্নাতের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে, তারাই হল সুন্নাতের অনুসারী। আর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাছভাবে যুক্ত হওয়া এবং তাঁর কথার আনুগত্যের কারণে তারাই এই নামে (আহলুল হাদীছ) অভিহিত হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকারযোগ্য এবং তারা এই বিশেষণে চিহ্নিত হওয়ার সবচেয়ে বেশী হক্বদার এবং তারাই এই পরিচয়ে বিশেষিত হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য।[১৩]

(৬) আবূ উছমান আছ-ছাবূনী (মৃ. ৪৪৯হি.) তাঁর عقيدة السلف أصحاب الحديث গ্রন্থে বলেন, إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة 'নিশ্চয়ই আছহাবুল হাদীছ, যারা কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধারণকারী, তাদের জীবিতদেরকে আল্লাহ হেফাযত করুন এবং মৃতদের উপর রহম করুন! তারা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালত ও নবুওতের সাক্ষ্য দেয়'।[১৪]

(৭) খত্বীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩হি.) বলেন,

وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوًى تَرْجِعُ إِلَيْهِ، أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ، سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ، وَالسُّنَّةُ حُجَّتُهُمْ، وَالرَّسُولُ فِئَتُهُمْ، وَإِلَيْهِ نِسْبَتُهُمْ، لَا يُعَرِّجُونَ عَلَى الْأَهْوَاءِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى الْآرَاءِ ... وَمِنْهُمْ كُلُّ عَالِمٍ فَقِيهٌ، وَإِمَامٌ رَفِيعٌ نَبِيهٌ، وَزَاهِدٌ فِي قَبِيلَةٍ، وَمَخْصُوصٌ بِفَضِيلَةٍ، وَقَارِئٌ مُتْقِنٌ، وَخَطِيبٌ مُحْسِنٌ. وَهُمُ الْجُمْهُورُ الْعَظِيمُ، وَسَبِيلُهُمُ السَّبِيلُ الْمُسْتَقِيمُ-

'প্রতিটি দলই প্রবৃত্তিপরায়ণতাদুষ্ট এবং একদেশদর্শীভাবে স্বীয় মতামতের প্রতিই সন্তুষ্টচিত্ত; কেবল আহলুল হাদীছগণ ব্যতীত। কেননা আল্লাহ্র কিতাব হল তাদের সম্বল। সুন্নাত হল তাদের দলীল, রাসূল (ছাঃ) হলেন তাদের দল এবং তাঁর প্রতিই তাদের সম্বন্ধ। তারা কখনও প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল হয় না এবং মানুষের মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। ... তাদের মধ্যে রয়েছেন প্রত্যেক ফক্বীহ বিদ্বান, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমাম, কওমের দুনিয়াবিমুখ আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, দক্ষ ক্বারী, জনহিতৈষী বাগ্মী প্রমুখ। তারা হল সবচেয়ে বড় দল। তাদের অনুসৃত পথই সরল-সঠিক পথ'।[১৫]

(৮) আবুল মুযাফফার আস-সাম'আনী (মৃ. ৪৮৯হি.) তাঁর الانتصار لأصحاب الحديث গ্রন্থে ফিরকা নাজিয়া তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিরোধীগণ (আহলুল কালাম ও আহলুর রায়)-এর এই দাবী উপস্থাপন করেন যে তারা বলে, তোমরা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ বলে দাবী করছ, অথচ প্রত্যেক দলই তো সুন্নাতের অনুসরণ করে এবং সুন্নাতবিরোধীদের প্রবৃত্তির অনুসারী মনে করে, তাহলে তোমাদের বিশেষত্ব কী? প্রত্যেক দলই কি আহলুস সুন্নাহ নয়? এর দীর্ঘ জবাব দিয়ে সামআনী বলেন, رَأَيْنَا فرقة أَصْحَاب الحَدِيث لَهَا أطلب وفيهَا أَرغب وَلها أجمع ولصحاحها أتبع فَعلمنَا يَقِينا أَنهم أَهلهَا دون من سواهُم من جَمِيع الْفرق 'আছহাবুল হাদীছ দলটিকেই আমরা সুন্নাতের অনুসন্ধানে সবচেয়ে তৎপর, সুন্নাতের প্রতি সর্বাধিক আগ্রহী, সুন্নাত সংকলনে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী এবং ছহীহ সুন্নাতের অনুসরণে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর পেয়েছি। তখনই আমরা সুনিশ্চিতভাবে জেনে নিয়েছি যে, প্রকৃতঅর্থে তারাই কেবল আহলুস সুন্নাহ অভিহিত হওয়ার যোগ্য, অন্যরা নয়'।

(৯) আবুল কাসেম আল-ইসমাঈলী আল-ইস্পাহানী (মৃ. ৫৩৫হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة গ্রন্থে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, ذكر أهل الحَدِيث وَأَنَّهُمْ الْفرْقَة الظَّاهِرَة عَلَى الْحق إِلَى أَن تقوم السَّاعَة 'আহলুল হাদীছদের বর্ণনা এবং তারা হল ক্বিয়ামত পর্যন্ত

১২. *আবূবকর আহমাদ আল-ইসমাঈলী, ই'তিকাদু আইম্মাতিল হাদীছ, পৃ. ১।*
১৩. *আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ আল-লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিকাদ, ১/২৩ পৃ.।*
১৪. *আবূ উছমান আছ-ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃ. ৩৭।*
১৫. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৯।*

হক্বের উপর বিজয়ী দল'।[১৬]

তিনি দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন,

فَزعم كل فريق أَنه هُوَ المتمسك بشريعة الْإِسْلَام، وَأَن الْحق الَّذِي قَامَ بِهِ رَسُول الله هُوَ الَّذِي يَعْتَقِدهُ وينتحله، غير أَن الله أَبى أَن يكون الْحق والعقيدة الصحيحية إِلَّا مَعَ أهل الحَدِيث والْآثَار؛ لأَنهم أخذُوا دينهم وعقائدهم خلفا عَن سلف، وقرنا عَن قرن، إِلَى أَن انْتَهوا إِلَى التَّابِعين، وَأَخذه التابعون من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَأَخذه أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَلَا طَرِيق إِلَى معرفَة مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم النَّاس من الدّين الْمُسْتَقيم، والصراط القويم، إِلَّا هَذَا الطَّرِيق الَّذِي سلكه أَصْحَاب الحَدِيث، وَأما سَائِر الْفرق فطلبوا الدّين لَا بطريقه لأَنهم رجعُوا إِلَى معقولهم، وخواطرهم، وآرائهم، فطلبوا الدّين من قبله، فَإِذا سمعُوا شَيْئا من الْكتاب وَالسّنة، عرضوه عَلَى معيار عُقُولهمْ، فَإِن استقام قبلوه، وَإِن لم يستقم فِي ميزَان عُقُولهمْ ردُّوهُ ...

'প্রতিটি দলই ধারণা করে যে, তারা ইসলামী শরী'আতকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী এবং রাসূল (ছাঃ) যেই সত্যসহ আগমন করেছিলেন, তারা সেই সত্যের ধারণ ও বাহক। তবে আল্লাহ তাদের ধারণাকে নাকচ করে কেবল আহলুল হাদীছ এবং আহলুল আছারদেরকে সেই সত্য এবং ছহীহ আক্বীদার ধারক ও বাহক করেছেন। কেননা তারা তাদের দ্বীন এবং আক্বীদা গ্রহণ করেছেন পূর্বপরম্পরায়, এক যুগ থেকে অপর যুগ ধারাবাহিকতায় যতক্ষণ না তারা পৌঁছেছে তাবেঈদের যুগ পর্যন্ত। আর তাবেঈরা দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন ছাহাবীদের থেকে, ছাহাবীরা গ্রহণ করেছেন রাসূল (ছাঃ) থেকে। রাসূল (ছাঃ) মানবজাতিকে যে সঠিক দ্বীন এবং সুদৃঢ় পথের দিকে আহ্বান করেছিলেন তা জ্ঞাত হওয়ার দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই, আছহাবুল হাদীছদের অনুসৃত পথ ব্যতীত। এতদ্ভিন্ন আর যত দল রয়েছে তারা দ্বীনকে সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান করেনি। কেননা তারা তাদের যুক্তি, প্রবৃত্তিপরায়ণতা এবং নিজ নিজ চিন্তাধারার অনুসরণ করে এবং সেই পথেই দ্বীনের অনুসন্ধান করে। ফলে যখন তারা কিতাব ও সুন্নাত থেকে কিছু শোনে, সততই তারা বিষয়টিকে স্বীয় যুক্তি ও বিবেকের মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করে। যদি তাকে যুক্তির মানদণ্ডে সঠিক মনে করে, তবে তা গ্রহণ করে; আর যুক্তির মানদণ্ডে না টিকলে তা প্রত্যাখ্যান করে'।[১৭]

তিনি আরও বলেন,

أَن أهل الحَدِيث هم عَلَى الْحق، أَنَّك لَو طالعت جَمِيع كتبهمْ المصنفة من أَوَّلهمْ إِلَى آخِرهم، قديمهم وحديثهم مَعَ اخْتِلَاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد مَا بَينهم فِي الديار، وَسُكُون كل وَاحِد مِنْهُم قطرا من الأقطار، وَجَدتهمْ فِي بَيَان الِاعْتِقَاد عَلَى وتيرة وَاحِدَة، ونمط وَاحِد يجرونَ فِيهِ عَلَى طَرِيقَة لَا يحيدون عَنْهَا، وَلَا يميلون فِيهَا، قَوْلهم فِي ذَلِكَ وَاحِد ونقلهم وَاحِد، لَا ترى بَينهم اخْتِلَافا، وَلَا تفرقا فِي شَيْء مَا وَإِن قل، بل لَو جمعت جَمِيع مَا جرى عَلَى ألسنتهم، ونقلوه عَن سلفهم، وجدته كَأَنَّهُ جَاءَ من قلب وَاحِد، وَجرى عَلَى لِسَان وَاحِد، وَهل عَلَى الْحق دَلِيل أبين من هَذَا؟

'আহলুল হাদীছগণ হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা প্রাচীন হোক কিংবা আধুনিক, তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের সংকলিত কিতাবসমূহ পাঠ কর, হোক না তারা বিভিন্ন শহরের কিংবা বিভিন্ন যুগের, হোক না তাদের বসবাসস্থল পরস্পর থেকে দূরে কিংবা একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, কিন্তু দেখবে আক্বীদার বর্ণনায় তারা একক অবস্থানে এবং একই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে তারা এমন পথ অবলম্বন করেছে, যেখান থেকে তারা বিচ্যুত হয় না। অন্যদিকে ঝোঁকপ্রবণও হয় না। এ ব্যাপারে তাদের কথা এক, দলীলও এক। তুমি তাদের মাঝে কোন মতনৈক্য দেখবে না, দেখবেনা সামান্য কিছু পৃথক চিন্তাও। বরং যদি তাদের কথাগুলো এবং সালাফদের থেকে তাদের বর্ণনাসমূহ একত্রিত কর, তাহলে দেখবে সেগুলো যেন একটি অন্তকরণ থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং একটি জিহ্বা থেকেই বিধৃত হয়েছে। তাদের অবস্থানের সঠিক ও সত্যতা নির্ণয়ে এর চেয়ে সুস্পষ্ট আর কোন দলীলের প্রয়োজন আছে কি?'[১৮]

তিনি আরও বলেন,

وَكَانَ السَّبَب فِي اتِّفَاق أهل الحَدِيث أَنهم أخذُوا الدّين من الْكتاب وَالسّنة، وَطَرِيق النَّقْل، فأورثهم الِاتِّفَاق والائتلاف. وَأهل الْبِدْعَة أخذُوا الدّين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافْتِرَاق وَالِاخْتِلَاف، فَإِن النَّقْل وَالرِّوَايَة من الثِّقَات والمتقنين قَلما يخْتَلف، وَإِن اخْتلف فِي لفظ أَو كلمة، فَذَلِك اخْتِلَاف لَا يضر الدّين، وَلَا يقْدَح فِيهِ. وَأما دَلَائِل الْعقل فقلما تتفق،

১৬. *আবুল কাসেম আল-ইসমাঈলী, আল-হুজ্জাতু ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ, ১/২৬২ পৃ.।*

১৭. *ঐ, ২/২৩৭-২৩৮ পৃ.।*

১৮. *ঐ, ২/২৩৮-২৩৯ পৃ.।*

بل عقل كل وَاحِد يري صَاحبه غير مَا يرى الآخر، وَهَذَا بَين وَالْحَمْد لله–

'আহলুল হাদীছদের মধ্যে একতার কারণ হল তারা দ্বীন গ্রহণ করেছে কিতাব ও সুন্নাত থেকে এবং (ছহীহ) বর্ণনার ভিত্তিতে। ফলে তাদের মাঝে একতা এবং সংহতি বিরাজ করে। আর বিদ'আতীগণ দ্বীন গ্রহণ করেছে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা এবং মানবীয় মতামত থেকে। ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা এবং মতভেদ সৃষ্টি হয়। কেননা শক্তিশালী রাবীগণ কর্তৃক বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য কমই পরিলক্ষিত হয়, যদিও তাতে শব্দ ও বাক্যগত কিছু পার্থক্য থাকে। তবে এই বিভিন্নতায় দ্বীনের কোন ক্ষতি হয় না এবং তাতে কোন ত্রুটি সৃষ্টি হয় না। কিন্তু নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনাকে যদি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে তাতে খুব কমই একতা থাকে; বরং তাতে মতভেদ ঘটবেই। কেননা প্রত্যেকেরই আপন আপন বুদ্ধি-বিবেচনা যা বলে তা অপরজন থেকে ভিন্নতর হয়। এটা খুবই স্পষ্ট বিষয় আলহামদুলিল্লাহ'।[১৯]

(১০) আব্দুল কাদের জীলানী (মৃ. ৫৬১হি.) বলেন, أهل السنة ولا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث 'আহলুস সুন্নাহ্র একটি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন নাম নেই। আর তা হল আছহাবুল হাদীছ'।[২০]

(১১) একদা মধ্যযুগের বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ ইবনুছ ছালাহ (মৃ. ৬৪৩হি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম মালেক সুন্নাত ও হাদীছের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু হাদীছ ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য কি (উভয়টি কি একই নয়)? তখন তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেন,

السّنة هَا هُنَا ضد الْبِدْعَة وَقد يكون الْإِنْسَان من أهل الحَدِيث وَهُوَ مُبْتَدع وَمَالك رَضِي الله عَنهُ جمع بَين السنتين فَكَانَ عَالما بِالسنةِ أَي الحَدِيث ومعتقدا للسّنة أَي كَانَ مذْهبه مَذْهَب أهل الْحق من غير بِدعَة–

'সুন্নাত এখানে বিদ'আতের বিপরীত অর্থে এসেছে। হতে পারে কোন ব্যক্তি আহলুল হাদীছ তথা হাদীছ বিশেষজ্ঞ, কিন্তু সে বিদ'আতী। ইমাম মালেক (রহ.) দুই ধরনের সুন্নাতকে একত্রকারী। কেননা তিনি ছিলেন একদিকে সুন্নাত তথা হাদীছ বিশেষজ্ঞ এবং অপরদিকে সুন্নাতপন্থী আক্বীদায় বিশ্বাসী। তথা তাঁর মাযহাব ছিল বিদ'আতীদের বিপরীতে আহলুল হক তথা হকপন্থীদের মাযহাব'।[২১]

ইবনুছ ছালাহের এই বর্ণনায় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয় যে, মুহাদ্দিছদের পাশাপাশি হকপন্থী জামা'আতকেও আহলুল হাদীছ বলা হয় এবং আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সমার্থবোধক। অনুরূপ বর্ণনা কাযী আবূ ইউসুফ (মৃ. ১৮২হি.) সম্পর্কেও এসেছে। যেমন ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (মৃ. ২৩৩হি.) বলেন, أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة 'আবু ইউসুফ একাধারে মুহাদ্দিছ এবং সুন্নাতপন্থী'।[২২]

(১২) ইবনু তায়মিয়াহ (মৃ. ৭২১হি.) বলেন, أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف 'আহলুল হাদীছ হলেন প্রথম তিন যুগের সালাফগণ এবং পরবর্তী যুগে তাদের পদাংক অনুসারীগণ'।[২৩]

তিনি আরও বলেন,

وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هِيَ بِاتِّبَاعِ الْمُرْسَلِينَ. فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ: هُمْ أَعْلَمُهُمْ بِآثَارِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتْبَعُهُمْ لِذَلِكَ فَالْعَالِمُونَ بِأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ الْمُتَّبِعُونَ لَهَا هُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَهُمْ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ–

'যদি আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরণেই দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য নিহিত থাকে, তবে জানা উচিৎ যে, এ অনুসরণের সর্বাধিক হকদার হলেন তারা যারা নবীদের বাণী ও কর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত এবং সেসবের অনুসরণে সর্বাধিক তৎপর। সুতরাং নবীদের কথা ও কর্ম সম্পর্কে যারা অবগত এবং যারা সেসবের অনুসারী, তারা হলেন প্রত্যেক যুগের ও কালের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে তারাই হল মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আর মুসলিম উম্মতের মধ্যে সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল হল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীছ'।[২৪]

(১৩) মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) বিজয়ী দল 'আহলুল হাদীছ' সম্পর্কে স্বীয় মত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,

فأهل الحديث– حشرنا الله معهم– لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا وسما حاشا محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم– وقد نهوهم عن ذلك– كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم! ! فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية. بل والأمة الوسط، الشهداء على الخلق

১৯. *ঐ, ২/২৪১ পৃ.।*
২০. *আব্দুল কাদের আল-জীলানী, আল-গুনিয়াহ লি তালিবি ত্বরীকীল হাক্ব, ১/১৬৬ পৃ.।*
২১. *ইবনুছ ছালাহ, ফাতাওয়া ইবনুছ ছালাহ, পৃ. ২১৩।*
২২. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/২১৪ পৃ.।*
২৩. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূঊল ফাতাওয়া, ৬/৩৫৫ পৃ.।*
২৪. *ঐ, ৪/২৬ পৃ.।*

'আহলুল হাদীছগণ (পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ তাদের সাথে আমাদের পুনরুত্থান করুন) মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মতকে আঁকড়ে ধরে থাকে না, তিনি যত মর্যাদাসম্পন্ন ও খ্যাতিমান হোক না কেন। তারা ব্যতীত অন্যরা তাদের ইমামদের মতামতকে শিরোধার্য মনে করে (যদিও ইমামগণ তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছিলেন), যেমনটি আহলুল হাদীছগণ তাদের নবী (ছাঃ)-এর মতামতকে শিরোধার্য মনে করে। অতএব একথা বলার পর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আহলুল হাদীছগণই হল বিজয়ী দল এবং মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। বরং তারা হল মধ্যপন্থী উম্মাত, যারা সমগ্র সৃষ্টির উপর হবে সাক্ষী'।[২৫]

(১৪) সমকালীন খ্যাতনামা সঊদী আলেম ও লেখক মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খামীস তাঁর اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث গ্রন্থে লেখেন,

سُمُّوا أهل الحديث لاتباعهم الحق بدليله من الكتاب والسنة ولتتبعهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل بها وتقديمها على كل قول؛ فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف لا وهم يتقربون إلى الله تعالى باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره.

'তারা আহলেহাদীছ নামে বিভূষিত হয়েছে এজন্য যে, তারা হকের অনুসরণ করে কিতাব ও সুন্নাতের দলীলের ভিত্তিতে এবং তারা আমলের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে ও মানুষের কোন মতামতের উপর হাদীছের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে চায়। তারাই হল বিজয়ী দল এবং মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় যারা রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবীদের অনুসৃত পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আর কেনই বা তা হবে না, তারা যে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও তাঁর পদাংক অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্যকামী'।[২৬]

(১৫) যে সকল বিদ্বান 'আহলুল হাদীছ' বলতে প্রাতিষ্ঠানিক মুহাদ্দিছ বুঝিয়েছেন তারাও আক্বীদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত মানহাজকে প্রকৃত হকপন্থীদের মানহাজ বলে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন প্রখ্যাত হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (মৃ. ১৮৮৬খ্রি.) বলেন,

ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله درهم، وعليه شكرهم (كذا) كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم-

'যদি কোন ব্যক্তি ন্যায়ানুগ দৃষ্টিতে দেখে এবং ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহের সমুদ্র নিরপেক্ষতার সাথে অবগাহন করে, সে নিশ্চিতভাবে অবগতি লাভ করবে যে, অধিকাংশ মৌলিক ও শাখাগত যে সকল মাসআলায় ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন, তাতে অন্যান্যদের তুলনায় মুহাদ্দিছদের মাযহাবই অধিকতর শক্তিশালী। আমি মতভেদের শাখা-প্রশাখাগুলোতে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিবার দেখেছি যে, মুহাদ্দিছদের বক্তব্যই ন্যায়বিচারের নিকটবর্তী। সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং অনুগ্রহ তাদের জন্য এক আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আর কেনই বা হবে না, তারা যে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং তাঁর (আনীত) শরী'আতের যথার্থ প্রতিনিধি। আল্লাহ আমাদেরকে পুনরুত্থান দিবসে তাদের দলভুক্ত করে দিন এবং তাদের ভালবাসায় ও তাদের যাপিত জীবনধারায় আমাদের মৃত্যু দিন'।[২৭] *(চলবে)*

২৫. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ, ১/৫৪৪ পৃ.।*

২৬. *মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খামীস, ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাত শারহু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৮।*

২৭. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ, ১/৫৪৭-৫৪৮ পৃ.।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা ও সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

মাসিক আত-তাহরীক ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

HFB bangla Islamic lectures (Mobile app)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hfb.audio&hl=en

সার্বিক যোগাযোগ

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

হজ্জের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম। এটি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। আল্লাহ সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্জ ফরয করেছেন। পাশাপাশি হজ্জের মত ফযীলতপূর্ণ এমন কতিপয় আমল ও ইবাদত ইসলামী শরী'আতে বিধিবদ্ধ করেছেন, যেন অসমর্থ ব্যক্তিরাও সেই আমল সম্পাদনের মাধ্যমে হজ্জের সমান নেকী লাভে ধন্য হ'তে পারে। এখানে ইসলামের মহানুভবতা ফুটে ওঠে। এ নিবন্ধে হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায়, এমন কিছু আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

হজ্জের ফযীলত :

হজ্জ এমন একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে হজ্জ সম্পাদনকারী নিষ্পাপ হয়ে যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، متفق عليه– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হ'তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল'।[১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، 'নিশ্চয়ই হজ্জ পূর্বের সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়'।[২] শুধু তাই নয়, হজ্জ সম্পাদনকারীর একমাত্র প্রতিদান হবে জান্নাত। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ، متفق عليه– 'এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের (ছগীরা গোনাহ সমূহের) কাফফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[৩]

কবুল হজ্জের মাধ্যমে মুমিন বান্দা সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায় এবং আখেরাতে আল্লাহ তাকে জান্নাত দ্বারা পুরস্কৃত করবেন। এক্ষণে আমরা হজ্জের মত ফযীলতপূর্ণ কয়েকটি আমল সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. হজ্জের খালেছ নিয়ত করা :

কোন মুসলিম ব্যক্তি হজ্জের খালেছ নিয়ত করলে এবং সে কোন কারণে হজ্জে গমন করতে না পারলে আল্লাহ তার জন্য হজ্জের নেকী লিখে দিবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعمِائَةِ ضِعْفٍ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা যখন ভাল কাজের নিয়ত করে, কিন্তু তা সম্পাদন করে না, আমি তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখি। আর যদি ভাল কাজের নিয়ত করার পর তা বাস্তবায়ন করে, তাহ'লে আমি তার জন্য দশ গুণ হ'তে সাতশ' গুণ পর্যন্ত নেকী লিখি'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা তাবূক যুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ. 'মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা তোমাদের প্রতিটি পথ চলার এবং প্রান্তর অতিক্রমকালে তোমাদেরই সঙ্গেই ছিল (ছওয়াব লাভের ক্ষেত্রে)। রোগ-ব্যাধি তাদেরকে আটকে রেখেছিল'।[৫] অন্যত্র তিনি বলেন, حَبَسَهم العُذْرُ 'ওযর তাদেরকে আবদ্ধ রেখেছিল'।[৬] তিনি অন্যত্র বলেন, إِلاَّ شَرَكُوْكُمْ فِي الْأَجْرِ، 'তবে ছওয়াব লাভের ক্ষেত্রে তারা তোমাদেরই সঙ্গেই রয়েছে'।[৭]

২. ছালাতের পরে তাসবীহ-তাহলীল করা :

দিনে-রাতে ছালাতের পরে নির্দিষ্ট হারে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করলে হজ্জের সমান নেকী লাভ করা যায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُوْنَ، وَيُجَاهِدُوْنَ، وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُوْنَ، وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ. فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, দরিদ্রলোকেরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী

---

* *শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৭।*
২. *মুসলিম হা/১২১; মিশকাত হা/২৮।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।*
৪. *মুসলিম হা/১২৮।*
৫. *মুসলিম হা/১৯১১।*
৬. *বুখারী হা/২৮৩৯, ৪৪২৩; মিশকাত হা/৩৮১৫।*
৭. *মুসলিম হা/১৯১১; ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৫।*

আবাস লাভ করছেন। তাঁরা আমাদের মত ছালাত আদায় করছেন, আমাদের মত ছিয়াম পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হজ্জ, ওমরাহ, জিহাদ ও ছাদাক্বাহ করার মর্যাদাও লাভ করছেন। একথা শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তোমাদের পরে কেউ তোমাদের নাগাল পাবে না। আর তোমাদের সামনে যারা আছে তাদের মধ্যে তোমরা সর্বোত্তম। তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক ছালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্), তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (এ নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হ'ল। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ্ পড়ব। তেত্রিশ বার তাহমীদ আর চৌত্রিশ বার তাকবীর পড়ব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।[৮]

৩. রামাযান মাসে ওমরাহ করা :

রামাযান বছরের শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাসে সকল আমলের নেকী বান্দা দ্বিগুণ হারে লাভ করে। অনুরূপভাবে এই মাসে ওমরাহ সম্পাদনের মাধ্যমে হজ্জ করার সমপরিমাণ ছওয়াব অর্জন করা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান নামক এক আনছার মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেন আমার সাথে হজ্জ পালন করলে না? তখন মহিলাটি বলল, 'আমার স্বামীর দু'টি সেচের উট ছিল। একটি নিয়ে তিনি হজ্জে গেছেন। আরেকটি জমি সেচের কাজে নিয়োজিত আছে (সেই জন্য আমি হজ্জ করতে পারিনি)। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيْ 'রামাযান মাসে ওমরাহ করা হজ্জ করার ন্যায় অথবা আমার সাথে হজ্জ করার ন্যায়'।[৯] অন্যত্র তিনি বলেছেন, إِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসের ওমরাহ একটি হজ্জের সমান।[১০]

তবে এই ওমরাহ পালনে হজ্জের ফরযিয়্যাত আদায় হবে না; বরং হজ্জের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে।

৪. নিজ অর্থ ব্যয়ে অপরকে হজ্জ করানো :

কোন ব্যক্তিকে হজ্জ করালে হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লাভ করা যায়। এমনকি যদি কেউ তার মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকেও হজ্জ সম্পাদন করেন, আল্লাহ হজ্জের নেকী সেই মৃতের কবরে পৌঁছিয়ে দেন।[১১] সালাফে ছালেহীন নিজেরা হজ্জ পালন করার পাশাপাশি অপরকেও হজ্জ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، 'যে ব্যক্তি অন্য কোন মানুষকে কোন সৎ কাজের পথ দেখায় (উৎসাহিত করে), সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমান ছওয়াব পাবে'।[১২] সেকারণ তাদের অনেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেশী বেশী হজ্জ ও ওরমাহ পালনের ব্যাপারে অতি আগ্রহী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

تَابِعُوْا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيْدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ،

'তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ কাছাকাছি সময়ে আদায় করো (হজ্জ ও ওমরাহ একসাথে আদায় করো অথবা একটির পর আরেকটি আদায় করো)। কেননা হজ্জ ও ওমরাহ এমন ইবাদত, যা দরিদ্রতাকে দূর করে দেয় এবং পাপসমূহ মুছে দেয়, যেমনভাবে কামারের হাঁপর লোহার মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের যাবতীয় ময়লা দূরীভূত করে দেয়। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান কেবলমাত্র জান্নাত'।[১৩]

এই হাদীছ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রখ্যাত ফক্বীহ মুসলিম বিন ইয়াসার (রহঃ) প্রত্যেক বছরই তার নিকটতম ব্যক্তিদের নিয়ে হজ্জ করতেন।[১৪] প্রখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক (রহঃ) ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও তাঁর আত্মীয়-প্রতিবেশীদেরকে হজ্জ করাতেন।[১৫]

৫. ইশরাক্বের ছালাত আদায় করা :

'শুরূক' শব্দের অর্থ সূর্য উদিত হওয়া। সূর্যোদয়ের পরপরেই দিনের প্রথম প্রহরের শুরুতে যে ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ইশরাক্বের ছালাত (صلاة الإشراق) বলে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. 'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্র যিকিরে মশগূল থাকল, অতঃপর (সূর্যোদয়ের পর) দুই রাক'আত ছালাত আদায় করল, তার জন্য একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরার নেকী রয়েছে'।[১৬]

যদিও এই ছালাত প্রতিদিন আদায় করা আবশ্যক নয়। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষই এই সুন্নাতটির প্রতি আমল করে।

---

৮. বুখারী হা/৮৪৩, ৬৩২৯; মুসলিম হা/৫৯৫।
৯. বুখারী হা/১৮৬৩; 'হজ্জ' অধ্যায়, 'মহিলাদের হজ্জ' অনুচ্ছেদ।
১০. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৯।
১১. আবূদাঊদ হা/২৮৮৩, সনদ হাসান।
১২. মুসলিম হা/১৮৯৩।
১৩. তিরমিযী হা/৮১০; নাসাঈ হা/২৬৩১; মিশকাত হা/২৫২৪; সনদ ছহীহ।
১৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৫১২।
১৫. ঐ, ৭/৩৬৮-৬৯।
১৬. তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১, সনদ হাসান।

ব্যস্ততা থাকলেও অন্তত সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে এই সুন্নাতের উপর আমল করে হজ্জ ও ওমরার নেকী একসাথে লাভ করা যায়। তাছাড়া কূবা মসজিদে নফল ছালাত আদায়ের মাধ্যমেও ওমরার নেকী লাভ করা যায়। সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيْهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ، 'যে ব্যক্তি বাড়ীতে ওযূ করে পবিত্র হয়ে মসজিদে কূবায় এসে ছালাত আদায় করবে, তার জন্য রয়েছে ওমরার সমপরিমাণ ছওয়াব'।[১৭]

৬. মসজিদে তা'লীমী বৈঠক বা দরসে অংশগ্রহণ করা :

যে সকল মসজিদে তা'লীমী বৈঠক, দ্বীনী আলোচনা বা দরস অনুষ্ঠিত হয়, এতে হাযির হ'লে পরিপূর্ণ হজ্জের ছওয়াব লাভ করা যায়। ছাহাবী আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ. 'যে ব্যক্তি দ্বীনী জ্ঞান অর্জন অথবা ঐ জ্ঞান বিতরণের জন্যই শুধু মসজিদে গমন করে, তার জন্য পরিপূর্ণ হজ্জের নেকী রয়েছে'।[১৮]

আমরা অনেক সময় বিভিন্ন অজুহাতে মসজিদের এই সকল দ্বীনী বৈঠকে উপস্থিত থাকতে চাই না। আবার অনেক সময় মনে করি ফেইসবুক লাইভে অথবা ইউটিউবে পরবর্তীতে আলোচনাটা শুনে নেব। এতে আমরা বিশাল ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই, যা ঐ বৈঠকে হাযির হওয়া ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ ফেরেশতামণ্ডলী এই মজলিসগুলো ঘিরে রাখেন এবং সেখানে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়।[১৯] আর উপস্থিত হওয়ার প্রতিদান হিসাবে হজ্জের নেকী তো আছেই।

৭. ফরয ছালাত মসজিদে আদায় করা :

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা যেমন ফরয, তেমনি এই ফরয ছালাত মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করাও অপরিহার্য। কারণ কোন শারঈ ওযর ছাড়া মসজিদে জামা'আতে হাযির না হয়ে বাড়ীতে, দোকানে বা অফিসে একাকী ছালাত আদায় করা সিদ্ধ নয়।[২০] আর যারা বাড়ী থেকে পবিত্র হয়ে মসজিদে এসে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করে তার মর্যাদা হজ্জ সম্পাদনকারীর মত। উমামা বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ.

'যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পবিত্র হয়ে ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করবে, তার প্রতিদান ইহরাম পরিহিত একজন হজ্জ পালনকারীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র চাশতের ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যেই মসজিদে গমন করে, তার প্রতিদান একজন ওমরাহ পালনকারীর ন্যায়। আর এক ছালাতের পর অপর ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন অহেতুক কথা-কর্ম ত্যাগ করলে, তার আমলনামা ইল্লিয়ীনে রাখা হয়'।[২১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ فَهِيَ كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ، 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাত জামা'আতে আদায়ের জন্য (মসজিদে) গমন করে, সে হজ্জের সমান নেকী লাভ করে। আর যে ব্যক্তি নফল ছালাত আদায়ের জন্য (মসজিদে) গমন করে, সে নফল ওমরার সমান নেকী লাভ করে'।[২২]

অতএব যে ব্যক্তি তার বাড়ীতে ওযূ করে পবিত্র হয়ে ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দৈনিক পাঁচ বার মসজিদে যায়, আল্লাহ তার আমলনামায় প্রতিদিন পাঁচটি হজ্জের ছওয়াব লিখে দেন। উপরন্তু প্রতি কদমে তার পাপ ঝরে যায়, মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করে এবং একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী নেকী লাভ করে।[২৩] এর কারণ হ'ল বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতকারী যেমন আল্লাহ্র মেহমান, অনুরূপভাবে মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তিও আল্লাহ্র মেহমান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوَضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ؛ فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ. 'যে ব্যক্তি বাড়ীতে সুন্দর করে ওযূ করে মসজিদে আগমন করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র মেহমান। আর মেহমানকে সম্মানিত করা মেযবানের কর্তব্য হয়ে যায়'।[২৪]

সম্মানিত পাঠক! একটু ভেবে দেখুন হজ্জ বা ওমরা পালন করতে হ'লে কত শ্রম, টাকা-পয়সা ও সময় খরচের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ উপরোক্ত আমলগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই হজ্জ বা ওমরাহ্র নেকী অর্জন করতে পারি। শুধু প্রয়োজন ইবাদতের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা ও সচেতনতা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১৭. ইবনু মাজাহ হা/১৪১২, সনদ ছহীহ।
১৮. তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৭৪৭৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৬।
১৯. মুসলিম হা/২৭০০; তিরমিযী হা/৩৩৭৮; ইবনে মাজাহ হা/২২৫; মিশকাত হা/২২৬১।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩, সনদ ছহীহ।
২১. আবূদাঊদ হা/৫৫৮; মিশকাত/৭২৮, সনদ হাসান।
২২. ছহীহুল জামে' হা/৬৫৫৬।
২৩. বুখারী হা/৬৪৫,৬৫৯; আবূদাঊদ হা/৫৬৩।
২৪. ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩২২।

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ইসলামের নামে প্রচলিত অনৈসলামী পর্ব সমূহের মধ্যে একটি হ'ল ১০ই মুহাররম তারিখে প্রচলিত আশূরা পর্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ পর্বের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্র নিকটে বছরের চারটি মাস হ'ল 'হারাম' বা মহা সম্মানিত *(তওবা ৯/৩৬)*। যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম একটানা তিন মাস এবং তার পাঁচ মাস পর 'রজব', যা শা'বানের পূর্ববর্তী মাস'।[১] জাহেলী যুগের আরবরা এই চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না।[২] দুর্ভাগ্য যে, মুসলমান হয়েও আমরা অতটুকু করতে পারি না।

আশূরার গুরুত্ব ও কারণ : হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ম তারিখকে 'আশূরা' (يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ) বলা হয়। এদিন আল্লাহ্র হুকুমে মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊন সসৈন্যে নদীতে ডুবে মরেছিল এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথী বনু ইস্রাঈলগণ ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূসা (আঃ) এদিন ছিয়াম রাখেন'।[৩] সেকারণ এদিন নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

ইসলাম আসার পূর্ব থেকেই ইহূদী, নাছারা ও মক্কার কুরায়েশরা এদিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান এদিন ছিয়াম রাখতেন *(ঐ, শরহ নববী)*। অতঃপর ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে তিনি বলেন, 'এখন তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখতেও পার, ছাড়তেও পার। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি'।[৪] ইহূদীদের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসার (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক নিকটবর্তী'।[৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলল, ইহূদী-নাছারাগণ আশূরার দিনকে খুবই সম্মান দেয়। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আগামীতে বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম মাস আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়'।[৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন অথবা পরের দিন ছিয়াম রাখ'।[৭] আলবানী বলেন, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ *(ঐ)*। তবে ৯ ও ১০ দু'দিন রাখাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ৯ তারিখ ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন।

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, রামাযানের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম। অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম'।[৮] তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, আশূরার ছিয়াম বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[৯]

প্রচলিত আশূরা : প্রচলিত আশূরার প্রধান বিষয় হ'ল শাহাদাতে কারবালা, যা শাহাদাতে হুসায়েনের শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। যেখানে আছে কেবল অপচয় ও হাযার রকমের শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড। যেমন তা'যিয়ার নামে হোসায়েনের ভুয়া কবর বানানো, তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করা, তার ধুলা গায়ে মাখা, তার দিকে সিজদা করা, তার সম্মানে মাথা নীচু করে দাঁড়ান, 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা, বুক চাপড়ানো, তা'যিয়া দেওয়ার মানত করা, তা'যিয়ার সম্মানে রাস্তায় জুতা খুলে চলা, হোসেনের নামে মোরগ উড়িয়ে দেওয়া। অতঃপর ছেলে ও মেয়েরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরা ও তা যবেহ করে খাওয়া। ঐ নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়ে চেরাগ জ্বালানো, ঐ নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে ধোঁকা দেওয়া ও তা বেশী দামে বিক্রি করা এবং বরকতের আশায় তা খরিদ করা, সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল নিয়ে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, শোক বা তা'যিয়া মিছিল করা, তাবার্রুক বিতরণ করা, শোকের কারণে এ মাসে বিবাহ-শাদী না করা ইত্যাদি। এমনকি এদিন উস্কানীমূলক এমন কিছু কাজ করা হয়, যেকারণে প্রতি বছর আশূরা উপলক্ষে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইসলামে শোক : কোন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর খবরে ইন্না লিল্লাহ.. পাঠ করা এবং মাইয়েতের জানাযা করাই হ'ল ইসলামের বিধান। এর বাইরে অন্য কিছু নয়। স্বামী ব্যতীত অন্য মাইয়েতের জন্য তিন দিনের উর্ধ্বে শোক করা ইসলামে নিষিদ্ধ।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে মুখ চাপড়ায়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদে'।[১১] তিনি বলেন, 'আমি দায়মুক্ত ঐ ব্যক্তি থেকে, যে শোকে মাথা মুণ্ডন করে, চিৎকার দিয়ে কাঁদে ও বুকের কাপড় ছিঁড়ে'।[১২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার জন্য শোক করা হবে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে'।[১৩]

---

১. *বুখারী হা/৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।*
২. *বুখারী হা/৫৩; মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭।*
৩. *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮)।*
৪. *মুসলিম হা/১১২৯; বুখারী হা/২০০২।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮); মিশকাত হা/২০৬৭।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৭. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৯৫।*
৮. *মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।*
৯. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।*
১০. *আবুদাঊদ হা/২২৯৯, ২৩০২।*
১১. *বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩।*
১২. *বুখারী হা/১২৯৬।*
১৩. *বুখারী হা/১২৯১।*

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের রীতি ছিল, যার মৃত্যুতে যত বেশী মহিলা কান্নাকাটি করবে, তিনি তত বেশী মর্যাদাবান বলে খ্যাত হবেন। সেকারণ মৃত ব্যক্তির সম্মান বাড়ানোর জন্য তার লোকেরা কান্নায় পারদর্শী মেয়েদের ভাড়া করে আনত'।[১৪]

দুর্ভাগ্য, আজকের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একত্রে রাস্তায় ধুলোয় বসে মাইক লাগিয়ে বিদায়ী 'গণকান্না' জুড়ে দেয়। একি জাহেলী আরবের ফেলে আসা নষ্ট সংস্কৃতির আধুনিক বঙ্গ সংস্করণ নয়? অনেকে তিন দিন পর কুলখানী, দশ দিন পর দাসওয়াঁ, চল্লিশ দিন পর চেহলাম এবং কেউ প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। কেউ প্রতি বছর তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন বা মাস ব্যাপী শোক পালন করেন। এছাড়া শোক সভা, শোক র‍্যালী, শোক বই খোলা, কালো টুপি ও কালো পোষাক পরা, কালো ব্যাজ ধারণ করা, কালো পতাকা উত্তোলন বা কালো ব্যানার টাঙানো, মৃতের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, শোকের নিদর্শন হিসাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী।

মর্ছিয়া : মর্ছিয়া (اَلْمَرْثِيَــةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় বর্ণিত কবিতা। জাহেলী আরবের প্রসিদ্ধ সাব'আ মু'আল্লাক্বাত (سَبْعُ مُعَلَّقَات) বা কা'বাগৃহে 'ঝুলন্ত দীর্ঘ কবিতাসপ্তক'-কে আল-মারাছী আস-সাব'আ (اَلْمَرَاثِى السَّبْعُ) 'সাতটি শোক কাব্য' বলা হয়। শাহাদাতে হোসায়েন উপলক্ষে বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ছাড়াও বহু মর্সিয়া রচিত হয়েছে। যে বিষয়ে মন্তব্য করে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। বলা বাহুল্য, হোসায়েনের ত্যাগ এখন নেই। আছে কেবল শোকের নামে মুখ-বুক চাপড়ানো, রং ছিটানো, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা। সেই সাথে রয়েছে অতিরঞ্জিত লেখনী ও গাল-গল্পের অনুষ্ঠান সমূহ। অথচ জাতীয় মুক্তির পথ দেখিয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, *ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ*। এর অর্থ হ'ল, বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনকে সর্বদা কারবালার ন্যায় চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, কারবালার ঘটনা হক ও বাতিলের লড়াই ছিল। বস্তুতঃ এটি ছিল হোসায়েন (রাঃ)-এর একটি রাজনৈতিক ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি। যেটা বুঝতে পেরেই অবশেষে তিনি ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৫]

তা'যিয়া (اَلتَّعْزِيَــةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছান বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। হোসায়েন পরিবারই ছিলেন এই সমবেদনা পাওয়ার প্রকৃত হকদার। কিন্তু এখন তাঁরা কোথায়? ৬১ হিজরীতে হোসায়েন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হয়েছেন। অথচ সেখান থেকে ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এদিন শোক পালন করা হয়নি। বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফার কট্টর শী'আ আমীর মু'ইযযুদ্দৌলা সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররম-কে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন। এদিন তিনি বাগদাদের সকল দোকান-পাট ও অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন, শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে আদেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এ আদেশ মেনে নিলেও সুন্নীরা বিরোধিতা করেন। ফলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হয়।[১৬]

এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আশূরার দিন পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অঞ্চলের শাসক নবাবেরা শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের নামে ও আচার-অনুষ্ঠানে শী'আ প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে প্রসার ঘটে আশূরা ও তাযিয়ার মত শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সমূহের। তাযিয়াপূজা কবরপূজার শামিল। পৌত্তলিকরা যেমন নিজ হাতে মূর্তি গড়ে তার পূজা করে, ভ্রান্ত মুসলমানরা তেমনি নিজ হাতে 'তাযিয়া' বানিয়ে তার কাছে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করে। এটা পরিষ্কারভাবে শিরক। কেননা লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। যা নিকৃষ্টতম শিরক। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনো মাফ করেন না' *(নিসা ৪/৪৮)*।

অতএব এই বিদ'আতী পর্বে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা কিংবা এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

করণীয় : এদিনের করণীয় হ'ল, যালেম শাসক ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ই মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ই মুহাররম একটি ছিয়াম পালন করা। এর বেশী কিছু নয়। সেই সাথে উচিৎ হবে যালেম-মাযলূম সকলকে উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখুন এবং বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

১৪. *ফাৎহুল বারী হা/১২৯১-এর অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ*।
১৫. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই*।
১৬. *আল-বিদায়াহ ১১/২৪৩, ২৫৩*।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*ড. নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পদতলে জনজীবন পিষ্ট। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই। এর মুখে লাগাম দেয়া যাচ্ছে না। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার কারণে দৈনন্দিন পারিবারিক চাহিদা মেটাতে পরিবার প্রধানদের উঠছে নাভিশ্বাস। 'কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব)-এর ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬ শতাংশ। একই সঙ্গে পণ্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। গত বছর সব ধরনের চালের গড় মূল্য বেড়েছে ৮ দশমিক ৯১ শতাংশ, মাছের দাম সাড়ে ১৩ শতাংশ, শাকসবজিতে ৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ, তরল দুধে ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ, গোশতে ৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ, ডিমে বেড়েছে ৭ দশমিক ৭১ শতাংশ। দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ী ভাড়া বেড়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির অন্যতম কারণ হ'ল মজুদদারী। মূলতঃ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَالْغَلاَءُ بِارْتِفَاعِ الْأَسْعَارِ؛ وَالرُّخْصُ بِانْخِفَاضِهَا هُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْحَوَادِثِ الَّتِيْ لَا خَالِقَ لَهَا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ؛ وَلَا يَكُوْنُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بِمَشِيْئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ لَكِنْ هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ بَعْضَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ سَبَبًا فِيْ بَعْضِ الْحَوَادِثِ كَمَا جَعَلَ قَتْلَ الْقَاتِلِ سَبَبًا فِيْ مَوْتِ الْمَقْتُوْلِ؛ وَجَعَلَ ارْتِفَاعَ الْأَسْعَارِ قَدْ يَكُوْنُ بِسَبَبِ ظُلْمِ الْعِبَادِ وَانْخِفَاضَهَا قَدْ يَكُوْنُ بِسَبَبِ إِحْسَانِ بَعْضِ النَّاسِ-

'মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস এ দু'টি ঐ সকল ঘটনার অন্যতম, যার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন। তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছাড়া এর কিছুই সংঘটিত হয় না। তবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কখনো কখনো কতিপয় বান্দার কর্মকে কিছু ঘটনা ঘটার কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন হত্যাকারীর হত্যাকে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ করেছেন। বান্দাদের যুলুমের কারণে তিনি কখনো মূল্যবৃদ্ধি করেন এবং কখনো কিছু মানুষের ইহসানের কারণে মূল্যহ্রাস করেন'।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি :

পণ্য সরবরাহ ও ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী ইসলাম বাজার ব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্যকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে চায়। সমাজতন্ত্রের মত বাজার প্রক্রিয়াকে সমূলে উচ্ছেদ করে 'মূল্য নির্ধারণ কমিশন গঠন' করে সরকার কর্তৃক দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা ইসলামে নিষেধ। বস্তুতঃ ইসলামী অর্থনীতিতে দামকে মানবিক প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করা হয়। ইসলামী অর্থনীতির দাম নীতি বাস্তবসম্মত দাম নীতি (Pragmatic Price Policy)। স্বাভাবিক বাজার দর অনুযায়ী পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে এটাই ইসলামের কাম্য। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّيْ لأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রব্যমূল্যের গতি নির্ধারণকারী, তিনিই একমাত্র সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী এবং তিনি রিযিকদাতা। আমি আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই যেন তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে তার জান ও মালের ব্যাপারে যুলুমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে'।[২]

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন,

ونبى الإسلام يعلن بهذا الحديث أن التدخل فى حرية الأفراد بدون ضرورة مظلمة يجب أن يلقى الله بريئًا من تبعتها- ولكن إذا تدخلت فى السوق عوامل غير طبيعية كاحتكار بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار، فمصلحة المجموع هنا مقدمة على حرية بعض الأفراد، فيباح التسعير استجابة لضرورة المجتمع أوحاجته، ووقاية له من المستغلين الجشعين، معاملة لهم بنقيض مقصودهم كما تقرر القواعد والأصول-

'এই হাদীছের মাধ্যমে ইসলামের নবী ঘোষণা দিচ্ছেন যে, বিনা প্রয়োজনে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যুলুম। রাসূল (ছাঃ) যুলুমের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে পসন্দ করেন। কিন্তু বাজারে যখন অস্বাভাবিক কার্যকারণ অনুপ্রবেশ করবে যেমন কতিপয় ব্যবসায়ীর পণ্য মজুদকরণ এবং তাদের মূল্য কারসাজি, তখন কতিপয় ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর সামষ্টিক স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করবে। এমতাবস্থায় সমাজের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা পূরণার্থে এবং লোভী সুবিধাভোগীদের থেকে সমাজকে রক্ষাকল্পে মূল্য নির্ধারণ করা জায়েয। তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৮/৫২০।

২. তিরমিযী হা/১৩১৪; আবূদাঊদ হা/৩৪৫১; ইবনু মাজাহ হা/২২০০; হাদীছ ছহীহ।

না দেয়ার জন্য এ নীতি স্বতঃসিদ্ধ'।[৩]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعِّرْ. فَقَالَ بَلْ أَدْعُوْ. ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعِّرْ، فَقَالَ بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّى لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِىْ مَظْلَمَةٌ–

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বরং আমি (আল্লাহ্র কাছে) দো'আ করব। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করুন! তখন তিনি বললেন, 'বরং আল্লাহই দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। আমি এমন অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করার আশা করি, যেন আমার বিরুদ্ধে কারো প্রতি যুলুম করার অভিযোগের সুযোগ না থাকে'।[৪]

উল্লেখিত হাদীছ দু'টি থেকে বুঝা গেল যে, দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্র হুকুমেই ঘটে থাকে। এজন্য কতিপয় বিদ্বান অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, اَلْمُسَعِّرُ আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম।[৫]

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, فالذي يظهر لي أن هذا من باب التسمية وليس من باب الخبر 'আমার অভিমত হ'ল, এটি সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে; আল্লাহ্র নাম বর্ণনা করার জন্য নয়'।[৬] তিনি আরো বলেন, الذي يظهر لي أن هذه صفة من صفات الأفعال، يعني: أن الله هو الذي يُغَلِّي الأشياءَ ويرخِّصها، فليس من الأسماء، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم, 'আমার মতে, এটি আল্লাহ্র কর্মবাচক গুণ। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ জিনিসের মূল্য কম-বেশী করেন। তাই আমার মতে এটি আল্লাহ্র নাম নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'।[৭] এ মতটিই সঠিক বলে প্রতিভাত হয়।

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا، أَنَّهُ لَمْ يُسَعِّرْ، وَقَدْ سَأَلُوْهُ ذَلِكَ، وَلَوْ جَازَ لَأَجَابَهُمْ إِلَيْهِ– الثَّانِيْ، أَنَّهُ عَلَّلَ بِكَوْنِهِ مَظْلَمَةً، وَالظُّلْمُ حَرَامٌ، وَلِأَنَّهُ مَالُهُ، فَلَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ مِنْ بَيْعِهِ بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ، 'আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দু'দিক থেকে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ বৈধ না হওয়ার দলীল সাব্যস্ত হয়। এক. লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের আহ্বান জানালেও তা তিনি করেননি। যদি সেটি জায়েয হ'ত, তাহ'লে তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিতেন। দুই. দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ না করার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, এটি যুলুম। আর যুলুম হারাম। তাছাড়া তা বিক্রেতার মাল। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতা ঐক্যমত পোষণ করলে বিক্রেতাকে তার মাল বিক্রি করা থেকে নিষেধ করা জায়েয নয়'।[৮]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيْثِ وَمَا وَرَدَ فِيْ مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّسْعِيْرِ وَأَنَّهُ مَظْلَمَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُوْنَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَالتَّسْعِيْرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ، وَالْإِمَامُ مَأْمُوْرٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِيْ مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِيْ بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِيْ مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيْرِ الثَّمَنِ وَإِلْزَامُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيْعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: ٢٩] وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ–

'আনাস (রাঃ)-এর হাদীছ ও একই মর্মে বর্ণিত অন্য হাদীছগুলো দ্বারা মূল্য নির্ধারণ হারাম ও যুলুম হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে। এর কারণ হ'ল, মানুষ তাদের মালের উপর কর্তৃত্বশীল। অথচ তাস'ঈর তাদের জন্য প্রতিবন্ধক। আর রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে আদিষ্ট। বর্ধিত মূল্যে বিক্রির ব্যাপারে বিক্রেতার স্বার্থ দেখার চেয়ে সস্তা দামে ক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতার স্বার্থের প্রতি দৃকপাত করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উত্তম নয়। আর পণ্যের মালিককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা আল্লাহ্র বাণী 'তবে ব্যবসা যদি হয় ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তবে ভিন্ন কথা' *(নিসা ৪/২৯)*-এর বিরোধী। অধিকাংশ বিদ্বান এ মতের প্রবক্তা'।[৯]

উল্লেখ্য যে, তাস'ঈর হ'ল هو أن يحدد الحاكم أو من ينوب عنه ثمنا معلوما لسلعة معينة 'সরকার অথবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেয়া'।[১০]

হাম্বলী ফকীহ ইবনু হামিদ আল-অর্রাক (মৃঃ ৪০৩ হিঃ/১০১২ খ্রি.) বলেন, لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ، بَلْ يَبِيعُ النَّاسُ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُوْنَ، 'মানুষের উপর দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ

৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহ্বাহ, ২৯তম সংস্করণ, ১৪২৮/২০০৭), পৃঃ ২২৩।*

৪. *আবূদাঊদ হা/৩৪৫০, হাদীছ ছহীহ।*

৫. *ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪২০/২০০০), ৩/৬০২-৩।*

৬. *https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=16612*

৭. *লিকাউল বাবিল মাফতূহ, মাকতাবা শামেলাহ দ্র.।*

৮. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭হিঃ/১৯৯৭খ্রিঃ), ৬/৪১২।*

৯. *নায়লুল আওত্বার, ৩/৬০৩।*

১০. *ড. আমীন মুছতফা আব্দুল্লাহ, উসূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী (মিসর : মাতবা'আ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৪০৪হিঃ/১৯৮৪খ্রিঃ), পৃঃ ২৮৯।*

করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উচিত নয়। বরং মানুষ তাদের স্বাধীনতা অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করবে'।[১১]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ফকীহ আল-মাওয়ার্দী (৩৭৪-৪৫০ হিঃ) বলেন, ولا يجوز أن يسعّر على الناس الأقوات ولا غيرها في رُخْصٍ ولا غلاء، وأجازه مالك في الأقوات مع الغلاء 'মূল্য হ্রাস বা মূল্য বৃদ্ধির সময় মানুষের উপর খাদ্যদ্রব্য বা অন্য জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা তার জন্য জায়েয নয়। ইমাম মালেক মূল্যবৃদ্ধির সময় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ জায়েয বলেছেন'।[১২]

তাছাড়া যারা সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয় মনে করেন তাদের আরেকটি দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহ্র বাণী 'হে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না...' *(নিসা ৪/২৯)*। কারণ বিক্রেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য চাপিয়ে দেয়া যুলুম, যা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করার পর্যায়ে পড়ে।

কতিপয় হাম্বলী ফকীহ মনে করেন,

اَلتَّسْعِيْرُ سَبَبُ الْغَلَاءِ، لِأَنَّ الْجَالِبِيْنَ إِذَا بَلَغَهُمْ ذَلِكَ، لَمْ يَقْدَمُوْا بِسِلَعِهِمْ بَلَدًا يُكْرَهُوْنَ عَلَى بَيْعِهَا فِيْهِ بِغَيْرِ مَا يُرِيْدُوْنَ، وَمَنْ عِنْدَهُ الْبِضَاعَةُ يَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعِهَا، وَيَكْتُمُهَا، وَيَطْلُبُهَا أَهْلُ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، فَلَا يَجِدُوْنَهَا إِلَّا قَلِيْلًا، فَيَرْفَعُوْنَ فِيْ ثَمَنِهَا لِيَصِلُوْا إِلَيْهَا، فَتَغْلُوا الْأَسْعَارُ، وَيَحْصُلُ الْإِضْرَارُ بِالْجَانِبَيْنِ، جَانِبِ الْمُلَّاكِ فِيْ مَنْعِهِمْ مِنْ بَيْعِ أَمْلَاكِهِمْ، وَجَانِبِ الْمُشْتَرِيْ فِيْ مَنْعِهِ مِنَ الْوُصُوْلِ إِلَى غَرَضِهِ، فَيَكُوْنُ حَرَامًا-

'সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ। কেননা যখন আমদানীকারকদের কাছে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের খবর পৌঁছবে, তখন তারা এমন শহরে তাদের পণ্য নিয়ে আসবে না যেখানে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে। ফলে যার কাছে পণ্য রয়েছে সে তা বিক্রি করা হ'তে বিরত থাকবে এবং লুকিয়ে ফেলবে। আর ভোক্তারা তা চাইবে, কিন্তু যৎসামান্য বৈ পাবে না। তখন দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য তারা উচ্চমূল্য প্রদান করবে। এতে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিক্রেতা পক্ষকে তাদের মাল বিক্রি করা থেকে নিষেধ করার কারণে এবং ক্রেতাকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে নিষেধ করার কারণে। ফলে তা হারাম হবে'।[১৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তবে যদি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজিতে অন্যায়ভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয়, তবে সরকারকে অবশ্যই বাজার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنٍ لَا يَرْضَوْنَهُ، أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللهُ لَهُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ، مِثْلُ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَمَنَعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ، فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ-

'মূল্য নির্ধারণ যদি মানুষের প্রতি যুলুম করা এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে এমন মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করাকে শামিল করে, যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তা থেকে শাসক নিষেধ করেন, তাহ'লে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ হারাম। কিন্তু মানুষের মাঝে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় যেমন, বাজারের প্রচলিত দামে তাদেরকে বিক্রি করতে বাধ্য করা এবং প্রচলিত বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ করা থেকে শাসক তাদেরকে নিষেধ করেন, তাহ'লে তা শুধু জায়েযই নয়; রবং ওয়াজিব'।[১৪]

তিনি আরো বলেন,

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَبِيْعُوْنَ سِلَعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ، وَقَدِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ إِمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ، وَإِمَّا لِكَثْرَةِ الْخَلْقِ فَهَذَا إِلَى اللهِ، فَإِلْزَامُ الْخَلْقِ أَنْ يَبِيْعُوْا بِقِيْمَةٍ بِعَيْنِهَا إِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ-

'মানুষেরা যখন প্রচলিত নিয়মে কোন রকম যুলুম ছাড়াই তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করবে আর পণ্যদ্রব্যের স্বল্পতা বা জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে, তখন তা আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত করতে হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনগণকে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা অন্যায় বা বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়'। তাঁর মতে, তবে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও পণ্যের মালিকগণ যদি প্রচলিত দামের চেয়ে বেশী দাম গ্রহণ ছাড়া পণ্য বিক্রি করা হ'তে বিরত থাকে, তখন তাদেরকে প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা ওয়াজিব'।[১৫]

তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এ সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে বলেন, وَجِمَاعُ الْأَمْرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إِذَا لَمْ تَتِمَّ

---

১১. *আল-মুগনী, ৬/৩১১।*
১২. *আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, তাহক্বীক : আহমাদ জাদ (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৭/২০০৬), পৃঃ ৩৭০।*
১৩. *আল-মুগনী, ৬/৩১২।*
১৪. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম (কুয়েত : জামঈয়্যাতু ইহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খ্রিঃ), পৃঃ ১৯-২০।*
১৫. *ঐ, পৃঃ ২০।*

إِلَّا بِالتَّسْعِيْرِ سَعَّرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيْرَ عَدْلٍ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهُمْ وَقَامَتْ مَصْلَحَتُهُمْ بِدُوْنِهِ: لَمْ يَفْعَلْ،

'মোটকথা, মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত যদি মানুষের কল্যাণ পরিপূর্ণতা লাভ না করে, তাহ'লে শাসক তাদের জন্য ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কারো প্রতি অন্যায় করা যাবে না। আর মূল্য নির্ধারণ ছাড়াই যদি তাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় এবং কল্যাণ সাধিত হয়, তাহ'লে রাষ্ট্রপ্রধান মূল্য নির্ধারণ করবেন না'।[১৬]

'আল-হেদায়া' প্রণেতা বলেন,

ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، فإذا كان أربـــاب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئـــذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة-

'লোকদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা শাসকের উচিত নয়। তবে খাদ্যদ্রব্যের মালিকরা যদি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং দামের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সীমালংঘন করে (মাত্রাতিরিক্ত দাম নেয়) আর বিচারক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ছাড়া মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ করতে অপারগ হন, তখন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণ করাতে কোন দোষ নেই'।[১৭]

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে,

إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولى الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولى الامر أن يحدد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض-

'যখন বিক্রেতারা তথা ব্যবসায়ী ও অন্যরা তাদের নিজেদের কাছে যে পণ্য আছে তার দাম তাদের ইচ্ছামত বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবে, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাঝে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের কল্যাণ করা ও ফিতনা-ফাসাদ দূর করার সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান বিক্রেয় দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করবেন। আর যদি তাদের মধ্যে ঐক্যমত্য না হয়; বরং কোন প্রকার প্রতারণা ছাড়াই পর্যাপ্ত চাহিদা ও পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ কম হওয়ার কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়, তাহ'লে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা উচিত নয়। বরং তিনি প্রজাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দেবেন যে, আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিযিক দিবেন'।[১৮]

শায়খ ছালেহ ফাওযান বলেন,

إذا كان غلا الأسعار بسبب قلة وجود السلع قلة العرض فلا أحد له دخل؛ لكن يقال للتجار بيعوا مثل ما يبيع الناس ما تساوي في الأسواق لا تضربون بالناس، أما إذا كان غلا السعر بسبب تلاعب التجار يخزنون الأموال وتقل في الأسواق على شأن يبيعوها غالية هذا يمنع ولي الأمر، يجبرهم على أن يبيعوا مثل ما يبيع الناس، هذا هو العدل-

'পণ্যের স্বল্পতা ও সরবরাহ কম হওয়ার কারণে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে এতে কারো কিছুই করার নেই। তবে ব্যবসায়ীদেরকে বলা হবে, মানুষেরা যে দামে বিক্রি করছে সে বাজার মূল্যে তোমরা বিক্রি করো। মানুষকে কষ্ট দিয়ো না। পক্ষান্তরে মাল গুদামজাত করার কারণে ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে পণ্যের ঘাটতি হেতু তারা বেশী দামে মাল বিক্রি করে, তাহ'লে শাসক এতে হস্তক্ষেপ করবেন। মানুষেরা যে দামে বিক্রি করছে সে দামে বিক্রি করতে তিনি তাদেরকে বাধ্য করবেন। এটাই আদল বা ন্যায়-নীতি'।[১৯]

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ :

১. মজুদদারী : দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির অন্যতম প্রধান কারণ মজুদদারী। একশ্রেণীর মুনাফালোভী সুযোগসন্ধানী অসৎ ব্যবসায়ী সস্তা দামে পণ্য ক্রয় করে এবং ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রয় করার মানসে তা মজুদ করে রাখে। ফলে বাজারে দুষ্প্রাপ্যতার দরুন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যমূল্য হু হু করে বেড়ে যায়। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِيْ يَعْمِدُ إِلَى شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَيُرِيْدُ إِغْلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلْخَلْقِ الْمُشْتَرِيْنَ وَلِهَذَا كَانَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُكْرِهَ النَّاسَ عَلَى بَيْعِ مَا عِنْدَهُمْ بِقِيْمَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ ضَرُوْرَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِثْلَ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالنَّاسُ فِيْ مَخْمَصَةٍ- فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِيْمَةِ الْمِثْلِ-

১৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকুমিইয়াহ ফিস-সিয়াসাতিশ শারঈয়্যাহ, ১/২২২।*

১৭. *বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, আল-হেদায়া (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, ১৪০০হিঃ), ৪/৩৭১-৭২।*

১৮. *ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমা লিল-বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (সঊদী আরব : মুআস্সাসাতুল আমীরাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৩হিঃ/২০০২খ্রিঃ), ১৩/১৮৬।*

১৯. *https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/14702*

'কেননা মজুদদার মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে মজুদ করে রাখে এবং তাদের নিকট চড়া দামে বিক্রি করতে চায়। ক্রেতা সাধারণের উপর সে যুলুমকারী। এজন্য শাসক মানুষের প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের নিকট মজুদকৃত জিনিস প্রকৃত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারেন। যেমন, কারো নিকট এমন খাদ্য মজুদ আছে যার প্রয়োজন তার নেই। আর এমতাবস্থায় মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। তবে তাকে প্রচলিত বাজার মূল্যে মানুষের কাছে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে'।[২০]

মজুদদারির অশুভ প্রভাব সম্পর্কে ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফসলের পরিবর্তে মুদ্রা রাজস্ব আদায়ের একমাত্র মাধ্যমে পরিণত হয়। ফলে খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য কৃষককে তার সারা বছরের খাদ্য ফসল বিক্রি করতে হ'ত। এই সুযোগে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলা-বিহারের বিভিন্ন স্থানে ধান-চাল ক্রয়ের জন্য ক্রয়কেন্দ্র খুলে বসে। শুধু তাই নয়, বেশী মুনাফা লাভের আশায় এসব ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা শুরু করে। পরে সুযোগ-সুবিধামতো এসব খাদ্যই চড়ামূল্যে সেই চাষীদের নিকট আবার বিক্রি করত। ফলে খাদ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির কারণেই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে এল। ১৭৬৯ সালে ক্রয়কৃত সমস্ত ফসল কোম্পানীর লোকেরা ১৭৭০ সালেই বেশী দামে হতভাগ্য চাষীদের নিকট বিক্রি করতে লাগল। বাংলার চাষী তা ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়ে নযীরবিহীন দুর্ভিক্ষের শিকার হ'ল। মারা গেল কয়েক লক্ষ বনু আদম। বাংলা ১১৭৬ (১৭৬৯-৭০ খৃ.) সালের এই দুর্ভিক্ষই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে ইতিহাসে খ্যাত।

প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক ইয়ং হাসব্যান্ড (Young Husband)-এর ভাষায়, 'তাদের (ইংরেজ বণিকদের) মুনাফার পরবর্তী উপায় ছিল চাল কিনে গুদামজাত করে রাখা। তারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এ দ্রব্যটির জন্য তারা যে মূল্যই চাইবে, তা পাবে। ...চাষীরা তাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফল অপরের গুদামে মজুদ থাকতে দেখে চাষ-বাস সম্পর্কে এক রকম উদাসীন হয়ে পড়ল। ফলে দেখা দিল ভয়ানক খাদ্যাভাব। দেশে যেসব খাদ্য ছিল, তা ইংরেজ বণিকদের দখলে। খাদ্যের পরিমাণ যত কমতে থাকল, ততই দাম বাড়তে লাগল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চির দুঃখময় জীবনের ওপর পতিত হ'ল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু এটা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র।

এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নয়। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তা ভারতবাসীরাও আর কোনদিন চোখে দেখেনি বা কানে শোনেনি। চরম খাদ্যাভাবের এক ভয়াবহ ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল ১৭৬৯ সাল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক তাদের সকল আমলা, গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান-চাল কিনতে লাগল। এই জঘন্যতম ব্যবসায়ে মুনাফা এত শীঘ্র ও এত বিপুল পরিমাণ ছিল যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এ ব্যবসা করে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রায় ৬০ হাযার পাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) দেশে পাঠিয়েছিল *(Young Husband : Transaction in India, 1786)*।[২১]

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের বর্ণনানুযায়ী এই দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষজন তাদের গরু-বাছুর, লাঙ্গল-জোঁয়াল বিক্রি করে ফেলে এবং বীজধান খেয়ে অবশেষে ছেলে-মেয়ে বেচতে শুরু করে (they sold their sons and daughters)। এমনকি এক পর্যায়ে ক্ষুধার তাড়নায় জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোশত পর্যন্ত খেতে শুরু করে (the living were feeding on the dead).[২২]

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : অনেক সময় মহান আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য কিংবা তাদের কৃতকর্মের দরুণ শাস্তি দানের উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, জালোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি নাযিল করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ، '(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। তিনি আরো বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ–

'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে ... ' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*।

মূলতঃ মানুষের পাপের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ، 'স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (পাপ ছেড়ে আল্লাহ্র

২০. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/৭৫।*

২১. *মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, মে ১৯৮৭), পৃঃ ১১-১৩।*

২২. *W.W. Hunter, The Annals of Rural Bengal (London : Smith, Elder and Co, 1868), P. 26.*

দিকে) ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*। ফলে উক্ত পরিস্থিতিতে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী কম উৎপাদন হেতু মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও একশ্রেণীর ব্যবসায়ী এটিকে মুনাফা লাভের মওকা হিসাবে গ্রহণ করে। দেশের একটি অঞ্চলের বন্যা যেন সারা দেশে দাম বাড়ানোর মোক্ষম সুযোগ ও হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। বন্যা কমে গেলেও একবার বেড়ে যাওয়া পণ্যের দাম কমতে চায় না। মজার ব্যাপার হ'ল, বন্যার অজুহাতে বিদেশ থেকে আমদানী করা পণ্য কিংবা যেসব পণ্য বন্যাকবলিত এলাকার বাইরে উৎপন্ন হয় সেগুলিরও দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়।[২৩] বন্যার সময় বাংলাদেশের এটি চিরচেনা চিত্র।

৩. সূদ : সূদের ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সূদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সূদ যোগ করা হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বা তার চেয়েও বেশী সূদ যুক্ত হয়ে থাকে। ফলে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয় সাধারণ মানুষ। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সূদের জন্য সৃষ্ট এই চড়ামূল্য দিতে হয়। সূদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই।[২৪]

৪. মধ্যস্বত্বভোগীদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ : অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে যে মূল্যে ব্যবসায়ী ও মধ্যস্তত্বভোগীরা তা ক্রয় করে থাকে কিংবা সেখানে যে মূল্যে সে দ্রব্য বিক্রি হয়, বাজারে তা বিক্রি করে অনেক বেশী চড়া দামে। মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যধিক মুনাফা লাভের এ হীন মানসিকতার ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অনেক সময় পাইকারী বাজারে পণ্যের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে খুচরা বাজারে সেটি ২০-৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আবার পাইকারী বাজারে কোন পণ্যের দাম ২০ শতাংশ কমলে খুচরা বাজারে সেটি ১০ শতাংশও কমে না।[২৫]

৫. কালো টাকার দৌরাত্ম্য : কালো টাকার মালিকদের কালো টাকার একটা নেতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়ে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত বলে তারা ২০ টাকার জিনিস ৪০ টাকায় ক্রয় করতে দ্বিধা করে না। আর সে কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যায়।

৬. চাঁদাবাজি ও অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হ'ল চাঁদাবাজি ও অতিরিক্ত পরিবহন খরচ। শিল্প মালিক, উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজরা মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে। তারা এর ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। আর এর বলি হন সাধারণ জনগণ। তাছাড়া অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়ার ফলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। কারণ দ্রব্যসামগ্রীর পরিবহন খরচ বেশী এ অজুহাতেও ব্যবসায়ীরা দফায় দফায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়।

সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ রুট মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাটে দৈনিক চার লাখ টাকা চাঁদা আদায় হয়। পণ্যবাহী ট্রাকচালক ও তাদের সহকারীরা এ চাঁদাবাজির শিকার হন।[২৬] ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন গত ১০ই মে'১৯ তারিখে মন্তব্য করেছিলেন, গাবতলী পশুর হাটে চাঁদাবাজি বন্ধ করা গেলে গোশতের দাম কিছুটা হ'লেও কমবে।[২৭]

৭. ব্যাংক কর্মকর্তা ও আমদানীকারকদের অশুভ আঁতাত : আমদানীকারকরা যেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিদেশ থেকে আনেন সেগুলির কোটেশন অনেক বেশী করে দেন। আর এভাবেই ওভার ইনভয়েসিং (চালানপত্রে পণ্যের দাম বেশী দেখানো) হয়। শুল্ক হার কমিয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করতেই ওভার ইনভয়েসিং করা হয়। এই ওভার ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে অসাধু আমদানীকারকরা একদিকে বেশী করে ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, অন্যদিকে পণ্যমূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে এ দোহাই পেড়ে বেশী দামে আমদানীকৃত পণ্য বাজারে ছাড়েন। এর ফলে স্থানীয় বাজারে জিনিসপত্রের দাম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পরিণতিতে মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। তাছাড়া ওভার ইনভয়েসিংয়ের কারণে আমদানির নামে পণ্যের প্রকৃত দামের চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যায়।[২৮]

৮. অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাজারে কোন পণ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তার প্রভাব পড়ে এবং পণ্যের দাম বেড়ে যায়। *[চলবে]*

---

২৩. সম্পাদকীয়, প্রথম আলো, ২৬শে জুলাই'১৯, পৃঃ ১০।
২৪. প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সূদ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০), পৃঃ ২৬-২৮।
২৫. প্রথম আলো, ২৬শে জুলাই'১৯, পৃঃ ১০।
২৬. চাঁদা ছাড়া চাকা নড়ে না, প্রথম আলো, ১৫ই জুলাই'১৯, পৃঃ ২০।
২৭. চাঁদাবাজি কমলে মাংসের দাম কমে আসবে, প্রথম আলো, ১০ই মে'১৯।
২৮. মামুন রশীদ, আন্ডার-ইনভয়েসিং, ওভার-ইনভয়েসিং ও বাংলাদেশে নিত্যপণ্যের দাম, http://envnews.org/news/10873.html

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং- ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

কাশ্মীরে বিপজ্জনক গুজব

*-আলতাফ পারভেজ**

এটা শুনে অনেকেই বিস্মিত হন, জম্মু ও কাশ্মীরের একটা নিজস্ব সংবিধান আছে, পৃথক পতাকা আছে, একটা জাতীয় সংগীতও আছে। ভারতের অন্য রাজ্যে যাঁদের মুখ্যমন্ত্রী বলা হয়, কাশ্মীরে সেই পদাধিকারী একদা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অভিহিত হতেন। এসবই ছিল জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখের 'বিশেষ মর্যাদা'র প্রতীক; যদিও তারা ভারতের অন্তর্ভুক্ত।

এসব অতীত স্বাতন্ত্র্যের ওপর দাঁড়িয়েই হারানো রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পুনর্জীবন চায় কাশ্মীরীরা। কিন্তু ক্রমে তারা কেবল অধিক কোণঠাসা অবস্থাতেই পড়ছে। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি কাশ্মীরের মর্যাদা আরেক দফা ছেঁটে দিতে চাইছে নয়াদিলী। তেমন 'গুজব'-এ ভাসছে ভ্যালি।

কাশ্মীরের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক ভারতীয় সংবিধানের দু'টি অনুচ্ছেদ। এর মাঝে অনুচ্ছেদ ৩৫-ক বাদ দিতে নয়াদিলীতে কথা হচ্ছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরে স্থায়ী বাসিন্দাদের বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে সিদ্ধান্তের এখতিয়ার রয়েছে রাজ্যের আইনসভার। ৩৫-ক অনুযায়ী কাশ্মীরের বাসিন্দা নয়, এমন ভারতীয়দের সম্পদের মালিক হওয়া ও চাকরি পাওয়ায় বাধা আছে। ১৯৫৪ সালের ১৪ই মে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অধ্যাদেশের মাধ্যমে কাশ্মীরের এই মর্যাদা নির্ধারণ করেছিলেন, যা অন্য কোন ভারতীয় রাজ্যকে দেওয়া হয়নি। কাশ্মীরীরা যাতে সার্বভৌমত্বের বোধ নিয়ে ভারত ইউনিয়নে থেকে যায়, সেই লক্ষ্যে নেহরু সরকারের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশটি জারী করেন সে সময়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর আলোকে অধ্যাদেশটি জারি হয়।

৩৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের এমন এক স্বায়ত্ত্বশাসন রয়েছে, যা ১৯৪৭ সালের পর দক্ষিণ এশিয়ার আর কোনো 'দেশীয় রাজ্য' (প্রিন্সলি স্টেট) পায়নি। সবচেয়ে বড় দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদও নয়। ৩৭০ ও ৩৫-ক অনুচ্ছেদ কাশ্মীরকে ভারতীয় সংবিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল বলে মনে করা হত প্রথম দিকে। সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বা ভুল প্রমাণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক কাগুজে বিষয় হয়ে গেছে রাষ্ট্রনৈতিক ওই স্বাতন্ত্র্য। অনুচ্ছেদ ৩৫-ক বাতিল হওয়া তাই কফিনে পেরেকের শব্দের মতোই হবে। এতে কাশ্মীরের জনপ্রতিনিধি সভা ভারতীয় অন্য সব রাজ্যের মতোই চরিত্র নেবে। কাশ্মীরীরা তাই চাইছে, এটা যেন সত্য না হয়, এ যেন 'গুজব' হয়েই থাকে।

কিন্তু বিজেপি-আরএসএস এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার অবসান ঘটাবে। তাদের ভাবাদর্শিক গুরু শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর বিরোধিতা করতে গিয়েই ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে মারা গেছেন বলে বিশ্বাস করে সংঘ পরিবার। সে কারণেই নতুন সরকারের দুই মাস না যেতেই প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের কাশ্মীর যাওয়ার পরপরই সেখানে নতুন করে বিপুল সেনা মোতায়েন করা হ'ল। এরপরই ভারতজুড়ে লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে, ৩৫-ক অনুচ্ছেদ বাদ দিতে চলেছে সরকার। বিষয়টি অস্বাভাবিকও নয়; যেহেতু ৩৫-ক ও ৩৭০ অনুচ্ছেদের বাতিল মোদি-অমিত শাহ জুটির নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল এবং শেষোক্তজনই আছেন এখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তবে ৩৫-ক অনুচ্ছেদ নিয়ে দেশটির সর্বোচ্চ আদালতে সাতটি মামলা রয়েছে। এ অবস্থায় কীভাবে এখনই তা বাদ দেওয়া যায়, তার আইনগত সুযোগ খুঁজে বের করতে হবে সরকারকে আগে। আদৌ তা সম্ভব কি না, সেটাও বড় প্রশ্ন হয়ে আছে।

আরো ১০ হাযার সৈনিক গেল কাশ্মীরে :

কাশ্মীর বিষয়ে বিপজ্জনক এই গুজব ছড়িয়েছে দু'টি ঘটনায়। বিশেষ করে সেখানে নতুনভাবে ১০ হাযার সৈনিক পাঠানো হয়েছে। এছাড়া গণমাধ্যমে ফাঁস হওয়া একটা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের সদস্যদের কর্তৃপক্ষ চার মাসের খাবার মওজুদ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

৩৫-ক অনুচ্ছেদ বাতিলের কারণে 'কাশ্মীরীরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ করতে পারে' এই অনুমানকে ব্যবহার করে নতুন করে সেখানে সামরিকায়ন শুরু হয়েছে বলে ভাষ্যকারদের ধারণা। কাশ্মীর বিশ্বের অন্যতম প্রধান সামরিকায়িত এলাকা। বিভিন্ন গবেষণায় দাবী করা হয়, ভ্যালিতে প্রতি ১০ জন বেসামরিক ব্যক্তির বিপরীতে একজন নিরাপত্তা সদস্য আছে। ভারতের অন্যত্র যা ৮০০ : ১।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনও নতুন করে চাইছে কাশ্মীর বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও মধ্যস্থতা। নয়াদিলী ঠিক এ সময়ই সেখানে নতুন করে বিপুল সেনা পাঠিয়ে ভিন্ন অবস্থান জানিয়ে দিল। জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ প্রশ্নে ভারত কোন মধ্যস্থতায় রাযী নেই।

তবে পাকিস্তান অনেক দিন ধরে কাশ্মীর বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপ চাইছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সর্বশেষ মনোভাব তার অবস্থানকে শক্তিশালী করছে। কিন্তু 'অনুচ্ছেদ ৩৫'-এ বাদ দেওয়ার দৃশ্য অসহায়ের মতো দেখা ছাড়া ইমরান খানের কিছু করার নেই এ মুহূর্তে। অর্থনৈতিকভাবে দেশটি নাজুক অবস্থায় আছে। নয়াদিলী কোন উত্তেজক নীতিগত সিদ্ধান্ত নিলেও পাকিস্তানী সৈনিকদের ছাউনিতে বসেই খবরটি শুনতে হবে।

ভারতের কাশ্মীর কৌশল পাল্টাচ্ছে :

৩৫-ক অনুচ্ছেদ বাতিলের সম্ভাব্য ভারতীয় উদ্যোগের মূল তাৎপর্য কাশ্মীর আর আগের মতো মুসলমানপ্রধান থাকবে না। জম্মুতেও অমুসলমানদের হিস্যা বাড়ানো হবে। মূলতঃ জনমিতি পাল্টে কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নতুন এক নিরীক্ষা হিসাবেই দোভাল-অমিত শাহ জুটি উদ্যোগটি নিচ্ছেন।

** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ক গবেষক।*

আরএসএসের অনেকেই মনে করেন, হিন্দুপ্রধান জম্মু এবং বৌদ্ধপ্রধান লাদাখকে পাশে রেখে কাশ্মীরকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, যদি কাশ্মীরে অমুসলমান হিস্যা বাড়ানো যায়। কাশ্মীরী অমুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির আইনগত প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হলে ধীরলয়ে এটা একসময় পূর্ণ ভারতীয় রূপ নিয়ে নেবে। এছাড়া ৩৫-ক-এর অনুপস্থিতিতে কাশ্মীরের ভারতীয় কর্পোরেটদের সম্পদ ক্রয় ও বিনিয়োগেও বিশেষ সুবিধা হবে।

ভারতে এ মুহূর্তে যে আটটি প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, তার একটি জম্মু ও কাশ্মীর। প্রদেশের জম্মুতে হিন্দু রয়েছে ৬৩ শতাংশ, লাদাখে ১২ এবং কাশ্মীরে ২ শতাংশ। গড়ে পুরো রাজ্যে ৩৬ শতাংশ। বিজেপি এ অবস্থারই পরিবর্তন ঘটাতে চায় ৩৫-ক পাল্টে। অর্থাৎ ভ্যালিতে জনমিতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে।

রাজ্যের সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতী নয়াদিলীর পরিকল্পনাকে আগুনে বারুদের গুঁড়া ছিটানোর মতো ভুল হিসেবে হুঁশিয়ার করেছেন। তাঁর মতে, এতে পরিস্থিতির ওপর কারোরই নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। মেহবুবার দ্বিতীয় বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। ৩৫-ক কিংবা ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়া মানে কাশ্মীরী তরুণ-তরুণীদের কাছে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়া। নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ৩৫-ক অনুচ্ছেদ না থাকলে কাশ্মীরীদের ভূসম্পদ দ্রুত হাতবদল হতে থাকবে, এ শঙ্কায় ভীত কাশ্মীর।

কাশ্মীরীদের পাশে কেউ নেই :

বড় একটা গ্যারিসনের মতো কাশ্মীরের পরিবেশে এ মুহূর্তে স্বাধীন মতামত বা ভিন্নমত প্রকাশের কার্যত কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায় নেই। এক বছর হ'ল রাজ্যটিতে প্রথমে গভর্ণরের শাসন এবং পরে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। ২২ বছর পর সেখানে আবার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির এরূপ দুর্দিন চলছে।

বিজেপি ছাড়া অন্যান্য দলের রাজনৈতিক তৎপরতা প্রায় বন্ধ। জনভিত্তিসম্পন্ন রাজনীতিবিদেরা অনেকেই গৃহবন্দী বা কারাগারে। জনরোষ স্তব্ধ রাখতে প্রায়ই ভ্যালিতে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রাখা হয়। ৩৫-ক অনুচ্ছেদের অপমৃত্যু ঘটলে এই খারাপ সময় আরো প্রলম্বিতই হবে। বলা যায়, কাশ্মীরের সামগ্রিক অবস্থাটি সেখানকার কবি আগা শহীদ আলীর সেই বিখ্যাত কবিতা 'দ্য কান্ট্রি উইদাউট এ পোস্ট অফিস'-এর মতো এখন। বন্ধ পোস্ট অফিসে বিলিবণ্টন না হওয়া চিঠির স্তূপকে উপজীব্য করে লেখা ওই দীর্ঘ কবিতার ৯১তম লাইনে কবি লিখছেন : প্রেমিকাকে লেখা এক কারাবন্দীর চিঠি দেখছি। যার শুরু হয়েছে এই বাক্য দিয়ে, 'এই শব্দগুলো হয়তো তোমার কাছে কখনোই পৌঁছাবে না'।

কবিরা অনেক সময়ই চরম সত্যের বার্তাবাহক হয়ে ওঠেন। আগা শহীদ আলীর রূপক মিথ্যা নয় যে কাশ্মীরীদের নিপীড়িত বাস্তবতার সামান্যই জানে বিশ্ব এ মুহূর্তে। কিন্তু এই সচেতন উদাসীনতা সত্ত্বেও সেখানকার রক্তপাতের দায় সভ্য দুনিয়ার ওপরও অনেকখানি বর্তায়।

॥ সংকলিত ॥

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলছে
আমরা আপনার সাধ্য অনুযায়ী, হজ্জ ও ওমরাহ পালনে সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত করব ইনশাআল্লাহ

উত্তরবঙ্গ হজ্জ কাফেলা
হজ্জ ও ওমরাহ পালনে বিশ্বস্ত সহযোগী

বৈশিষ্ট্য সমূহ :
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
হজ্জে যাওয়ার আগে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
নিজস্ব গাইড দ্বারা পরিচালনা ও দেশী খাবার পরিবেশন।
আগে নিয়ে যাওয়া এবং কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা।
নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা মেডিকেল চেকআপ।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী হাজীদের হজ্জ করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রংপুর অফিস
মোছতফা বিন আকবর
মোবাইল : ০১৭৩০-৪২৬৮৬৫
আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
মোবাইল : ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২
আল-আমীন ফার্মেসী, সেন্ট্রাল রোড (কাস্টমস মসজিদ সংলগ্ন), রংপুর।

দিনাজপুর অফিস
মুহা: মঞ্জুরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭১৬-২১০২০৬
প্রেসক্লাব রোড, নতুন বাজার, পার্বতীপুর।
মুহা: আবুল বাশার শুভ
মোবাইল : ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮
বিরামপুর।

ঢাকা অফিস
নাদীম বিন সিরাজ, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮৮৪-৭৪০৭১৪
নূরুল আলম সরকার, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-৪৭৯৪৪৬

Email:uttarbanggohajjkafela@gmail.com
www.facefook.com/uttarbanggohajjkafela

হাদীছের গল্প

মুসলিম ও মুশরিকদের একত্রিত মজলিসে সালাম দেয়ার পদ্ধতি

মুসলমানকে সালাম দেওয়া ইসলামের নির্দেশ। কিন্তু অমুসলিমকে আগে সালাম দেওয়া নিষেধ। একই বৈঠকে মুসলিম ও অমুসলিম সম্মিলিতভাবে থাকলে সালাম কিভাবে দিবে সে বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীছ।-

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (ছাঃ) এমন একটি গাধার উপর সওয়ার হ'লেন, যার জিনের নীচে ফাদাকের তৈরী একখানি চাদর ছিল। তিনি উসামা বিন যায়েদকে নিজের পিছনে বসিয়েছিলেন। তখন তিনি হারিছ বিন খাযরাজ গোত্রের সা'দ বিন উবাদাহর দেখাশোনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিলেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের আগের ঘটনা। তিনি এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলিম, মূর্তিপূজক, মুশরিক ও ইহূদী ছিল। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনু সালূলও ছিল। আর এ মজলিসে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা-ও হাযির ছিলেন।

যখন সওয়ারীর পদাঘাতে বিক্ষিপ্ত ধূলাবালি মজলিসকে ঢেকে ফেলছিল, তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকল। তারপর বলল, তোমরা আমাদের উপর ধূলাবালি উড়ায়ো না। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদের সালাম করলেন। তারপর এখানে থামলেন ও সওয়ারী থেকে নেমে তাদের আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কাছে কুরআন পাঠ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল বলল, হে আগন্তুক! আপনার এ কথার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। তবে আপনি যা বলছেন, যদিও তা সত্য, তবুও আপনি আমাদের মজলিসে এসব বলে আমাদের বিরক্ত করবেন না। আপনি আপনার নিজ বাসস্থানে ফিরে যান। এরপর আমাদের মধ্য হ'তে কোন লোক আপনার নিকট গেলে তাকে এসব কথা বলবেন। তখন ইবনু রাওয়াহা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন, আমরা এসব কথা পসন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইহূদীদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি শুরু হয়ে গেল। এমনকি তারা একে অন্যের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিরস্ত করতে লাগলেন। শেষে তিনি তাঁর সাওয়ারীতে উঠে রওয়ানা হ'লেন এবং সা'দ ইবনু উবাদাহর কাছে পৌঁছলেন। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! আবূ হুবাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উবাই কী বলেছে, তা কি তুমি শুননি? সা'দ (রাঃ) বললেন, সে এমন কথাবার্তা বলেছে।

তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তাকে মাফ করে দিন। আর তার কথা ছেড়ে দিন। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেসব নে'মত দান করার ছিল তা সবই দান করেছেন। অন্যদিকে এ শহরের অধিবাসীরা তো পরামর্শ করে স্থির করেছিল যে, তারা তাকে রাজমুকুট পরাবে। আর তার শিরে রাজকীয় পাগড়ী বেঁধে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে দ্বীনে হক দান করেছেন, তা দিয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে সে (দুঃখের আগুনে) জ্বলছে। এজন্যই সে আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তা আপনি নিজেই দেখেছেন। তারপর নবী (ছাঃ) তাকে মাফ করে দিলেন' *(বুখারী হা/৬২৫৪; মুসলিম হা/১৭৯৮)*।

এই হাদীছে মুসলিম-অমুসলিম একত্রে থাকলে সালাম কিভাবে দিতে হয়, সে পদ্ধতি বাৎলে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের রাসূলের সাথে বিরোধের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়ার মহানুভবতা ফুটে উঠেছে। আল্লাহ আমাদেরকে এ হাদীছের প্রতি আমল করার তাওফীক দিন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ২০১৯ সালের হজের পরেই যারা উমরা করতে চান তারা অতিসত্বর যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা জগৎ

পালং শাকের ঔষধি গুণ

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শাক থাকা যরূরী। কারণ এটা ছাড়া সুষম খাদ্যের শর্ত পূরণ হয় না। আর পালং শাক থাকলে ভাল হয়। কারণ পুষ্টিতে ভরপুর পালং শাক শরীরের বাড়তি ওযন কমাতে সাহায্য করে।

পালংয়ের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও ক্যান্সার প্রতিরোধী গুণের কারণে এটি 'সুপারফুড' হিসাবে পরিচিত। সবুজ পাতার এ শাক দ্রুত পেটের চর্বি কমাতে পারে। পালংয়ে ভিটামিন ও মিনারেল আছে, এতে ক্যালরি কম থাকে। তাই ওযন কমাতে খাবার তালিকায় বেশী করে পালং শাক রাখা যায়।

পালং শাকের পুষ্টিগুণ : প্রতি ১০০ গ্রাম পালং শাকে আছে ২৩ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, কার্বোহাইট্রেড ৩.৬ গ্রাম, আঁশ ৪.২ গ্রাম, চিনি ০.৪ গ্রাম, প্রোটিন ২.২ গ্রাম, ভিটামিন 'এ' ৪৬৯ মাইক্রোগ্রাম, বিটাকেরোটিন, ৫৬২৬ মাইক্রোগ্রাম, লিউটিন ফোলেট (বি ৯) ১৯৬ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন সি ২৮ মি. গ্রাম, ভিটামিন কে ৪৬৩ মাইক্রোগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৯৯ মি. গ্রাম, আয়রন ২.৭ মি. গ্রাম।

পালং শাক খাদ্য আঁশের দৈনিক চাহিদার ২০% পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন এ ও কে-এর দৈনিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। এতে উচ্চমাত্রার প্রোটিন, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক, ফলিক এসিড ও সেলেনিয়াম রয়েছে। ওযন কমানোর পাশাপাশি পালং শাকে আর কী কী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় : পালং শাকে রয়েছে ১০টিরও বেশী ভিন্ন ধরনের ফ্ল্যাভোনয়েড, যা ভয়ানক রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই পলিনিউট্রিয়েন্টসগুলো দেহের ফ্রি র‍্যাডিকেলকে নিরপেক্ষ করে।

রক্তচাপ কমায় : পালং শাকে রয়েছে উচ্চমাত্রার ম্যাগনেসিয়াম। এটা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। চোখের সুরক্ষায় সাধারণত সবুজ শাকসবজিতে লুটেনসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইটোকেমিক্যাল থাকে, যা দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি বৃদ্ধির প্রবণতা বন্ধ করতে সাহায্য করে। পালং শাকে রয়েছে উচ্চ মাত্রার বিটা ক্যারোটিন যা চোখের ছানি পড়ার ঝুঁকি কমায়।

ত্বকের সুরক্ষা : পালং শাকে থাকা ভিটামিন এ ত্বকের বাইরের স্তরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা বিভিন্ন ধরনের ত্বকের সমস্যা যেমন ব্রণ, বলিরেখা পড়া ইত্যাদির দূরীকরণেও বেশ কার্যকর।

ক্লান্তি দূর : পালং শাকে রয়েছে উচ্চমাত্রার আয়রন যা দেহে অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এতে রয়েছে লিম্ফোবিক এসিড যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন ভিটামিন সি ও ই কে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। এটা রক্তের সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

প্রদাহ বিরোধী : যাদের জয়েন্টে ব্যথা আছে তারা অবশ্যই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই শাক রাখলে উপকার পাবেন।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় : এই শাকে থাকা ফলিক এসিড সুস্থ কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পালং শাকে অধিক মাত্রার ভিটামিন এ, লিম্ফোসাইট বা রক্তের শ্বেত কণিকা দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

আমলকীর উপকারিতা

আমলকী পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি ফল। টক স্বাদের এই ফলটিতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এতে থাকা খনিজ ও ভিটামিন শরীরের জন্য শুধু উপকারী নয়; বরং এটি নানা ধরনের অসুখ প্রতিরোধেও দারুণ কার্যকরী।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় আমলকীর নানা ব্যবহার রয়েছে। চুল থেকে শুরু করে ত্বক কিংবা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো- সবকিছুর জন্যই আমলকী উপকারী।

গবেষণায় দেখা গেছে, আমলকীতে থাকা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি রেডিকেল ধ্বংস করতে সাহায্য করে। এই ফ্রি রেডিকেলের কারণে নানা ধরনের অসুখ যেমন- ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, আর্থাইটিস, ক্যান্সার, প্রদাহ, লিভারের সমস্যা ইত্যাদি দেখা দেয়।

আমলকীতে খুব কম পরিমাণে ক্যালরি এবং উচ্চ পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অনুযায়ী নিয়মিত আমলকী খেলে বিপাকক্রিয়া বাড়ে। ফলে ওযন কমাতে এটি ভূমিকা রাখে।

আমলকীতে অ্যান্টি-ডায়াবেটিক উপাদান রয়েছে। প্রতিদিন আমলকী খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায়। নিয়মিত আমলকীর জুস খেলে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া ২০১১ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ডায়াবেটিস থাকুক আর না থাকুক যারা নিয়মিত আমলকীর গুঁড়া খান, সবসময়ই তাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

গবেষকদের মতে, যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা প্রতিদিন মাত্র একটা করে আমলকী খেলে তাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। যদি খুব টক বা বিস্বাদ লাগে তাহ'লে আমলকী খাওয়ার পর পরই এক গ্লাস পানি পান করলে মুখে একটি মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যাবে। এছাড়া আমলকীর গুঁড়া ঘরে রেখে প্রতিদিন পানিতে মিশিয়ে খেলেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমলকীর জুস করেও খাওয়া যেতে পারে। এটিও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে দারুণ কার্যকরী।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

মিষ্টি আলুর গুণাগুণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি

মিষ্টি আলু খেতে খুবই সুস্বাদু। মিষ্টি আলু শুধু সুলভ, সহজলভ্য ও সুস্বাদুই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। মিষ্টি আলু রান্না করে, সিদ্ধ করে কিংবা পুড়িয়ে খাওয়া যায়। এছাড়াও সুপ বানাতেও এ সবজিটি ব্যবহার করা যায়।

মিষ্টি আলুর পুষ্টিগুণ : এ সবজি ভিটামিন বি-৬-এর একটি ভালো উৎস। এটি আমাদের শরীরে হোমোসাইস্টিন নামের কেমিক্যাল কমাতে সহায়তা করে। এই কেমিক্যাল হৃদরোগসহ নানা ধরনের অসুখের অন্যতম কারণ। এছাড়াও মিষ্টি আলু ভিটামিন সি ও ডি-এর সমৃদ্ধ উৎস। ভিটামিন সি ঠাণ্ডা প্রতিরোধে ও ভিটামিন ডি স্বাস্থ্যকর হাড়, হার্ট, নার্ভ, ত্বক ও দাঁতের জন্য যরূরী। মিষ্টি আলু আয়রনেরও ভাল উৎস।

এটি আমাদের শরীরে শ্বেতকণিকা তৈরি, চাপ প্রতিরোধ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখাসহ নানা কাজে আসে। মিষ্টি আলুতে ম্যাঙ্গানিজ ও পটাশিয়ামও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। ধমনী, রক্ত, হাড় ও মাংসপেশির সুস্থতায় ও নার্ভের সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন।

পটাশিয়াম হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক রাখতে, কিডনি সুরক্ষায় ও কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখতে উপকারী। মিষ্টি আলুতে প্রাকৃতিকভাবে চিনি থাকলেও তা খুব ধীরে ধীরে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

উপযুক্ত জমি ও মাটি : মিষ্টি আলু প্রায় সব ধরনের মাটিতে চাষ করা যায়। তবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি মিষ্টি আলু চাষের জন্য ভাল। নদীর চরের বালি প্রধান মাটিতেও মিষ্টি আলু চাষ করা যায়।

জাত পরিচিতি : আমাদের দেশে মিষ্টি আলুর জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে। যেমন বারি মিষ্টি আলু-১, বারি মিষ্টি আলু-২, বারি মিষ্টি আলু-৩, বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫ ইত্যাদি।

চারা রোপণ : মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর মাস মিষ্টি আলু চাষের উপযুক্ত সময়। প্রতি শতকে ২২০-২৩০টি লতার প্রয়োজন হয়। লতার মাথা থেকে ১ম ও ২য় খণ্ড রোপণ করা উচিত। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং আলু থেকে আলুর দূরত্ব ৩০ সেমি হ'তে হবে। সমতল পদ্ধতিতে সারি তৈরি করে লাগাতে হবে যাতে ২-৩ টি গিট মাটির নিচে থাকে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : শতক প্রতি ইউরিয়া ৬০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০০ গ্রাম, এমপি ৭৩০ গ্রাম, গোবর ৪০ কেজি। গোবর, টিএসপি, ইউরিয়া ও এমপি সারের এক চতুর্থাংশ বপনের সময় জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে বাকী ইউরিয়া এবং এমপি সার বপনের দুই মাস পর সারির পাশে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ পদ্ধতি : জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে ২-৩টি সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া সার পার্শ্ব প্রয়োগের সময় ২ বার গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে।

পোকামাকড় দমন :

উইভিল পোকা :

পূর্ণ বয়স্ক উইভিল প্রায় ৬ মিমি লম্বা এবং ১.৪ মিমি চওড়া হয়ে থাকে। এ পোকার মাথায় শুড়ের মত একটি মুখাংশ আছে। মাথা ও শাখার উপরিভাগ গাঢ় নীল রঙের এবং চোখ ও পা উজ্জ্বল লাল কমলা বর্ণের। এই পোকা কন্দমূলের ভিতর আঁকাবাকা সুড়ঙ্গ করে ক্ষতি করে থাকে। উইভিল আক্রান্ত কন্দমূল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকার : মিষ্টি আলু গাছের গোড়ার আলুতে মাটি তুলে দিলে এ পোকা দমন করা যায়। আক্রান্ত মিষ্টি আলু ভাল আলুর সাথে রাখা যাবে না। মাটিতে লতা লাগানোর ৭ দিন পর থেকে ১৫ দিন পরপর মোট ৪ বার সুমিথিয়ন কীটনাশক ওষুধ ছিটালে এ পোকা দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ : চারা রোপণের ১৩০-১৫০ দিনের ভেতর মিষ্টি আলু তুলে সংগ্রহ করা যায়।

॥ সংকলিত ॥

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরা গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

* **রামাযান মাসে ১,১০,০০০/= ১,৩০,০০০/= এবং অন্যান্য মাসে ৭০/৮০ হাযার টাকায় উন্নত মানের হোটেলে আবাসন সুবিধায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।**
* **হজ্জ ও ওমরায় যোগ্য আলেম ও সহযোগীর মাধ্যমের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ থাকবে।**
* **মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।**

বিঃদ্রঃ ২০২০/২১ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।

পরিচালক : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম, এম: এম, এ)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭
০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭

ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪)

কবিতা

এসো সত্যের সন্ধানী

মুহাম্মাদ মুমতায আলী খাঁন
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

যে মানুষ হন প্রকৃত জ্ঞানী তিনি সর্বদা সত্যের সন্ধানী।
যেখানে তিনি সত্য খুঁজে পান, সেখানেই তিনি ছুটে যান।
নিজ সিদ্ধান্তে কখনো ভুল পথে করলে গমন,
তওবার মাধ্যমে দ্রুত করেন সংশোধন।
থাকুক হাযারো যুক্তি-তর্ক, থাকুক নানান মতামত,
সবকিছু অগ্রাহ্য করে আঁকড়িয়ে থাকেন অভ্রান্ত অহী-র পথ।
দল, সংখ্যা, ব্যক্তি আর যত রকম বাতিল রসম-রেওয়াজ,
তুলুক না কেন সর্বনাশা সয়লাবের ভয়ংকর আওয়াজ।
একজন সত্যসেবী দাঁড়িয়ে থাকেন ঠিক হিমাদ্রির মত স্থির অটল,
শত ঝড়-ঝাঞ্ঝায় হন না মোটেও অস্থির টলমল।
তিনি তো সত্যের সন্ধানী সত্যসেবী তার পরিচয়
দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে করেন না বিক্রয়।
তিনি যুগে যুগে সত্যের সাক্ষ্যদাতা নবী-ছাহাবীদের সহচর,
জাহেলিয়াতের অন্ধকারে সার্চলাইট হেদায়াতের বাতিঘর।
নবী-রাসূলকে দেখিনি কিন্তু জেনেছি সত্যের মানদণ্ড তাঁরা,
আল্লাহ্র রেযামন্দীর পথ পাবে না কেউ তাঁদের অনুসরণ ছাড়া।
রাস্তার মাইলফলক দেখে পথিক পথকে যেমন চিনে,
তেমনি সত্যসেবীকে দেখে পথভোলা ফিরে আসে আসল দ্বীনে।
তিনি তো সর্বক্ষণ রাহেলিল্লাহে এক অক্লান্ত দাঈ ইলাল্লাহ,
জান, মাল, সময় ত্যাগ করে হন এ যুগের যবীহুল্লাহ।
সত্যই থাকে সর্বদা লক্ষ্য যেমন পূর্ব আকাশে নিত্য সূর্যোদয়
সত্যই দাঁড়িয়ে থাকবে চিরকাল, মিথ্যা পালাবে নিশ্চয়।
তাই এসো সত্য সন্ধানী সেনানীরা গড়ি মযবূত মহতী জামা'আত
আল্লাহ্র ওয়াস্তে করি কুরআন-সুন্নাহ্র শর্তহীন এতা'আত।

পরকালে যারা আরশের ছায়া পাবে

মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন
হলিধানী, ঝিনাইদহ।

মহানবীর এই অমিয় বাণী
মনোযোগ দিয়ে শোন,
যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত
ছায়া থাকবে না কোন।
সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ
ছায়া দিবেন তাতে,
যেসব শাসক বিচার করবে,
ন্যায় ও নীতির সাথে।
যেসব যুবক জীবন গড়বে
আল্লাহ্র ইবাদতে,
সম্পৃক্ত থাকে মন যার
সর্বদা মসজিদের সাথে।
রূপসী নারী অশ্লীল কাজে
করলে আহ্বান,
আল্লাহ্র ভয়ে যারা সেটা
করে প্রত্যাখ্যান।
পরস্পরকে ভালবাসে যারা
শুধু আল্লাহ্র তরে,
সেসব ব্যক্তি যারা খুবই
গোপনে দান করে।
আল্লাহ্র যিকির করে
নির্জনে বসে যারা,
আর তাদের দু'চোখ দিয়ে
ঝরে পড়ে অশ্রুধারা।

আমি যখন মরে যাব

আনীসুর রহমান
বগুড়া।

আমি যখন মরে যাব এই দুনিয়ায় নাহি রব
তোমরা কেউ আমার জন্য কান্দিও না।
তোমাদের চেয়ে আছেন দয়ালু রহীম রহমান
তোমরা সবে আজীবন ধরে গাইবে তাঁরই গুণগান।
কালেমা পড়ার কথা আমায় করে দিবে স্মরণ
কালেমা শাহাদত না পড়ে হয় না যেন মরণ।
তোমরা সবাই থাকবে বসে, চলে যাবে আমার জান,
ধরে রাখতে পারবে না সেটা কোন জিন-ইনসান।
তোমাদের কান্নায় আমার হবে না কোন লাভ
বুক চাপড়ানো কান্নায় বাড়বে আমার আযাব।
অপরাধ যদি করে থাকি করে দিও ক্ষমা,
তোমাদের অন্তরে দুঃখ-বেদনা রেখ না জমা।
আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য করবে একটু দো'আ
আমার কবরে আসে যেন জান্নাতের সুগন্ধি হাওয়া।
রাব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানী ছগীরা বলবে মনে মনে
এই দো'আ পাঠ করবে প্রভুর কাছে কাঁদবে ক্ষণে ক্ষণে।

উপদেশ

মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

তোমরা সবে সামনে চল মৃত্যু চলে পিছে,
এ জগতের ভালোবাসা সবি যে হায় মিছে।
দম ফুরালে সাঙ্গ হবে যত আশার ভেলা,
ছেলে-মেয়ে, ধন-সম্পদ কয়েক দিনের খেলা।
উপার্জনে নেই বাধা সৎ পথে হ'লে,
অসৎ পথের কুফল কি তা কুরআন দিচ্ছে বলে।
পরকালে শাস্তি পাবে ওহে মানব কুল!
সময় থাকতে হও হুঁশিয়ার শুধরিয়ে সব ভুল।
নচেৎ তোমরা দোষী হয়ে জাহান্নামে যাবে,
কোন কর্মে আল্লাহ খুশি কুরআন পড়লে পাবে।
আল্লাহকে রাখলে খুশি বাড়বে তোমার মান,
উভয় জগৎ হবে উজ্জ্বল, পাবে পরিত্রাণ।

***

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (নবীগণের পরিচয়, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নবুঅতকাল, মৃত্যু ও কবর, খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিচয়, হারামায়েন-এর পরিচয় ও কুতুবে সিত্তাহ : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬২)।*

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (১ম পারা এবং সূরা সাজদাহ, দাহর, হুজুরাত, ছফ ও লোকমান)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফফাত (১০০-১১১) আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ১১-১৮)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৭০ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (অঙ্ক), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (২৭-৫২ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ ও ৪৮ পৃ.)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ১-২০; শিশু অধিকার ১-৬ নং প্রশ্ন), ভাষা, বুদ্ধিমত্তা (ইংরেজী ৮১ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (১-২০ নং প্রশ্ন)।

৬. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৭. আযান : ***(শুধু বালকদের জন্য)***

৮. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : ২৫ জন নবীর নাম : আরবী, বাংলা ও ইংরেজী।

৯. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের ৫নং নীতিবাক্য (আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি)।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

- প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
- ২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।
- সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
- শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
- শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
- প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
- রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৪ঠা অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১১ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ১৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ৭ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে। প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

যোগাযোগ : মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ছাগল চরানোর কাজ করতেন।
২. মক্কার সম্মানিত লোকেরা অত্যাচারিতের সাহায্যের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করে, যাকে হিলফুল ফুযূল বলা হয়। নবী করীম (ছাঃ) পিতৃব্যদের সাথে এই চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেন।
৩. কা'বা সংস্কারোত্তর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করেন। তিনি একটি চাদরে পাথরটি রেখে সকল গোত্রপ্রধানদের তার কিনারা ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি স্বহস্তে পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করেন। এতে সবাই খুশি হয়।
৪. ব্যবসা।
৫. তিনি ২৫ বছর বয়সে প্রথম খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
৬. ১১ জন। তাঁরা হচ্ছেন- ১. খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ২. সাওদা বিনতে যাম'আ ৩. আয়েশা বিনতে আবু বকর ৪. যয়নাব বিনতে খুযায়মা ৫. হাফছা বিনতে ওমর ৬. যয়নাব বিনতে জাহাশ ৭. উম্মু সালামা হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া ৮. জুআইরিয়া বিনতে হারেছ ৯. ছাফিয়া বিনতে হুওয়াই বিন আখতাব ১০. মায়মূনা বিনতে হারেছ ১১. উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবী সুফিয়ান (রাঃ)।
৭. সর্বপ্রথম খাদীজা (রাঃ)-কে এবং সর্বশেষে মায়মূনা বিনতে হারেছ (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন।
৮. আয়েশা (রাঃ)।
৯. ৭ জন। কাসেম, আব্দুল্লাহ, যায়নাব, উম্মু কুলছূম, রুকাইয়া, ফাতেমা ও ইবরাহীম (রাঃ)।
১০. ৭ জন। যয়নাবের সন্তান দু'জন; আলী ও উমামা। রুকাইয়ার সন্তান একজন আব্দুল্লাহ (শিশুকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন)। ফাতিমার সন্তান চার জন- হাসান, হুসাইন, উম্মে কুলছূম ও যয়নাব।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ২ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত দেখা যায় না।
২. মানবশিশু বসন্ত কালে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
৩. কান ও নাক বৃদ্ধি পাওয়া কখনো থেমে থাকে না।
৪. ২০৬ টি হাড় থাকে।
৫. ২৬ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন হাড় দিয়ে তৈরি।
৬. দু'টির ঘনত্ব আলাদা।
৭. হাঁচি দেওয়ার সময় শরীরের ভিতর সকল ধরনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি হার্টবীটও থেমে যায়।
৮. জিহ্বা।
৯. ৬ বার বাথরুমে যায়।
১০. ৭ সেকেন্ড সময় লাগে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)

১. কতবার ও কখন নবী করীম (ছাঃ)-এর বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়?
২. নবুঅতের পূর্বে নবী করীম (ছাঃ) কিভাবে ইবাদত করতেন?
৩. কোন পাহাড়ের কোন গুহায় নবীজী ধ্যানমগ্ন থাকতেন?
৪. কত বছর বয়সে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর অহী নাযিল হয়?
৫. কখন নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর অহী নাযিল হয়?
৬. গারে হেরা থেকে ফিরে এলে স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে কার কাছে গমন করেন এবং তিনি কি বলেন?
৭. নবুঅত লাভের পর নবীজী কিভাবে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন?
৮. ছাহাবীদের সাথে গোপনে কোথায় মিলিত হ'তেন?
৯. গোপন দাওয়াতের সময়কাল কত বছর ছিল?
১০. মক্কী জীবনের দাওয়াতী কাজ কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল? প্রত্যেক পর্যায়ের সময়কাল কত ছিল?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানবদেহ বিষয়ক)

১. সেলসিয়াস স্কেলে মানবদেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা কত?
২. স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মানুষের উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ কত?
৩. সিস্টোলিক চাপ বলতে কি বোঝায়?
৪. ডায়োস্টোল চাপ বলতে কি বোঝায়?
৫. রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে কোথায়?
৬. রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি হয় কোথায়?
৭. মানবদেহে মোট কশেরুকার সংখ্যা কত?
৮. মানুষের মুখে কর্তন দাতের সংখ্যা কত?
৯. রক্ত কত প্রকার?
১০. হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাযার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

ভুগরইল, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৩ই জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার শাহমখদুম থানাধীন ভুগরইল মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুসলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুমাইয়া খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাহমূদা খাতূন।

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহ মখদুম থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারিয়া খাতূন।

খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৮শে জুলাই রবিবার : অদ্য মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বাদশাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয আব্দুল হাফীয ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৯শে জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা থানাধীন পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও 'সোনামণি' মারকায এলাকার 'রজনীগন্ধা' শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রেযওয়ান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মা'ছূমা আখতার।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১লা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি মারকায এলাকার 'রজনীগন্ধা' শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যানের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সোনামণি 'সূর্যমুখী' শাখার পরিচালক বুরহানুদ্দীন, সহ-পরিচালক নাঈমুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি গোলাম রাব্বী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মিনহাজুল ইসলাম।

বিরকয়া, বাগমারা, রাজশাহী ১লা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন বিরকয়া উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিরকয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যোনের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক খায়রুল ইসলাম, সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম, হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার পরিচালক মুহাম্মাদ ইসমাঈল ও অত্র সমজিদভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক তোফায্যল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জিহাদ হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ছাকিবা খাতূন।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১লা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা থানাধীন সমসপুর হাফিযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যোনের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার পরিচালক খায়রুল ইসলাম, সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম, হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার পরিচালক মুহাম্মাদ ইসমাঈল ও হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আজীবর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি বুরহানুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ছালাহুদ্দীন।

জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২রা আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন জামনগর ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছানাবিয়া ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ শহীদ হাসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তামীম আহমাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মরিয়াম আখতার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান।

মোল্লাপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ৩রা আগস্ট শনিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার রাজপাড়া থানাধীন মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল গফূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মুরসালীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ তামীমুল ইসলাম।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

স্বদেশ

রক্তদানের জীবন্ত কিংবদন্তি কুমিল্লার জাবেদ

মানুষের জীবন বাঁচাতে রক্তদানের গুরুত্ব আর দশজনের থেকে বেশি অনুধাবন করেন তিনি। তাই তো ৩৩ বছর ধরে দেশ-বিদেশে রক্তদান করে আসছেন মুহাম্মাদ জাবেদ নাসীম নামে কুমিল্লার মুরাদনগর উপযেলার বাসিন্দা রক্তদানের এই জীবন্ত কিংবদন্তি। মানুষের উপকারের নেশা মেটাতে এ পর্যন্ত ১৬৯ বার নিজের মহামূলবান 'ও নেগেটিভ' রক্ত দান করেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে তার গ্রুপের সর্বোচ্চ রক্তদাতা।

জাবেদ জানান, ১৯৮৬ সালে ২৭শে অক্টোবরে মাত্র ১৮ বছর বয়সে রক্তদান শুরু করেন তিনি। রক্তদানের ৩৩ বছরে একই দিন দু'বার রক্তদানের ঘটনাও অনেক রয়েছে তার জীবনে। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও রক্ত দিয়েছেন তিনি।

রক্তদানের জন্য জাবেদ নাসীম ইতিমধ্যে বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। তবে জাবেদের মতে, পুরস্কার বা সম্মাননা পাওয়া মুখ্য বিষয় নয়, মানুষের উপকারে আসতে পেরেছেন এতেই সীমাহীন আনন্দ পান তিনি। তার ভাষ্য, জীবনে অন্যের জন্য কিছু করতে না পারলে মানুষ হয়ে কেন জন্মানো! সব কিছুতে টাকা থাকতে হবে, এমনটা নয়।

জাবেদ নাসীম আরও বলেন, মানুষের যখন রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন রক্ত দিলে মানসিক যে তৃপ্তি, পৃথিবীর অন্য কিছুর বিনিময়ে সেই তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। আমার রক্তে একজন মানুষ বেঁচে যাচ্ছেন এর চেয়ে আনন্দদায়ক আর কী হ'তে পারে জীবনে!

জাবেদ নাসীমের পরামর্শ রক্তদানের এই মহতী কর্মে তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সামাজিক ও মানবিক কাজগুলো করতে হবে।

[অশেষ ধন্যবাদ ভাই জাবেদ নাসীমকে। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন! তবে তার প্রতি উপদেশ থাকবে, তিনি যেন স্রেফ পরকালীন স্বার্থে কাজ করেন এবং মানুষকে মাদকমুক্ত রক্ত দানে উদ্বুদ্ধ করেন। আর এজন্য এদেশের জাতীয় ভিত্তিক একমাত্র 'মাদকমুক্ত রক্তদান সংস্থা' 'আল-'আওন'-এর সাথে যোগাযোগ রাখেন। মোবা : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, ০১৭২০-৪৬৫৭৬৭ (স.স.)]

কারাগারে সকালের নাশতায় ২০০ বছরের পুরনো মেন্যুর পরিবর্তন

দেশের কারাগারগুলোতে সকালের নাশতায় প্রায় ২০০ বছরের পুরনো মেন্যুতে পরিবর্তন এনেছে সরকার। এখন থেকে সকালের নাশতায় কয়েদীদেরকে রুটি আর গুড়ের বদলে সপ্তাহে একদিন দেওয়া হবে ভুনা-খিচুড়ি, একদিন সবজি-খিচুড়ি। বাকী পাঁচদিন থাকবে রুটি। তবে তার সঙ্গে থাকবে একদিন হালুয়া ও বাকী চার দিন সবজি। গত ২১শে জুলাই'১৯ নাশতার নতুন এই মেন্যুর উদ্বোধন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

এ ব্যাপারে তিনি বলেন, বৃটিশ আমল থেকে শত বছরের রীতি ভেঙে এই কাজ করা হয়েছে। এছাড়া কারাবন্দীদের জন্য ৩৮টি ট্রেডের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা যেন কারামুক্তির পর দক্ষতার সাথে কোন কাজ করতে পারে। এছাড়া বন্দীরা যেন প্রিয়জনদের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে পারেন সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া গতবছর থেকে দেশের কারাগার সমূহে বালিশ প্রদান কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় গত ২৫শে জুলাই রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দীরা ঘুমানোর জন্য বালিশ পেয়েছেন। এতদিন ছিল দু'টি কম্বল। যার একটি বিছানো হ'ত। আরেকটি ভাজ করে মাথার নীচে বালিশ বানানো হ'ত। শীতকালে আরেকটি কম্বল বেশী দেওয়া হ'ত গায়ে দেওয়ার জন্য।

[কারা সংস্কার বিষয়ে আমাদের ২০ দফা প্রস্তাবনা দ্র. 'কারা সংস্কারে আমাদের প্রস্তাব সমূহ' সম্পাদকীয় ১৯/৮ সংখ্যা, মে ২০১৬ (স.স.)]

দেশে ১২% সংখ্যালঘু, অথচ সরকারী চাকুরীতে ২৫%

বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধসহ মোট ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ শতাংশ। কিন্তু সরকারী চাকুরীতে তাদের অংশগ্রহণ মোট ২৫ শতাংশ। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেত্রী প্রিয়া সাহা সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করেছেন তার প্রতিবাদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এ মোমেন একথা জানিয়েছেন। গত ২১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেওর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী 'ধর্মীয় স্বাধীনতায় অগ্রগতি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, 'প্রিয়া সাহা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে যে অভিযোগ করেছেন তা একেবারেই মিথ্যা এবং বিশেষ মতলবে এমন উদ্ভট কথা বলেছেন। আমি এমন আচরণের নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি'।

২০ বছর ভ্যান চালিয়ে জমাকৃত টাকায় হজ্জ পালন

হজ্জ মুসলমানদের ওপর ফরয ইবাদত সমূহের অন্যতম। প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের উপর যা পালন করা আবশ্যক। আল্লাহ্র এই হুকুম পালনের অভিপ্রায়ে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপযেলার শিবনগর ইউনিয়নের উত্তর বাসুদেবপুর গ্রামের মুহাম্মাদ মুযাফফর হোসাইন (৫৫) দীর্ঘ ২০ বছর ভ্যান চালিয়ে জমাকৃত টাকায় ২০১৫ সালে তিনি পবিত্র হজ্জ পালন করেছেন।

এ ব্যাপারে তিনি জানান, ৩০ বছর ধরে তিনি ফুলবাড়ী পৌর শহর ও আশপাশের এলাকায় ভ্যান চালাচ্ছেন। অতঃপর গত ২০ বছর ধরে তিনি শহরের এক তেল দোকানীর নিকটে টাকা জমাতে শুরু করেন। একসময় সেই অর্থ ২ লক্ষ ৩০ হাযার টাকায় পৌঁছালে তা দিয়ে তিনি হজ্জের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন ও ২০১৫ সালে হজ্জব্রত পালনে সক্ষম হন।

বিদেশ

জার্মানীর আচেন ডিস্ট্রিক্ট স্কয়ার এখন 'মসজিদ চত্বর'

পশ্চিম জার্মানীর শহর আচেনের ডিস্ট্রিক্ট ইলেনডর্ফের ডিস্ট্রিক্ট স্কয়ারের নাম 'মস্ক স্কয়ার' বা 'মসজিদ চত্বর' রাখা হয়েছে। পারস্পরিক সহনশীলতা ও ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য আগের নাম পরিবর্তন করে এ নাম দেওয়া হয়েছে। আচেন শহরের মেয়র মার্সেল ফিলিপ বলেন, এ নামকরণে মেয়র হিসাবে আমি অনেক খুশি। তবে নাম পরিবর্তন করা এত সহজ ছিল না। অনেক প্রচেষ্টার পর এটি সম্ভব হয়েছে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পর ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে এখন জার্মানী হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে উর্বর ভূমি। দেশটিতে ইসলামের প্রচার-প্রসার বেশ দ্রুততার সঙ্গে ঘটছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে চলছে উল্লেখযোগ্য হারে। সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে জার্মানিতে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪.৪ শতাংশ। যা প্রায় ৪৪ লাখের মতো। যাদের প্রায় সবাই সুন্নী মুসলমান। ১৯৬০ এর দশকে শ্রমবাজার স্থানান্তরের কারণে ও ১৯৭০ এর দশকে রাজনৈতিক অভিবাসীদের বিভিন্ন মাত্রায় আগমনের কারণে জার্মানীতে ইসলাম একটি দৃশ্যমান ধর্ম হয়ে ওঠে।

এক ভাষণেই ২০টি মিথ্যা কথা বললেন ট্রাম্প!

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যে দেওয়া এক ভাষণে ২০ বার মিথ্যাচার করেছেন। ৯০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে দেওয়া ঐ ভাষণে ট্রাম্প মোট ২০বার মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ।

নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মিথ্যাচার শনাক্ত করার জন্য খোলা 'ফ্যাক্ট ফার্স্ট' নামের একটি পেজে ট্রাম্পের মিথ্যাচার তুলে ধরে এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেছে সিএনএন। একই ধরনের পেজ রয়েছে মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্টেরও। তারা ট্রাম্পের প্রতিদিনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে, তিনি প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৮টি করে মিথ্যা কথা বলেন।

পার্স টুডে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মিথ্যাচার বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের ব্যাপারে মারাত্মক উদ্বেগের কারণেই ট্রাম্প একের পর এক মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন। ট্রাম্পের উল্টাপাল্টা ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা, মিথ্যাচার ও শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্যের কারণে অনেক মার্কিন রাজনীতিবিদ বলছেন, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না।

[কথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের তিক্ত ফলাফল এগুলি। এখানে মিথ্যা বলে ধোঁকা দিয়ে ভোট আদায় করাই বড় ক্রেডিট। বিশ্ব ধ্বংসের বোতাম যার হাতে, সেই গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারে এরূপ একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করাই মার্কিন জনগণের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম নিদর্শন। বিভিন্ন দেশে এইসব ব্যক্তিদের নেতা হওয়ার পথ ও পদ্ধতি বন্ধ করার জন্য জ্ঞানী সমাজের প্রতি আহ্বান জানাই (স.স.)]। এ বিষয়ে পাঠ করুন : 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই।-সম্পাদক।

১৫ কেজি সোনা পেয়েও ফেরত দিলেন বাংলাদেশী পরিচ্ছন্নতা কর্মী তাহের আলী!

দুবাইয়ে কর্মরত ক্লিনার তাহের আলী প্রতিদিনের মত কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ এক পার্কিং এলাকায় একটি পড়ে থাকা ব্যাগ পেয়ে খুলে দেখেন তাতে ১৫ কেজি সোনা। যার মূল্য বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৬ কোটি টাকার বেশী। তিনি সেটি ফেরত দিয়ে আসেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকটে। তার এমন সততায় সড়ক ও পরিবহন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাকে সম্মানিত করা হয়।

[কেবলমাত্র আল্লাহভীরুতাই মানুষকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে পারে। তাহের আলী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন! সেই সাথে তার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হওয়ায় আমরা তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি (স.স.)]

ডেঙ্গু মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে

শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিয়ত মানুষ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে হাযার ছাড়িয়েছে বিশ্বময় ডেঙ্গু জ্বরে মৃতের সংখ্যা। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৫ সহস্রাধিক আক্রান্ত ও ৮৬ জনের মৃত্যুর রিপোর্ট পাওয়া গেছে সরকারীভাবে। বেসরকারীভাবে সাড়ে ৩ লাখের অধিক আক্রান্ত হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। সরকারী-বেসরকারী কোন হাসপাতালে ঠাঁই নেই। আবর্জনার শহর ঢাকা ছাড়ছে সবাই। তাতে বহন করে নিয়ে আসছে অনেকে ডেঙ্গুর বীজানু। ফলে ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যেই দেশের ৬৪টি যেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। হাসপাতাল ছাড়াও বাসাতেও রয়েছে অসংখ্য ডেঙ্গু রোগী। যারা সরকারী হিসাবের বাইরে।

ইতিমধ্যে ডেঙ্গু বিশ্ব মহামারীতে রূপ নিয়েছে। পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলোতে অন্তত ১৪ লাখ ডেঙ্গু জ্বরের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরমধ্যে শতকরা ৮৬ ভাগই হচ্ছে ব্রাজিল (১২ লাখ), কলাম্বিয়া (৬১ হাযার), নিকারাগুয়া, (৪৬ হাযার) ও মেক্সিকোতে (৩০ হাযার) আক্রান্ত ডেঙ্গু রোগী। ঐ অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে। ফিলিপাইন দেশজুড়ে জাতীয় ডেঙ্গু সতর্কতা জারী করেছে। দেশটিতে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক মানুষ এ রোগে আক্রান্ত ও ৪৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। থাইল্যান্ডে ৫০ হাযারের বেশি মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এবং ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীলংকায় ২২ হাযার মানুষ আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া সিঙ্গাপুরে এপর্যন্ত ৮০২৩ এবং মালয়েশিয়ায় ৪ হাযার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। কম্বোডিয়া, চীন ও ভিয়েতনামেও ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ছে।

সামনে গরম বাড়বে, ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ আরো ভয়াবহ রূপ নেবে

দিনের পর দিন পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক মহল। কারণ তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ভাইরাস, পোকামাকড়, সুনামি ও ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধি পাবে। আর বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে জীবাণু বহনকারী মশারা রক্ত পানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এজন্য তারা মানুষকে কামড়ায়।

৩০ বছর আগের চেয়ে বর্তমানে মশাবাহিত রোগের পরিমাণ ৩০ গুণ বেড়ে গেছে। বর্তমানে বছরে চারশ' মিলিয়ন বা ৪০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। এডিস মশার কারণে চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু ও জিকা ভাইরাস ছড়াচ্ছে। গবেষকরা বলছেন, আর মাত্র ৩০ বছরে অর্থাৎ ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৪৯ শতাংশ মানুষ ডেঙ্গু মশার নাগালের মধ্যে থাকবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন, আর মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে ইউরোপে মশাবাহিত রোগ মহামারী আকার ধারণ করবে। ২০৮০ সালে পৃথিবীর ১৯৭টি দেশে মশাবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মশাবাহিত নতুন রোগ ট্রিপল-ই ভাইরাস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স অঙ্গরাজ্যের ৭টি শহরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মশাবাহিত নতুন রোগ ট্রিপল-ইর কারণে ওই শহরগুলোতে সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। গত সপ্তাহে এই ভাইরাসের জন্য যরূরী অবস্থা জারি করেছেন ফ্লোরিডার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। ফ্লোরিডা স্বাস্থ্য অধিদফতর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বেশ কিছু মুরগীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এই ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এই ভাইরাস মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই মারা যায়। আর বেঁচে থাকলেও স্নায়বিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইনসহ বেশ কিছু দেশে ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করেছে। ঠিক এমন সময়েই মশাবাহিত এই নতুন ভাইরাস সম্পর্কে সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র।

[মানুষের কৃতকর্মের কুফল হিসাবে আল্লাহ্র হুকুমে এসব গযব একের পর এক আসছে, বিশ্বনেতাদের সাবধান করার জন্য। পৃথিবী ব্যাপী অসৎ নেতৃত্ব এ সুন্দর গ্রহটিকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে। কোটি কোটি গৃহহারা মানুষ যখন পথে পথে ঘুরছে, তখন এইসব ইবলীসের প্রেতাত্মাগুলি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালাচ্ছে। সেই সাথে প্রতিযোগিতা মূলকভাবে শিল্প-কারখানা তৈরী করছে। যার ফলে আবহাওয়া দূষণের মাত্রা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা বায়ুমণ্ডলকে এবং ভূগর্ভের পানি স্তরকে বিষাক্ত করে তুলছে। আর তারই ফলাফল ভোগ করছে আজ সারা বিশ্ব। অন্যদিকে কেবল এক শতাংশ লোকের কাছেই দুনিয়ার সকল সম্পদ জমা হচ্ছে। বাকীরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। আমরা সকলকে তওবা করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং গযব উঠিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছি (স.স.)]। এ বিষয়ে

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ২রা আগষ্ট শুক্রবারের খুৎবা শুনুন।- 'গযব নাযিলের কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায়'। http://multimedia.ahlehadeethbd.org/site/home/post_details/1485.

এক দশকে ভারত ছেড়েছে ২৭ কোটি মানুষ : জাতিসংঘ

দারিদ্র্যের কারণে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন ভারতীয়রা, এমন প্রতিবেদন আগেই দিয়েছিল জাতিসংঘ। নতুন করে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, দারিদ্র্যের কারণে ২০০৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ভারত ছেড়েছেন ২৭ কোটিরও বেশি মানুষ। এছাড়া ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২ কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। বিভিন্ন সূচক অনুযায়ী এসব দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে সবার আগে সম্পত্তি, জ্বালানী, স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং পুষ্টির মতো বিষয়গুলোর উন্নতি সাধন প্রয়োজন বলে মত দিয়েছে জাতিসংঘ। বিশ্বের ১০১টি দেশের মানুষের ওপর চালানো ঐ সমীক্ষায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা এখন ১৩০ কোটি।

ব্রিটেনে জাতিগত বৈষম্য : সবচেয়ে কম বেতন পান বাংলাদেশীরা

ব্রিটেনে বসবাসকারীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বেতন পেয়ে থাকেন বাংলাদেশী কর্মজীবীরা। তাদের পরেই রয়েছেন পাকিস্তানীরা। আর সবচেয়ে বেশী বেতন পেয়ে থাকেন যথাক্রমে চীনা ও ভারতীয়রা। সম্প্রতি এক সরকারী জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। ২০১২ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্মঘণ্টা হিসাব করে এই আয়ের তালিকা তৈরী করেছে দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান অধিদফতর। প্রতিবেদন অনুসারে, ঘণ্টাপ্রতি বেতনের হিসাবে বাংলাদেশীরা শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশদের চেয়ে ২০.১ শতাংশ কম বেতন পেয়ে থাকেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষা ও পেশা বিবেচনায় আনার পরও ব্রিটেনে তীব্র জাতিগত বেতন বৈষম্য দেখা যায়। বিশেষ করে যারা ব্রিটেনের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য প্রকট। পরিসংখ্যান অনুসারে, শ্বেতাঙ্গ কর্মজীবীদের চেয়ে সংখ্যালঘুরা ৩.৮ শতাংশ কম বেতন পান। লন্ডনে এই বৈষম্যের হার ২১.৭ শতাংশ। আর এদিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানীরা। গত বছর শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ কর্মজীবীদের ঘণ্টাপ্রতি গড় আয় ছিল ১২ পাউণ্ড। আর বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, ভারতীয় ও চীনাদের গড় আয় ছিল যথাক্রমে ৯.৬০ পাউণ্ড, ১০ পাউণ্ড, ১৩.৪৭ পাউণ্ড ও ১৫.৭৫ পাউণ্ড।

[হ্যাঁ, এটাই হ'ল সাম্য ও গণতন্ত্রের লালনভূমি বলে পরিচিত বৃটিশদের কর্মনীতি। যারা একসময় ভারতবর্ষ সহ সারা বিশ্ব শোষণ করেছে। অতএব হে মানুষ! ফিরে এসো ইসলামের সাম্যনীতির দিকে। যেখানে আরব-অনারবের এবং সাদা-কালোয় কোন প্রভেদ নেই। যেখানে আভিজাত্যগর্বী কুরায়েশদের মর্যাদার প্রতীক কা'বাগৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হয় তাদেরই ক্রীতদাস সে যুগের সবচাইতে নিম্নশ্রেণীর হাবশী গোলাম বেলালকে। মানুষের জীবনে ফিরে আসুক আবার সেই সোনালী অতীত! (স.স.)]

১০১ বছর বয়সে হজ্জে গেলেন ভারতীয় নারী!

বয়সের গণ্ডি পেরিয়েছে ১০০-এর কোটা। বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ দেহাবয়ব। কিন্তু মনের যোর আকাশচুম্বী। হজ্জ করার স্বপ্ন দেখছেন সেই শৈশব থেকে। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের ১০১ বছর বয়সী এই বৃদ্ধা হজ্জের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে সঊদী আরবে পৌঁছেছেন। এমন বয়সেও অদম্য মানসিক শক্তির অধিকারী এ মহীয়সীর নাম আত্তার বিবি হুসাইন বামার। এবছর হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সারাবিশ্ব থেকে যেসব নারী এসেছেন, তাদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক বয়সী বলে জানা গেছে।

হজ্জ পালনে তার সাথে এসেছেন তার ৬০ ও ৫৮ বছর বয়সী দুই ছেলে ও মেয়ে। হজ্জের জন্য সঊদী আরব পৌঁছানোর পর তিনি আনন্দে আপ্লুত হন এবং দীর্ঘ অপেক্ষার পর এই স্বপ্ন পূরণে বিস্ময় ও আবেগ প্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি হজ্জের জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। তবে হজ্জের সময় সর্বদা তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখবেন ভারতীয় হজ্জ অফিসের কর্মকর্তারা।

মুসলিম জাহান

রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অথবা নিজ ভূখণ্ডে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করার সুযোগ দিতে হবে

-ড. মাহাথির মুহাম্মাদ

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মাদ বলেছেন, মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। তা দিতে না চাইলে তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার সুযোগ দিতে হবে। মালয়েশিয়া কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। তবে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মিয়ানমারের গণহত্যায় মালয়েশিয়া চুপ থাকতে পারে না। গত ২৭শে জুলাই এক সাক্ষাৎকারে মুসলিম বিশ্বের এই বর্ষীয়ান নেতা মাহাথির মুহাম্মাদ (৯৪) রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, মিয়ানমার রাখাইনসহ অনেকগুলো রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত। ব্রিটিশরা চেয়েছিল মিয়ানমারকে একসঙ্গে শাসন করতে। সেজন্যই অনেকগুলো রাজ্যকে এক করে তারা বার্মা রাষ্ট্র গঠন করে। তাই এখন মিয়ানমারকে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের নিজ দেশের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করতে হবে; নতুবা তাদের নিজ রাজ্যে (রাখাইন) আলাদা রাষ্ট্রের জন্য সীমানা দিতে হবে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক দুনিয়ার সব সন্ত্রাসের মূলে রয়েছে ইস্রাঈল নামক রাষ্ট্রের অবৈধ জন্ম। বৈশ্বিক সন্ত্রাস বন্ধ করতে চাইলে তাদের মূলোৎপাটন করতে হবে।

[আমরা ড. মাহাথিরের এই আহ্বানকে স্বাগত জানাই এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে ও সচেতন বিশ্বনেতাদেরকে উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই! (স.স.)]

লক্ষাধিক মানুষকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করলেন হিন্দু থেকে মুসলিম সিন্ধুর দ্বীন মোহাম্মদ শেখ

আলোচিত এই ব্যক্তি হলেন পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের দ্বীন মোহাম্মদ শেখ। ১৯৪২ সালে একটি হিন্দু পরিবারে জন্ম নেয়া এ ব্যক্তি ১৯৮৯ সালে ৪৭ বছর বয়সে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই তিনি উদ্যোগী হন দ্বীনপ্রচারে। ইতিমধ্যেই তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রায় ১ লাখ ৮ হাযার মানুষ।

জন্মগতভাবে ইসলাম সম্পর্কে ছিল তার ব্যাপক আগ্রহ। ইসলামের প্রতি এমন অনুরাগ দেখে তার মা ১৫ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের পরও ইসলাম সম্পর্কে তার কৌতূহল একটুও কমেনি। ইসলাম সম্পর্কে জানতে তিনি এক মুসলিম উস্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তার নিকটে নিয়মিত কুরআন ও হাদীছের বাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন দ্বীন মুহাম্মাদ। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য মতে, তাঁর দাওয়াতে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮ হাযার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

দ্বীন মুহাম্মদ শেখ স্থানীয় আল্লাহওয়ালী জামে মসজিদের সভাপতি। তিনি অসহায় ইসলাম গ্রহণকারীদের আবাসনের জন্য প্রায় ৯ একর জায়গারও ব্যবস্থা করেছেন।

তাঁর ধর্ম প্রচারের কথা পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ায়

অনেক দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তার কাছে এসেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই বাড়ির মসজিদে নও মুসলিম শিশু-কিশোর ও নারী-পুরুষের জন্য ১৫ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াত শেখার ব্যবস্থা রেখেছেন তিনি।

[আমরা এই নিঃস্বার্থ দাঈকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তার এই দাওয়াতী জাযবা যেন আমৃত্যু অব্যাহত থাকে, আল্লাহর নিকট সেই প্রার্থনা করি (স.স.)।]

মধ্যপ্রাচ্যের বৃহৎ যাতায়াত ব্যবস্থা 'হারামাইন এক্সপ্রেস'

মধ্যপ্রাচ্যে অনেকগুলো গণপরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে সঊদী আরবের 'হারামাইন হাইস্পিড এক্সপ্রেস' জনপ্রিয় ও এতদঞ্চলের বৃহত্তম গণপরিবহন প্রকল্প। 'হারামাইন এক্সপ্রেস ট্রেন' মক্কা ও মদীনা দুই পবিত্র শহরের মাঝে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করে দিয়েছে। বহু হজ্জ পালনকারী যাতায়াতের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও ট্রেনটি সঊদী আরবের পশ্চিমাঞ্চলীয় বন্দর নগরী জেদ্দা ও রাবেগকে সংযুক্ত করেছে।

'বুলেট ট্রেন' নামে খ্যাত এই বৈদ্যুতিক ট্রেনটি ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার বেগে চলাচল করে। যা মক্কা থেকে মদীনায় ৪৫৩ কি.মি. রাস্তা বিরতিহীনভাবে দু'ঘণ্টায় অতিক্রম করবে। বর্তমানে যা কোচে ৬ ঘণ্টা লাগে। এটি দিনে ও রাতে বছরে ৬ কোটি যাত্রী বহন করবে। এর মাধ্যমে প্রতিঘণ্টায় ৩ হাযার ৮০০ জন যাত্রী মক্কা-মদীনার মাঝে যাতায়াতের সুযোগ পাবে। এতে মহিলাদের জন্য চমৎকার ব্যবস্থাপনা রয়েছে। জেদ্দা থেকে মক্কায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সাধারণ হসপিটালিটি ক্লাসের ভাড়া ৪০ রিয়াল এবং বিজনেস ক্লাসের ভাড়া ৫০ রিয়াল। অন্যদিকে মক্কা-মদীনায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে হসপিটালিটি ক্লাসের ভাড়া ১৫০ রিয়াল এবং বিজনেস ক্লাসের ভাড়া ২৫০ রিয়াল।

ফিলিস্তীনী চার যমজ বোন একইসাথে কুরআনের হাফেযা হ'ল

দিমা, দিনা, সুজান ও রাজান। ১৮ বছর বয়সী ফিলিস্তীনের চার যমজ বোন। একসঙ্গে তাদের জন্ম, একসঙ্গেই তাদের বেড়ে উঠা। একই শ্রেণীতে তাদের অধ্যয়ন। এমনকি মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষায় চার বোনের মেধা স্কোর সমান। তবে এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল, তারা একই সঙ্গে তারা কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেছে।

অধিকৃত যেরুযালেম নগরীর উম্মে তুবা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে তাদের জন্ম। একসঙ্গে শুরু করে একই সঙ্গে কুরআনের হিফয সমাপ্ত করেছে তারা। তাদের মা নাজাহ আশ-শানীতি (৫৪) জানান, তার মেয়েরা যেরুযালেমের আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। চার বোনের পারস্পরিক মিল, লেখাপড়ার প্রতি গভীর মনোযোগ ও সাফল্যে তিনি খুবই আনন্দিত ও গর্বিত।

তিনি বলেন, দোলনায় থাকতে আমিই ওদের পৃথক করতে হিমশিম খেতাম। এজন্য চার মেয়ের জামায় আলাদা রঙের সুতা দিয়ে নকশা করে রাখতাম। তবে এখন আর তার প্রয়োজন হয় না। কণ্ঠস্বর শুনেই আমি বুঝতে পারি কোনটা কে। তিনি বলেন, অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল, মেয়ে চারটি একসঙ্গে অসুস্থ ও সুস্থ হয়। ছোটবেলা থেকেই কুরআন মুখস্থ করার জন্য তাদেরকে গ্রামের মসজিদে পাঠিয়ে দিতাম। একরঙা পোশাকে তাদের সেই মসজিদে যাওয়ার চক্ষু শীতল করা দৃশ্য সর্বদা আমার চোখে ভাসে।

বোনদের একজন জানান, ইসলামী শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও আরবী ভাষা শিক্ষা আমরা একই সময়ে গ্রহণ করেছি। তারপর কুরআন হিফয শুরু করার পর আমরা সব কিছুতেই বরকত লাভ করি।

[আল্লাহর অনন্য সৃষ্টি এই চার বোনের জন্য রইল আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ। দো'আ করি আল্লাহ যেন তাদের প্রতিভার মূল্যায়নকারী চারজন গুণী স্বামী দান করেন এবং তাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় করেন! (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মানুষের মস্তিষ্কে যুক্ত হবে কম্পিউটার!

বিশ্বের বাঘা বাঘা সব স্নায়ুবিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে 'নিউরালিঙ্ক' নামের একটি কোম্পানী। কোম্পানীটি এখন এমন এক সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরীর চেষ্টা চালাচ্ছে, যা মানুষের মস্তিষ্কে বসানো যাবে। যন্ত্রটি মানুষের স্মৃতিশক্তি বাড়ানো অথবা কম্পিউটারের সঙ্গে মস্তিষ্কের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করবে।

প্রযুক্তি বিশ্বের কিংবদন্তী এলন মাস্ক। তিনি মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপন, উচ্চগতির হাইপারলুপ যোগাযোগ কিংবা স্বয়ংক্রিয় যান চলাচল প্রযুক্তির মতো ভবিষ্যৎ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প নিয়ে কাজের জন্য ব্যাপক পরিচিত। তার এসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের সঙ্গে আরও একটি উদ্যোগ যুক্ত হয়েছে। আর তা হ'ল মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্পিউটারের যোগাযোগ স্থাপন। এরই মধ্যে এই গবেষণার জন্য 'নিউরালিঙ্ক' নামের একটি কোম্পানী গড়েছেন। তিনি। একাজে ৫১ মিলিয়ন ডলারের তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়ে এখন পর্যন্ত ৩৯ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর সাফল্য : এক ওষুধেই বহু ভাইরাস দমন!

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে মশাবাহিত রোগের মধ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু ভাইরাসকে প্রতিহত করতে পারে এমন কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। তবে অচিরেই সে রকম ওষুধ তৈরী করা সম্ভব হ'তে পারে, যা শুধু ডেঙ্গু নয়, এমন বহু ভাইরাসকে আক্ষরিক অর্থেই নখদন্তহীন করে দেবে। এমন একটি পথেরই সন্ধান দিয়েছেন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী হেমায়েতুল্লাহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হেমায়েতুল্লাহ বর্তমানে আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। সেখানেই একটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা পান এমন এক পথের, যা শুধু ডেঙ্গু নয়, অনেক ভাইরাসজনিত রোগের ওষুধ তৈরির দিশা দিচ্ছে।

তাঁর আবিষ্কৃত এ নতুন পথ এরই মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি এ সম্পর্কিত গবেষণা নিবন্ধটি অক্টোটার্গেট জার্নালের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে।

হেমায়েতুল্লাহ ও তাঁর দলের এ গবেষণালব্ধ ফলাফলকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা অ্যান্থনি কি উথের ভাষায়, ড. হেমায়েত ও তাঁর দল ভাইরাসরোধী ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি নিয়ে এসেছেন। বহু রোগের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি কাজে লাগবে বলে আমরা আশা করছি।

নিজের গবেষণা নিয়ে বেশ আশাবাদী হেমায়েতুল্লাহ। তাঁর মতে, এ পদ্ধতির প্রয়োগে একটি কার্যকর ওষুধ তৈরি সম্ভব হ'লে তা শুধু একটি ভাইরাস নয়, বরং অনেক ভাইরাসকেই প্রতিহত করতে পারবে। এখনো এটি প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। কোন প্রাণীর দেহে প্রয়োগের পরই এর কার্যকারিতা ভালোভাবে বোঝা যাবে।

[আমরা বাংলাদেশী এই বিজ্ঞানীর দ্রুত সাফল্য কামনা করি। সেই সাথে তাকে পূর্ণ সহায়তা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী সমাবেশ

কুষ্টিয়া ২৬শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০, ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ

চৌহালী, সিরাজগঞ্জ ২৬শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ যেলার চৌহালী উপযেলাধীন যমুনা নদীর বন্যাউপদ্রুত বোয়ালকান্দী ও স্থলচরের ১০০টি পরিবারে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ওয়াসিম সহ অন্যান্য কর্মীগণ।

সরিষাবাড়ী, জামালপুর ২৬শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে জামালপুর যেলার সরিষাবাড়ী উপযেলার যমুনা নদীর বন্যাউপদ্রুত সেন্দুয়া, কোনাবাড়ী, মাইজবাড়ী ও শিমুল তাইরের বানভাসি ৬০ পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুশ শাকূর ও অন্যান্য কর্মীগণ। এ সময় তাঁরা বানভাসি মানুষের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন এবং তাদেরকে বিপদে ধৈর্যধারণ ও যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে ছালাত ও তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান জানান।

মাদারগঞ্জ, জামালপুর ২৯শে জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে জামালপুর যেলার মাদারগঞ্জ উপযেলার যমুনা নদীর বন্যাউপদ্রুত মুসলিমাবাদ আলিম মাদরাসা ময়দান ও মিতালী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ১৪০টি দুর্গত পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মনযূরুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মীগণ।

সারিয়াকান্দি, বগুড়া ২৯শে জুলাই সোমবার : অদ্য দুপুর ১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে বগুড়া যেলার সারিয়াকান্দি উপযেলার যমুনা নদীর বন্যাউপদ্রুত চর দিঘাপাড়া ও বেনীপুর, চর করমজাপাড়া ও চর নয়াপাড়ার ২১০টি বন্যা দুর্গত পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন এবং অন্যান্য কর্মীগণ। এ সময় তাঁরা বানভাসি মানুষের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন এবং তাদেরকে ছালাত ও তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেন।

গাইবান্ধা ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন মহিমাগঞ্জ এলাকার ধুন্দিয়া ও বালুয়া চরপাড়া, সাঘাটা উপযেলার পাচিয়ারপুর ও ডাকবাংলা এবং ফুলছড়ি উপযেলার চর ঝানঝাইর গ্রামের মোট ৪০৫টি বন্যা দুর্গত পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট কিছু ত্রাণ পরদিন গাইবান্ধা সদরে খামারবোয়ালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ৬০টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী, গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মশিউর রহমান, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও অন্যান্য কর্মীগণ। ত্রাণ বিতরণকালে অনেকের গলার তাবীয, হাতের বিশেষ আংটি ইত্যাদি খুলে নেওয়া হয় এবং সকলকে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকার উপদেশ প্রদান করা হয়।

উক্ত গ্রামগুলো বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আজো সেখানে কোন সরকারী সাহায্য পৌঁছেনি। কেবল গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন মহিমাগঞ্জ এলাকার ধুন্দিয়া গ্রামে স্থানীয় চেয়ারম্যান পরিবার পিছু মাত্র হাফ কেজি চিড়া ও ২৫০ গ্রাম চিনি ত্রাণ দিয়েছেন। এতে গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, গাইবান্ধা যেলাধীন ফুলছড়ি উপযেলার ঝানঝাইর গ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত আত-তাওহীদ সালাফিইয়াহ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও তাঁর সফরসঙ্গীদের

আতিথেয়তা প্রদান করেন। এসময় তিনি মাদরাসার পরিচালক জনাব শফীকুল ইসলামের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেন। মাদরাসাটি ২০১৫ সালে জনাব শফীকুল ইসলামের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যমুনা নদীর এই প্রত্যন্ত চরে প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে সেখানে ঝানঝাইর চর এবং অন্যান্য এলাকার প্রায় ২৫০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। চরাঞ্চলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলো ছড়ানোর ক্ষেত্রে মাদরাসাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ৩১শে জুলাই বুধবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ যেলার কাযীপুর উপযেলার যমুনা নদীর বন্যাউপদ্রুত দক্ষিণ সিংড়াবাড়ী ও চর দুবলাইয়ের বন্যা দুর্গত ৬৯টি পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে চাউল-ডাউল, চিনি-লবণ ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক শামসুল আলম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল বিন আকবর, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক জামালুদ্দীন ও অন্যান্য কর্মীগণ। এ সময় তাঁরা বানভাসি মানুষের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন এবং তাদেরকে বিপদে ধৈর্যধারণ ও তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেন।

যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৯

ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া ধর্ষণ-মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা ১৯শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, কোন আল্লাহ কোন জাতিকে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদরকে নিজেরা পরিবর্তন করে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে দু'দল মানুষ আছে। একদল মানুষের লক্ষ্য হ'ল দুনিয়া। তাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন তারাই যারা দুনিয়াতে বড় হয়েছেন তথা নমরূদ, ফেরাউন, কারূণ, হামান প্রমুখ লোকেরা। আরেকদল মানুষের লক্ষ্য হ'ল আখেরাত। ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিনিময়ে তারা চিরস্থায়ী জীবনকে সমৃদ্ধ ও শান্তিময় করতে চান। নবী-রাসূলগণ হ'লেন তাদের পথপ্রর্দশক। তিনি আরো বলেন, দু'টি কারণে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। ১. ক্বিয়ামতের দিন পথভ্রষ্টরা যেন বলতে না পারে যে, এরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করত। অথচ আমাদের কখনো দাওয়াত দেয়নি। ২. দাওয়াত না দেওয়ার কারণে আল্লাহ যেন আমাদেরকে পাকড়াও না করেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য বিশেষত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বা 'যুবসংঘে'র কর্মী হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হ'ল শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস এবং বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল সুন্নাতের অনুসারী হওয়া।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে কিশোর অপরাধ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল, কিশোরদের বন্ধুরা শয়তানমুখী হওয়া। অতএব কেবল হুমকি-ধমকি ও শাসনের মাধ্যমে সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ, খুন-ধর্ষণ ও মাদকের সয়লাব বন্ধ করা যাবে না। আইনের দ্রুত ও নিরপেক্ষ প্রয়োগের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমেই কেবল এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেরা কখনো চরমপন্থী নয় বা শৈথিল্যবাদী নয়। বরং তারা সর্বদা মধ্যপন্থী। সবশেষে তিনি বলেন, তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান নয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বেক্সিমকো গ্রুপ-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমান বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক পরিচালিত বিশুদ্ধ ইসলামী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দেশ থেকে শিরক ও বিদ'আত উৎখাতে এবং মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আমার খুব কাছের।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব বলেন, 'যুবসংঘে'র প্রত্যেক কর্মীকে সর্বাগ্রে স্ব স্ব ক্ষেত্রে 'আদর্শ' হতে হবে। তিনি প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আল-'আওন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ

আল-মা'রূফ, ঢাকা-উত্তর যেলার আহ্বায়ক আল-আমীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফেরদাউস হোসাইন, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি যিল্লুর রহমান, বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, কুমিল্লা যেলা সভাপতি আহমাদুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুজাহিদুর রহমান ও বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'আল-'আওন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), আব্দুল্লাহ আল-মারূফ (বগুড়া) ও কেরামত আলী (পাবনা)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

১. এ সম্মেলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

২. ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ব্যতীত সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, সূদ, ঘুষ, খুন, মাদক, ধর্ষণ কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। সেকারণ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সহ শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য এই সম্মেলন জোর আবেদন জানাচ্ছে।

৩. এই সম্মেলন স্কুল-মাদরাসার সিলেবাস প্রণয়ন কমিটিতে এবং 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটিতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর মনোনীত প্রতিনিধি রাখার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।

৪. এই সম্মেলন জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ভূমিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে। সাথে সাথে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের দাওয়াতী ও সামাজিক কর্মসূচী সমূহ অবাধে পরিচালনার সুযোগ প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫. এই সম্মেলন খুন ও ধর্ষণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিদানকারী অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের ইসলাম বিরোধী শর্ত এবং তালাকের ক্ষেত্রে 'হিল্লা প্রথা' বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. এ সম্মেলন মাদক প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সহযোগী হিসাবে দেশের একমাত্র মাদকমুক্ত রক্তদান সংগঠন 'আল-আওন স্বেচ্ছাসেবী মাদকমুক্ত রক্তদান সংস্থা'কে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দানের আহ্বান জানাচ্ছে।

৭. এ সম্মেলন দেশের বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদসমূহ ভাঙ্গা, জবরদখল করা এবং আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মহলবিশেষের আক্রমণাত্মক অবস্থানের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবী করছে।

৮. এ সম্মেলন ইভটিজিংসহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা বাতিল করা এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শালীন পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সাথে নারীদের পর্দা পালনে বাধাসৃষ্টিকারীদেরকে আইনের আওতায় আনার দাবী জানাচ্ছে।

৯. এই সম্মেলন বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে টিভি-সিনেমা থেকে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বন্ধ করার এবং ইন্টারনেট থেকে অশ্লীল কন্টেন্টসমূহ অপসারণ করার দাবী জানাচ্ছে। সেই সাথে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে এবং বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পিস টিভি পুনরায় চালু করা এবং আত-তাহরীক অন-লাইন টিভিসহ অন্যান্য সুস্থ গণমাধ্যমকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দানের আহ্বান জানাচ্ছে।

১০. এই সম্মেলন রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে সসম্মানে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক ভূমিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে। সেই সাথে ভারত, মিয়ানমার, চীন, সিরিয়া, ইয়েমেন, ফিলিস্তীনসহ বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতন বন্ধের জন্য জাতিসংঘ এবং ওআইসি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।

সম্মেলনের অন্যান্য খবর

কর্মী উপস্থিতি : বিভিন্ন যেলায় বন্যার বিভীষিকা শুরু হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে প্রায় তিন হাযারের মত কর্মী ও সুধী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মূল অডিটোরিয়ামসহ পৃথকভাবে বাহিরে দুই হাযার বর্গফুটের একটি বৃহৎ প্যাণ্ডেল করা হয় এবং সেখানে প্রজেক্টরের ব্যবস্থা রাখা হয়।

আল-'আওন : সম্মেলনে সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত মিলনায়তনের বাইরে ৩ নং স্টলে আল-'আওন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা.আব্দুল মতীন-এর পরিচালনায় উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর প্রমুখ। এ সময় বিভিন্ন যেলা থেকে আগত আল-'আওন-এর যেলা দায়িত্বশীলগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৯৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১২৬ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনার' তালিকাভুক্ত করা হয়।

টিভি ও পত্রিকা সমূহের রিপোর্ট :

ঢাকার ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট টিভিতে সম্মেলনের রিপোর্ট সোয়া দু'মিনিট প্রচার করা হয়। এছাড়া কয়েকটি পত্রিকায় সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যেমন : ১. প্রথম আলো ২০শে জুলাই, পৃ. ৪ কলাম ৩-৪। ছবিসহ শিরোনাম : 'সর্বস্তরে ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি- আহলেহাদীছ যুবসংঘ। সহশিক্ষা বাতিল এবং কোরআন ও হাদিসের আলোকে শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি'।

রিপোর্টে বলা হয়- সম্মেলনে ১০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে সারা দেশ থেকে আসা প্রায় দুই হাজার কর্মী ও সংগঠক কণ্ঠভোট ও হাত তুলে প্রস্তাবগুলোর প্রতি সমর্থন জানান। ...এক প্রস্তাবে মাদক ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকাকে স্বাগত জানানো হয়। একইসঙ্গে খুন ও ধর্ষণ প্রসঙ্গে স্বীকারোক্তি দানকারী অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের ১৮ বছর

বয়সের শর্ত এবং তালাকের ক্ষেত্রে হিল্লা প্রথা বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়।

ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, ঘুষ, খুন, মাদক ও ধর্ষণ কমিয়ে আনা সম্ভব নয় উল্লেখ করে প্রস্তাবে বলা হয়, এই সম্মেলন ইভটিজিং সহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা বাতিল করা এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শালীন পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালমান এফ রহমান বলেন, 'আমি আজকের প্রস্তাবগুলো দেখেছি। আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাতে চাই। কারণ আপনারা মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের মাদক প্রতিরোধ করতে হবে। সবাইকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দিতে পারলে মাদকের দিকে কেউ যাবেনা'। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ব্যাপারে অনেক অপপ্রচার করা হয়েছে। অধ্যাপক গালিবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারপর আমি প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছি। আহলেহাদীছ সম্বন্ধে যে অপপ্রচার, তা ঠিক নয়। যে ভুল বোঝাবুঝি, তা ঠিক করা দরকার এবং সেটা ঠিক হয়েছেও।

২. The Independent ২০শে জুলাই ২০১৯, পৃ. ৩ কলাম ২-৫। ছবিসহ শিরোনাম : Divisions in Muslims benefiting enemies: Salman F Rahman.

৩. যুগান্তর ২০শে জুলাই ২০১৯, পৃ. ২ কলাম ১-৪। শিরোনাম : 'আহলে হাদিসের কর্মী সম্মেলন : ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া ধর্ষণ-মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়'।

রিপোর্টে বলা হয় - প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালমান এফ রহমান বলেন, পবিত্র কোরআন শরিফ ও সহি হাদিস ভিত্তিক পরিচালিত বিশুদ্ধ ইসলামী সংগঠন আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ। দেশ থেকে শিরক, বিদআত উৎখাতে এবং জঙ্গিবাদ নির্মূলে এ সংগঠন অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

সম্মেলনে সংগঠনের তরফ থেকে সরকারের প্রতি ১০ দফা দাবি জানানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে দেশের আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো; ...বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের বয়স ১৮-এর শর্ত বাতিল এবং তালাকের ক্ষেত্রে হিল্লা প্রথা বাতিল করা; ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা বাতিল এবং স্কুল-কলেজে শালীন পোষাক নিশ্চিত করা; বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে টিভি-সিনেমা থেকে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বন্ধ করা; ইন্টারনেটের অশ্লীল কনটেন্ট অপসারণ করা ইত্যাদি।

৪. ইনকিলাব ২০শে জুলাই ২০১৯, পৃ. ১১ কলাম ৪-৫।

শিরোনাম : শিরক, বিদ'আত ও জঙ্গিবাদমুক্ত দেশ গঠনে অবদান রাখব : সালমান এফ রহমান। **ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া খুন, ধর্ষণ-মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়** কর্মী সম্মেলনে প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

রিপোর্টে বলা হয়- দেশকে শির্ক, বিদ'আত ও জঙ্গিবাদ মুক্ত করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। তিনি আহলে হাদীস আন্দোলন ও আহলেহাদীস যুব সংঘের কর্মসূচির প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করে পাশে থাকার অঙ্গিকার করেছেন।

সম্মেলনে সরকারের নিকট পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো; ...স্কুল-মাদ্রাসার সিলেবাস প্রণয়ন কমিটিতে এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচালনা কমিটিতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর মনোনীত প্রতিনিধি রাখা; ...আত-তাহরীক অনলাইন টিভি সহ অন্যান্য সুস্থ গণমাধ্যমকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দান সহ মোট ১০ দফা দাবি পেশ করা হয়।

৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০শে জুলাই ২০১৯, পৃ. ৩ কলাম ৫। শিরোনাম - আলোচনা সভায় অভিমত 'ধর্মীয় অনুশাসন ব্যতীত খুন-ধর্ষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়'।

রিপোর্টে বলা হয়- বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ছাড়া সামাজিক অনাচার-দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ, খুন-ধর্ষণ ও মাদক বন্ধ করা সম্ভব নয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালমান এফ রহমান পবিত্র কোরআন ও সহী হাদিসভিত্তিক পরিচালিত বিশুদ্ধ ইসলামী সংগঠন আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের সংস্কার কর্মসূচিকে স্বাগত জানান। তিনি শিরক-বিদাত উৎখাতে এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে এই সংগঠনের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেন।

সম্মেলনে আহলে হাদিস আন্দোলনের আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, শুধু শাসন নয় বরং ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমেই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দের সঊদী আরব গমন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম গত ২৭শে জুলাই শনিবার বেলা ১১-টার ফ্লাইটে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব গমন করেন। তাঁরা সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

কাশ্মীরী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাতে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হউন!

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান সংক্রান্ত ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও ৩৫-ক ধারা বাতিল করা এবং দু'টিকে গভর্ণর শাসিত রাজ্যে পরিণত করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের উপর দখলদারিত্ব চাপিয়ে দিয়ে যে যুলুম শুরু করেছিল ভারত সরকার, তার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা তারা দেখালো এই অবৈধ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এর ফলে তাদেরকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শাসনের করতলগত করার হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হল। তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে ভারতের এই অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জোর ভূমিকা গ্রহণের জন্য দাবী জানান এবং মুসলিম বিশ্বকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী একত্রে তিন তালাক সম্পর্কে যে ফৎওয়াটি দিয়েছেন তা বিস্তারিত জানতে চাই।

-আব্দুর রঊফ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

উত্তর : উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (১২৬৪-১৩০৪ হি./১৮৪৮-১৮৮৭ খৃ.) একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এই অবস্থায় হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তিন তালাক পতিত হবে এবং 'তাহলীল' ব্যতীত তার সাথে পূর্ব স্বামীর পুনর্বিবাহ সিদ্ধ হবে না। কিন্তু এমন যরূরী অবস্থায় যেমন স্বামীর নিকট থেকে উক্ত মহিলার পৃথক হওয়া কঠিন কিংবা তাতে ক্ষতির আশংকা বেশী, সেই অবস্থায় অন্য কোন ইমামের তাক্বলীদ করায় ক্ষতি নেই। যেমন এর দৃষ্টান্ত রয়েছে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ক্ষেত্রে। এখানে হানাফীগণ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মাযহাব (চার বছর)-এর উপরে আমল করা জায়েয মনে করেন। অতএব তিন তালাকের ক্ষেত্রে এটাই উত্তম হবে যে, ঐ ব্যক্তি যেন কোন শাফেঈ আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিয়ে তার উপরে আমল করে' *(ফাতাওয়া রশীদিয়াহ, করাচী : মুহাম্মাদ আলী কারখানায়ে কুতুব, তাবি ৪৬২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : স্ত্রীর বিরুদ্ধে কেউ যেনার অপবাদ দিলে সেটা কি লে'আন হিসাবে গণ্য হবে এবং স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে?

-ইমরান হোসাইন, বড়বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দিলেই তা লে'আন হিসাবে গণ্য হবে না এবং এতে বিবাহ বিচ্ছেদও হবে না। বরং এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় হ'ল স্বামী প্রথমতঃ স্ত্রীর যেনার পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করবে। তা সম্ভব না হ'লে আদালতে বিচারকের উপস্থিতিতে লে'আন করবে। আর লে'আন হ'ল- কোন স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যেনার অভিযোগ দেয় এবং তার কাছে সাক্ষী না থাকে, তখন আদালতে দাঁড়িয়ে সে চারবার সাক্ষ্য দিবে যে, স্ত্রী সম্পর্কে সে যা বলেছে তা সত্য। আর পঞ্চমবারে বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যেন তার উপর লা'নত বর্ষিত হয়। অতঃপর স্ত্রীও আদালতে দাঁড়িয়ে চার বার বলবে যে, স্বামী তার অভিযোগে মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে, যদি স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার (নিজের) উপর যেন আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়। অতঃপর আদালত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে *(নূর ২৪/৬-৯; ইবনু তায়মিয়া, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৫০৭)*।

আর স্বামী বা স্ত্রী যেনার অভিযোগ প্রদানের পর যদি সাক্ষী হাযির করতে না পারে এবং লে'আন করতেও অক্ষমতা প্রকাশ করে, তবে বিচারক অভিযোগকারী স্বামী/স্ত্রীর উপর হদ জারী করবে। অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হিসাবে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে *(নূর ২৪/৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৪/২৮৪)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : রাসূল (ছাঃ)-এর মুওয়াযযিন কতজন ছিলেন? কারা কোথায় আযান দিতেন?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন, শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : চারজন। তন্মধ্যে মদীনায় ছিলেন দু'জন- (১) বেলাল বিন রাবাহ ও (২) আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ), তাঁকে আমরও বলা হয়। ক্বোবায় ছিলেন- (৩) 'আম্মার বিন ইয়াসিরের মুক্তদাস সা'দ আল-ক্বারয এবং মক্কায় ছিলেন (৪) আবু মাহযূরাহ আউস বিন মুগীরাহ আল-জুমাহী *(যাদুল মা'আদ ১/১২০; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ, ৮২৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : পিতা-মাতাকে যাকাত দেয়া দেওয়া যাবে কি? যাকাতের টাকা দিয়ে কি তাদের ঋণ পরিশোধ করা যাবে?

-জেসমীন খাতুন, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সন্তানের দায়িত্ব হ'ল পিতা-মাতার ভরণপোষণ করা। এজন্য বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। কেননা তা প্রকারান্তরে নিজেকেই যাকাত প্রদানের শামিল *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/২৬৯)*। তবে দু'টি ক্ষেত্রে ইবনু তায়মিয়াসহ কতিপয় বিদ্বান যাকাত প্রদানের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন (১) পিতা বা সন্তান যদি ঋণগ্রস্ত হন এবং তাদের উপার্জন ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট না হয়। কেননা পিতা বা সন্তান পরস্পরের ঋণ পরিশোধে বাধ্য নন। (২) পিতা বা সন্তান যদি পরস্পরের খরচ বহনে সক্ষম না হন, তাহ'লে তারা যাকাতের হকদার হবেন' *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৭৩; আল-ইখতিয়ারাত ১০৪ পৃ. উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৫৯-২৬০)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : নির্দিষ্ট স্থানে কবর দেওয়ার ব্যাপারে পিতা-মাতার অছিয়ত পূর্ণ করা কি আবশ্যিক?

-আল-আমীন, দয়ালের মোড়, নওগাঁ।

উত্তর : আবশ্যিক নয়, তবে উত্তম। কারণ পিতা-মাতার অছিয়ত পূর্ণ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা সন্তানের একান্ত দায়িত্ব। তবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে লাশ নিয়ে যাওয়ার কোন বিধান নেই। বরং কাছাকাছি এলাকার কোন মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন করতে হবে *(আবূদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৪২৩)*।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : আমাদের এলাকায় অনেক মহিলা মাথা থেকে ঝরে পড়া অতিরিক্ত চুল বিক্রয় করে। এটি কি জায়েয হবে?

-মা'ছূমা বেগম, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : চুল বিক্রয়যোগ্য বস্তু নয়। কারণ চুল দেহেরই একটি অংশ। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আদম সন্তানকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি' *(ইসরা ১৭/৭০)*। তাই এটি জায়েয হবে না যে, এভাবে মানব দেহের কোন অংশ অপদস্থ ও অপমানিত হৌক' *(আল-ইনাইয়া শারহুল হেদায়া ৬/৪২৫; আল-মাওসূ'আতুল*

ফিক্বহিয়া ২৬/১০২)। ইমাম নববী বলেন, যা মানব দেহের যে অংশ লেগে থাকা অবস্থায় বিক্রয় নিষিদ্ধ তা বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও নিষিদ্ধ যেমন মানুষের চুল' *(আল-মাজমূ' ৯/২৫৪)*। ইমাম মালেক (রহঃ)-কে মানুষের মুণ্ডন করা চুল বিক্রয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বিষয়টিকে চরম অপসন্দ করেন *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-কাফী ফী ফিক্বহি আহলিল মদীনাহ ২/৬৭৬)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : যারা চৌদ্দশ' বছর আগে কিংবা এর আগে মারা গিয়েছে এবং যারা কিয়ামতের দিন মারা যাবে, তাদের শাস্তি আর চৌদ্দশ' বছর আগের মৃতের শাস্তি তো সমান হচ্ছে না। বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাদী তাহমীদ, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : মানুষের কর্ম অনুযায়ী শাস্তি হবে। আল্লাহ কারো প্রতি যুলুম করবেন না। যার যা প্রাপ্য তাকে তা-ই দেবেন। সময়ের বিষয়টি আপেক্ষিক। আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তারা (ক্বিয়ামত দিবস) প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র একটি সন্ধ্যা বা একটি প্রভাতকাল অবস্থান করেছে' *(নাযে'আত ৭৯/৪৬)*। উক্ত মর্মের সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পার্থিব জীবনে কারও অবস্থানকাল যত বেশীই হোক না কেন, বস্তুতঃ তা আখেরাতের তুলনায় অতীব স্বল্প কাল। সর্বোপরি বিষয়টি অদৃশ্যের জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ ব্যাপারে অহেতুক ধারণা পোষণ করা অর্থহীন।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : নারীরা কি জামা'আতে বা একাকী চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায় করতে পারে?

-মুফাখখারুল ইসলাম, আমচত্বর, রাজশাহী।

উত্তর : মহিলাগণ পুরুষদের পিছনে দাঁড়িয়ে জামা'আতে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের ছালাত আদায় করতে পারেন। হযরত আয়েশা, আসমা ও আনছার মহিলাগণ পুরুষের জামা'আতের পিছনে এই ছালাত আদায় করেছিলেন *(বুখারী হা/৯২২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য গ্রহণের দীর্ঘ ছালাত শেষে খুৎবায় বলেন, সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ কারু মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভয় দেখান। অতএব যখন তোমরা এগুলি দেখবে, তখন আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তোমরা দ্রুত তাঁর স্মরণ, দো'আ ও ক্ষমাপ্রার্থনার দিকে ধাবিত হবে' *(বুখারী হা/১০৫৯; মুসলিম হা/৯১২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যতক্ষণ না গ্রহণ দূর হয়' *(মুসলিম হা/৯১৫)*।

উপরোক্ত হাদীছের আদেশ মুমিন নর-নারী সকলের জন্য প্রযোজ্য। অতএব উক্ত 'আম হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী মহিলাগণ বাড়িতে জামা'আতের সাথে বা একাকী উক্ত ছালাত পড়বেন। জামা'আতের সাথে পড়লে তারা খুৎবা দিবেন না। তবে উক্ত বিষয়ে তাদের মধ্যে থেকে একজন আলোচনা করবেন *(নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৫/৫৯; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৩১০)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : সূর্য ওঠার সামান্য পূর্বে ঘুম ভেঙ্গেছে। এমতাবস্থায় ফরয ছালাত আদায় করে তারপর কি সুন্নাত পড়তে হবে? আর সেটি হ'লে সেটা কি সূর্যোদয়ের পর পড়তে হবে?

-আয়েশা আখতার, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : এমতাবস্থায় সুন্নাত সহই ফজরের দু'রাক'আত ফরয ছালাত আদায় করবে। সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কেননা ঘুম ভাঙ্গার উপর বান্দার কোন এখতিয়ার নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ ছালাত ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে গেলে তার কাফফারা হ'ল, ঘুম ভাঙ্গলে অথবা স্মরণে আর সাথে সাথে সেটি আদায় করা। এটি ব্যতীত তার কোন কাফফারা নেই *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬০৩-৪)*। কোন কারণে ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ক্বাযা হ'লে তা ফজরের ছালাতের পরে আদায় করে নিবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১০৪৩; আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০৪৪; দ্র. ছালাতুর রাসূল ১৩৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : ভারতে সম্প্রতি জনৈক মুসলিম ব্যক্তিকে জোরপূর্বক জয় শ্রীরাম বলিয়ে নেয়া হয়েছে। উক্ত ব্যক্তি যদি তওবার সুযোগ না পায় তবে কি সে মুশরিক হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে?

-মুহায়মিনুল হক, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ্র প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস থাকলে সে তওবা করার সুযোগ না পেলেও মুশরিক হবে না। বরং সে ঈমানের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১২/৩১২; ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ১/১২০)*। আল্লাহ বলেন, 'যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে, সে ব্যতীত'... *(নাহল ১৬/১০৬)*। আয়াতটি আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ তার মা সুমাইয়া ও তার পিতা ইয়াসিরকে হত্যা করার পর পুত্র আম্মারকেও তার ঈমানের জন্য চরমভাবে নির্যাতন করা হয়। অবশেষে তাকে তাদের মূর্তি-প্রতিমাগুলির প্রশংসা এবং রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিতে বাধ্য করা হয়। এরপর তিনি ছাড়া পেয়ে সোজা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন 'ঐ সময় তোমার অন্তর কিরূপ ছিল'? তিনি বললেন, 'ঈমানের উপর অবিচল ছিল'। রাসূল (ছাঃ) বললেন 'যদি ওরা আবার বলতে বলে, তাহ'লে তুমি আবার বল' (অর্থাৎ উক্ত অবস্থায় ঈমানের উপর অটল থাকলে শিরকী বাক্যের কারণে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে না)। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়' *(হাকেম হা/৩৩৬২, ২/৩৫৭ পৃ., সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী ৮/২০৮-০৯; তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : ইহরাম অবস্থায় বা তাওয়াফের সময় মহিলারা নেক্বাব বা হাতমোজা পরিধান করলে হজ্জ বা ওমরার কোন ক্ষতি হবে কি?

-আফীফা খাতূন, শ্যামপুর, ঢাকা।

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় মহিলারা নেক্বাব ও হাতমোজা পরবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুহরিম মহিলাগণ নেক্বাব এবং হাতমোজা লাগাবে না' *(বুখারী হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/২৬৭৮)*। তবে ফেৎনার আশংকা থাকলে তারা ভিন্ন কাপড় দ্বারা মুখ ও হাত ঢাকতে পারবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/১৯২-১৯৩)*। শায়খ বিন বায বলেন, এজন্য আলাদা সেলাইযুক্ত স্কার্ফ বা মোজা পরবে না। বরং বড় কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ও হাত ঢেকে রাখবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/২২৩; আশ-*

শারহুল মুমতে' ৭/১৬৫)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (হজ্জ মওসুমে) আমরা ইহরাম অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এসময় কোন কাফেলা আমাদের অতিক্রম করলে আমাদের মহিলারা মাথার কাপড় টেনে মুখ ঢাকতেন। আর তারা আমাদের সম্মুখ হ'তে দূরে সরে গেলে আমরা আমাদের চেহারা খুলতাম' *(আবূদাঊদ হা/১৮৩৩; মিশকাত হা/২৬৯০; ইরওয়া হা/১০২৩, সনদ ছহীহ)*। তবে কেউ ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশে নেক্বাব বা হাতমোজা পরিধান করে থাকলে তাকে কোন কাফফারা দিতে হবে না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৪৩৩-৪৩৪)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : ইসলামে গণপিটুনীর কোন শাস্তি আছে কি? যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যায় অসংখ্য লোক অংশগ্রহণ করে, তবে প্রত্যেকের শাস্তি কি একইরূপ হবে?

-শামীম শাহেদ, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : আদালত কর্তৃক বিচার শেষে ক্বিছাছ ব্যতীত সর্বাবস্থায় মানুষ হত্যা করা হারাম। এমনকি কোন স্পষ্ট অপরাধীকেও বিচারহীনভাবে মারা যাবে না। এক্ষণে কাউকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করা হ'লে সংশ্লিষ্ট সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং নিহতের উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা না করলে সকলকেই ক্বিছাছ হিসাবে হত্যা করা হবে। ওমর (রাঃ) একজন লোককে হত্যার অপরাধে ছান'আর সাতজন ব্যক্তিকে হত্যা করে বলেছিলেন, যদি পুরো ছান'আবাসী এতে জড়িত থাকত, তাহ'লে সকলকেই আমরা হত্যা করতাম *(বুখারী হা/৬৮৯৬; মিশকাত হা/৩৪৮১)*। আলী (রাঃ) একজনকে হত্যার অপরাধে তিনজনকে হত্যা করেছিলেন *(বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান হা/৫০৬৩; ইরওয়া হা/২২০২, সনদ যঈফ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) একজনকে হত্যার অপরাধে একদল লোককে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলেন *(আব্দুর রাযযাক হা/১৮০৮২; ইরওয়া ৭/২৬১)*। সর্বোপরি বিচারক অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী বিচার করবেন। যদি গণপিটুনী হত্যার উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে, তবে আদালত ক্বিছাছের পরিবর্তে আসামীদের নিকট থেকে দিয়াত বা রক্তমূল্য আদায় করবে *(নিসা ৪/৯২)*। আর যদি আদালতের বিচারে নিহত ব্যক্তি প্রকৃতই অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে আদালত আসামীদের শাস্তি মওকূফ করতে পারেন।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : সম্প্রতি কল্লাকাটা নিয়ে সমাজে ব্যাপক আতংক তৈরী হয়েছে। গুজবের কারণে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। এক্ষণে এমন মিথ্যা গুজবে কান দেওয়ার পরিণতি কি এবং গুজব প্রতিরোধে করণীয় কি?

-শায়লা শবনম, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : যে কোন অবস্থায় গুজবে কান দিয়ে বা স্রেফ ধারণার ভিত্তিতে কোন অপপ্রচার বা অনাকাঙ্ক্ষিত কর্ম করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শোনে তা-ই প্রচার করে *(মুসলিম হা/৫; মিশকাত হা/১৫৬)*। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক অনুমান বা ধারণা থেকে দূরে থাক। কারণ কোন কোন অনুমান পাপ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। তিনি আরও বলেন, আর তাদের অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান তো কোন কাজে আসে না, তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত *(ইউনুস ১০/৩৬)*। এক্ষণে গুজবের পিছনে ছোটার পরিণাম এবং গুজব প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সূরা হুজুরাতের ৬ আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা হ'ল সবচেয়ে বড় মিথ্যা সংবাদ *(বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮)*। অতএব গুজব প্রচার থেকে যেমন বিরত থাকা কর্তব্য, তেমনি গুজবের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। অতএব যারা গুজব রটায় ও গুজব শুনে কাজ করে তারা উভয়ে পাপী। তওবা না করা পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাবে না।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : হজ্জ পালনকালে প্রায় ৪৫ দিন সেখানে অবস্থানকালে কোন কোন নফল ছালাত আদায় করা যাবে এবং কোনগুলি বর্জন করতে হবে?

-বদীউয্যামান, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : এসময় হাজীগণ কেবল যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নাতগুলি বাদ দিবেন। তাছাড়া অন্য সকল প্রকার নফল ছালাত আদায় করবেন। যেমন তাহাজ্জুদ, ছালাতুয যোহা, ছালাতুল ইস্তেখারাহ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুত তওবা ও অন্যান্য নফল ছালাত *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩৫৬)*। তবে রাসূল (ছাঃ) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা এক আযান ও দুই ইক্বামতসহ আদায় করেন। কিন্তু এ দু'য়ের মাঝে কোন সুন্নাত বা নফল পড়লেন না *(বুখারী হা/১৬৭৩; মিশকাত হা/২৬০৭)*। হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত বিদায় হজ্জের দীর্ঘ হাদীছে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা জমা ও ক্বছর শেষে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি ফজর পড়েন' *(মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫)*। এতে বুঝা যায় যে, তিনি এই রাতে বিতর বা তাহাজ্জুদ পড়েননি *('হজ্জ ও ওমরাহ' বই ৮৯ পৃ.)*।

ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত, বিতর ও তাহাজ্জুদের ছালাত সবসময় আদায় করা যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) এই ছালাতগুলি সাধারণতঃ পরিত্যাগ করতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করার প্রতি যত কঠোরভাবে খেয়াল রাখতেন অন্য কোন নফল ছালাতের প্রতি ততখানি রাখতেন না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৬৩)*।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : একটি কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা যাবে কি?

-পারভিন বেগম, হেতম খাঁ, কলাবাগান, রাজশাহী।

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে একটি কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন অনুচিৎ। তবে স্থান সংকুলান না হ'লে বা মহামারির কারণে একাধিক কবর খনন করার মত লোক পাওয়া না গেলে কেবল তখনই এক কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৪৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে'*

৫/৩৬৯)। ওহোদ যুদ্ধের দিন একাধিক শহীদকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল *(দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৮৫ পৃ.)*। হিশাম ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমরা ওহোদের দিন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পক্ষে প্রত্যেক শহীদের জন্য পৃথক পৃথক কবর খনন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কবর খনন কর এবং কবরকে গভীর কর এবং দু'জন বা তিন জনকে এক এক কবরে দাফন কর। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কাকে প্রথমে রাখব? তিনি বললেন, যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখ। রাবী বলেন, এভাবে আমার পিতা একই কবরের তিনজনের অন্যতম ছিলেন' *(নাসাঈ হা/২০১০; ইবনু মাজাহ হা/১৫৬০; মিশকাত হা/১৭০৩)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : নারীদের নাম হিসাবে কানীয ফাতেমা রাখা যাবে কি? এর অর্থ কি?

-আব্দুল ওয়াজেদ, টাঙ্গাইল।

উত্তর : কানীয শব্দটি ফার্সী (كنيز)। যার অর্থ বাঁদী, দাসী প্রভৃতি। সুতরাং আল্লাহ্র বান্দী অর্থে কানীয নাম রাখা যায়। তবে সম্বন্ধবাচক অর্থে কানীয ফাতেমা নাম থেকে যদি ফাতেমা (রাঃ)-এর বাঁদী উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহ'লে এই নাম রাখা বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, শী'আ আলেমদের মধ্যে আব্দুল হাসান, আব্দুল হুসাইন প্রভৃতি নামের প্রচলন রয়েছে। এদ্বারা তারা হাসান এবং হুসাইন (রাঃ)-এর দাস বা বান্দা হিসাবে নিজেদের প্রকাশ করে থাকেন। যা সিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : গল্পচ্ছলে অনেক সময় অকারণ এমন কিছু মিথ্যা কথা বলে ফেলি বা অতিরঞ্জন করি, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি হয় না বা তাতে কোন অসৎ উদ্দেশ্যও থাকে না। এরূপ মিথ্যা কথা বলায় কি গুনাহ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর: মিথ্যা বলা সর্বাবস্থায় হারাম। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবাহ ৯/১১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির, যে মিথ্যা বলে লোকদেরকে হাসায়। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য' *(আবুদাউদ হা/৪৯৯০; আহমাদ হা/২০০৩৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৯৪৪)*। তিনি আরো বলেন, মিথ্যা গুরুত্বের সাথে এবং ঠাট্টাচ্ছলেও সংগত নয়। আর তোমাদের কেউ তার সন্তানকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করলে তাকে তা না দেওয়াটাও সংগত নয় *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৮৭; তাবারাণী কাবীর হা/৮৫২৩, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) মিথ্যা পরিহারের ফযীলত সম্পর্কে বলেন, আমি জান্নাতের সমতলে এক গৃহের যিম্মাদার হব সেই ব্যক্তির জন্য, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক বর্জন করে। আর আমি জান্নাতের মধ্যখানে এক গৃহের যিম্মাদার হব তার জন্য, যে উপহাসচ্ছলেও মিথ্যা পরিত্যাগ করে এবং আমি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের এক গৃহের যিম্মাদার হব তার জন্য, যার চরিত্র সুন্দর হয়' *(আবূদাউদ হা/৪৮০০; ছহীহাহ হা/২৭৩)*। অতএব মিথ্যা সর্বাবস্থায় বর্জনীয় এবং গল্পচ্ছলেও মিথ্যা বলা যাবে না। বলে ফেললে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : আমি দশ বছর পূর্বে স্বামী থেকে একটি কন্যাসহ তালাকপ্রাপ্তা হয়েছি। পরে আমি অন্যত্র বিবাহিতা হই। আমার দ্বিতীয় স্বামী আমার মেয়েকে প্রতিপালন করে। এক্ষণে আমার মেয়ের বিয়েতে আমি বা তার পালক পিতা কি অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে? পূর্বের স্বামী দাবী করলে করণীয় কী?

-কামরুন নাহার, রসূলপুর, নওগাঁ।

উত্তর : বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের অভিভাবক পিতাই হবেন। যদিও স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হন। পালক পিতা নিজ পিতার স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারবেন না, যদিও তিনি লালন-পালন করে থাকেন। এক্ষণে মূল পিতা যদি মেয়ের অলী হ'তে ইচ্ছুক হন, তবে তিনিই অভিভাবক হবেন। আর যদি ইচ্ছুক না হন, তাহ'লে সরকারের পক্ষে আদালত বা কাযী অভিভাবক হয়ে বিয়ে দিবেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার অলী নেই, শাসক তার অলী' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯; মিশকাত হা/৩১৩১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে মহিলা তার অলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল এবং বাতিল। যদি এরপর স্বামী তার সাথে সহবাস করে তবে স্ত্রী মহরানার হকদার হবে; যেহেতু তার স্বামী তার লজ্জাস্থানকে হালাল মনে করে ভোগ করেছে। আর অলী তথা অভিভাবকরা যদি বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে যার অভিভাবক নেই তার অলী বা অভিভাবক হবে দেশের শাসক *(মিশকাত হা/৩১৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন নারী কোন নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজেকে নিজে বিবাহ দিতে পারে না। এরূপ করলে সে ব্যভিচারিণী হিসাবে গণ্য হবে' *(দারাকুৎনী হা/৩৫৮৪; ইরওয়া হা/১৮৪১)*।

প্রশ্নের আলোকে মূল পিতা অভিভাবক হিসাবে তার দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ্র নিকটে গোনাহগার হবে। আর পালক পিতা নেকীর হকদার হবেন। পালক মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তিনি শরী'আত মেনে কাজ করবেন।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : যেসব নারীরা স্বামীর অনুমতি ছাড়া অথবা তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একাকী বিদেশে চাকুরী করছে, তাদের স্বামীরা কি দাইয়ূছ হিসাবে গণ্য হবে? এছাড়া স্বামী উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এরূপ স্ত্রীর উপার্জন তার জন্য হালাল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ওমরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন জন ব্যক্তির উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। (১) নিয়মিত মদ্যপায়ী (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (৩) দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে ফাহেশা কাজ স্থায়ী রাখে' *(নাসাঈ হা/২৫৬২; আহমাদ হা/৫৩৭২; মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহাহ হা/৬৭৪)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, যার চুপ থাকার কারণে তার স্ত্রী-কন্যা, দাসী প্রভৃতি নিকটতম মহিলাদের মধ্যে ব্যভিচার, মদ্যপান ও ব্যভিচারমূলক কাজ-কর্ম স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা লাভ করে *(মিরক্বাত, হা/৩৬৫৫)*।

যাহাবী বলেন, 'দাইয়ূছ' সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর ফাহেশা কাজ সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তার প্রতি ভালোবাসার কারণে উক্ত ব্যাপারে সে উদাসীন থাকে। অথবা তার উপর তার স্ত্রীর বৃহৎ ঋণ বা মোহরানার ভয়ে কিংবা ছোট ছেলেমেয়েদের

কারণে সে স্ত্রীকে কিছুই বলে না এবং যার আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছুই নেই' *(যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের ১/৫০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন অনুযায়ী স্বামী যেহেতু স্ত্রীর বিদেশ গমনে নিষেধ করেছেন এবং চুপ থাকেননি, সেহেতু তিনি 'দাইয়ূছ' হবেন না। বরং স্ত্রী গোনাহগার হবে। কেননা প্রথমতঃ সে স্বামীর অবাধ্যতা করেছে। দ্বিতীয়তঃ উপার্জনের জন্য একাকী বিদেশে গমন করেছে। তবে তার উপার্জন স্বামী ও সন্তানদের জন্য অবৈধ নয়। কারণ একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪)*। এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ গ্রহণ না করাই উত্তম হবে এবং তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। কোনভাবেই স্ত্রীকে ফিরানো না গেলে চূড়ান্ত অবস্থায় তাকে তালাক প্রদান করবে।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : মা তার সন্তানকে জানাযার অছিয়ত করে যায়। কিন্তু সন্তানের বদলে স্বামী তার জানাযা পড়ান। এ কারণে প্রায় বিশজন লোক ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকে। পরবর্তীতে অছিয়ত পালনের স্বার্থে বাকীদের নিয়ে সন্তান পুনরায় জানাযার ছালাত আদায় করে। এমনটি করা সঠিক হয়েছে কি?

-আব্দুস সাত্তার, জামদই, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পারতপক্ষে অছিয়ত পূরণ করাটাই কর্তব্য। যেমন আবুবকর (রাঃ) তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসকে, ফাতেমা (রাঃ) তার স্বামী আলী (রাঃ)-কে এবং আনাস (রাঃ) তার ছাত্র ইবনু সীরীনকে তাঁর গোসল দেওয়ানোর অছিয়ত করে যান এবং তারা তা পালন করেন *(দারাকুৎনী, বুলুগুল মারাম হা/৫৫৩; নায়লুল আওতার ১/২৯৯)*। তবে কোন কারণে তা পূরণ করা সম্ভব না হ'লে তা নিয়ে মতভেদ করা এবং ছালাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা সমীচীন নয়। কারণ এরূপ অছিয়ত পূরণ করা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব *(উছায়মীন, আশ-শারহুম মুমতে' ৫/২৬৫-৬৬)*। সুতরাং অছিয়ত পালন করতে গিয়ে পুনরায় জানাযার ছালাত আদায় করা ঠিক হয়নি।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : চুল-নখ কর্তন থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা কি হজ্জ পালনকারীদের জন্যও প্রযোজ্য?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জ পালনকারীর জন্য উক্ত বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে হাদঈ ব্যতীত আলাদাভাবে কুরবানী করার নিয়ত থাকলে বিধানটি তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৯০; উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ২৫/২২৫)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে' *(মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২): 'আলেমের এক ঘন্টা ইলম চর্চা একজন আবেদের সত্তর বছর ইবাদতের সমান' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-শরীফুল ইসলাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বর্ণনাটি জাল *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৭৮)*। অনুরূপ 'এক ঘণ্টা ইলম অন্বেষণ করা এক ঘণ্টা ইবাদত করার চেয়ে উত্তম' এই বর্ণনাটিও যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২৫৬)*। তবে এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ হ'ল এই যে, 'আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা নক্ষত্র সমূহের উপরে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়' অথবা 'যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের উপরে' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২১২-১৩)*।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : প্রতিবছর সরকারী খরচে তথা জনগণের করের অর্থে কয়েকশ' সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী হজ্জ পালন করে থাকে। উক্ত অর্থ দ্বারা হজ্জ পালন করা জায়েয হবে কি? এছাড়া তা কবুলযোগ্য হবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সরকারী খরচে হজ্জ করা জায়েয। কেননা অন্যের খরচে হজ্জ করা যায় এবং এতে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৬৫৯৩)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে শিশুর খাৎনা করা, পশু যবেহ করা যাবে কী?

-ইহসানুল করীম, রাজপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে খাৎনা করা ও পশু যবেহ করায় কোন বাধা নেই। কেবলমাত্র যারা কুরবানী করার নিয়ত করেছে তাদের জন্য বিধান হ'ল তারা এই দশদিনে নখ ও যাবতীয় চুল কাটা থেকে বিরত থাকবে *(মুসলিম হা/১৯৭৭)*। তবে যাদের কুরবানী নেই অথচ উক্ত আমল করবে এবং ঈদের ছালাত আদায় করে নখ, নাভির নীচের পশম, মাথার চুল ও গোঁফ কাটবে তারাও একটি পূর্ণাঙ্গ কুরবানীর ছওয়াব পেয়ে যাবে *(আবূদাঊদ হা/২৭৮৯; আহমাদ হা/৬৫৭৫; মিশকাত হা/১৪৭৯; ইবনু হিব্বান হা/৫৯১৪, সনদ ছহীহ)*। অতএব নখ-চুল কাটা যাবে না বলে খাৎনা বা পশু যবেহ করা যাবে না এরূপ কথা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : আমার মা আমাদের ভাই-বোনদের আর্থিক সহযোগিতা না করে নিজের ভাই-বোনদেরকে গোপনে আর্থিক সহযোগিতা করেন। জিজ্ঞাসা করলে তিনি অস্বীকার করেন। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : মায়ের জন্য এরূপ করা ঠিক নয়। কারণ তিনি স্বামীর সংসার ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল *(বুখারী হা/৫২০০, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সর্বোত্তম দীনার সেইগুলো যা পরিবারের জন্য খরচ করা হয় *(তিরমিযী হা/১৯৬৬; ছহীহুল জামে' হা/১১০৩)*। অতএব নিজ সন্তানদের জন্য খরচ করার পর অতিরিক্ত থাকলে সেখান থেকে তিনি ছাদাক্বা করতে পারেন এবং নিজের ভাই-বোনদের দান করতে পারেন। এক্ষণে সন্তানদের জন্য করণীয় হ'ল, মাকে এ বিষয়ে নছীহত করা ও বিরত রাখা।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : কুরবানীদাতা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে চুল-নখ কর্তন করে তবে তাকে কাফফারা কি দিতে হবে?

-আবুল কালাম, শ্যামপুর, ঢাকা।

উত্তর : ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ কেটে ফেললে কোন পাপ নেই। আর ইচ্ছাকৃতভাবে কাটলে তাকে তওবা করতে হবে, তবে তাতে কাফ্ফারা নেই।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম তাশাহহুদে ভুলক্রমে দরূদ পড়লে কি সহো সিজদা দিতে হবে?

-মোবারক হোসাইন, বনানী, ঢাকা।

উত্তর : না, এজন্য সহো সিজদা দিতে হবে না।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : ক্বিয়ামতের দিন কি মানুষকে তার বুঝ মোতাবেক বিচার করা হবে? পথে-ঘাটে, রেলস্টেশনে বাস্তুহারা বহু মানুষ দেখা যায় যারা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং কোন আমলও করে না। মূলতঃ এদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে কোন বোধশক্তিই নেই। এদের বিচার কিভাবে হবে?

-যিল্লুর রহমান, গোবরচাকা, খুলনা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন চার ব্যক্তি ঝগড়া করবে। (১) বধির (الأصم) (২) নির্বোধ (الأحمق) (৩) অতিবৃদ্ধ (الهرم) এবং (৪) যে ইসলামের দাওয়াত পায়নি (من مات في الفترة)। বধির বলবে, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম এসেছে, অথচ আমি কিছুই শুনতে পাইনি। নির্বোধ বলবে, ইসলাম আগমন করেছে, অথচ শিশুরা আমার দিকে পশুর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করেছে। অতিবৃদ্ধ বলবে, ইসলাম আগমন করেছে, অথচ আমি কিছুই বুঝতে সক্ষম হইনি। আর ইসলামের দাওয়াত না পাওয়া ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তোমার কোন দাওয়াতদাতা আমার নিকট আসেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হ'তে আনুগত্যের শপথ নিবেন। এরপর তাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করবেন এই মর্মে যে, তোমরা আগুনে প্রবেশ কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, আগুন তার উপর ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৩৪)*।

উক্ত হাদীছের আলোকে ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, হাফেয ইবনু কাছীর, ইবনু হাজার, শায়খ উছায়মীন সহ বহু বিদ্বান ফৎওয়া প্রদান করেছেন *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/৩০৩-৪; আহকামু আহলিল যিম্মাহ ২/১১৪৮-৫২; ফাৎহুল বারী ৩/২৪৬; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/৫৮; মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/০৭)*। সর্বোপরি এদের বিচার সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তবে إِنَّمَا أُجَازِي الْعِبَادَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ 'আমি মানুষকে তার জ্ঞান অনুযায়ী প্রতিদান দেব' বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটি মুনকার বা যঈফ *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/৪৩১৯)*। আলবানী বলেন, হাদীছটি জাবের (রাঃ)-এর নিজস্ব বক্তব্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সম্ভবতঃ তিনি আহলে কিতাবদের নিকট থেকে বর্ণনাটি শুনেছিলেন। অতএব এ ঘটনা বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই *(সিলসিলা যঈফাহ, ১৪/৮৭৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : একটি হাদীছে অসুখের জন্য সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা নাস, ফালাক্ব, বাক্বারা, আলে-ইমরান, হাশর, মুমিনূন, জীন প্রভৃতি সূরার কিছু কিছু আয়াত পড়ার কথা এসেছে। উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা কোন অমুসলিমকে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে কি?

-হাফীযুর রহমান, কুষ্টিয়া।

উত্তর : প্রথমতঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৪৯, আহমাদ হা/২১২১২)*। তবে পবিত্র কুরআনের যেকোন অংশ পড়ে ফুঁক দেওয়া যাবে। কেননা কুরআনকে আল্লাহ 'শিফা' বা 'আরোগ্য' বলেছেন *(বনু ইসরাঈল ১৭/৮২)*। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র কালাম দ্বারা অমুসলিমকে ঝাড়-ফুঁক করায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/৫৭৩৬)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : পিতামাতার ঋণ থাকলে সন্তান কিভাবে তা শোধ করবে? নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে সন্তান পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য কি?

-ছফীউল্লাহ, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : সন্তান পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। মীরাছের আলোচনা শেষে আল্লাহ বলেন, মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর.. *(নিসা ৪/১১)*। তবে নিজ সম্পত্তি থেকে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩২)*। যদিও ঋণ পরিশোধ করা পিতা-মাতার খেদমতের অংশ ও অফুরন্ত ছওয়াবের কাজ হওয়ায় সন্তান নিজ দায়িত্বে তা পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। কেননা ঋণ অবশ্য পূরণীয় বিষয়। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদও হয়, তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয় *(নাসাঈ হা/৪৬৮৪; মিশকাত হা/২৯২৯)*। জাবের (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মারা গেলে মাত্র দুই দীনার ঋণ থাকায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর জানাযা পড়াননি। তখন আবু ক্বাতাদাহ উক্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঋণগ্রস্ত নির্ধারিত হ'ল এবং মাইয়েত দায়মুক্ত হ'ল? আবু ক্বাতাদাহ বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়ালেন। একদিন পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দুই দীনারের অবস্থা কি? আবু ক্বাতাদাহ বলল, মাত্র গতকালই লোকটি মারা গেছে। পরের দিন রাসূল (ছাঃ) তার নিকটে পুনরায় এলেন। আবু ক্বাতাদাহ বলল, আমি তার দুই দীনার পরিশোধ করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এখন ঐ মাইয়েতের চামড়া ঠাণ্ডা হ'ল' *(আহমাদ হা/১৪৫৭৬, সনদ হাসান)*। এতে বুঝা যায় যে, কেবল দায়িত্ব নিলেই মাইয়েতের আযাব দূর হবেনা, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হবে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৮৫ 'ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবেনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : প্রতিদিন সূরা ইখলাছ ২০০ বার পড়লে ৫০ বছরের পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। শুধু ঋণ মাফ হয় না হাদীছটি কি ছহীহ?

- আব্দুল করীম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৮৯৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/২১৫৮)*। তবে সূরা ইখলাছ পাঠের অনন্য ফযীলত রয়েছে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেন, সূরা ইখলাছ একবার পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সমান নেকী পাওয়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : সন্তানের সকল সৎকর্মের ছওয়াব পিতা-মাতা পাবেন কি?

-তৈয়েবুর রহমান, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সন্তানের সকল সৎকর্মের ছওয়াব পিতা-মাতা সমানভাবে পাবেন মর্মে সুস্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং যে সকল সৎকর্ম পিতা-মাতার মাধ্যমে বা প্রচেষ্টায় সন্তান শিখেছে তার ছওয়াব পিতা-মাতা পাবেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, জামেঊল মাসাইল, ৪/২৬৬-২৭৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি কাউকে সুপথ প্রদর্শন করে, তবে সে ব্যক্তি তার অনুসারী সকলের ছওয়াবের সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের নিজস্ব ছওয়াবে কোনরূপ কম করা হবে না' *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*। এছাড়া সন্তানের বিশেষ কোন সৎকর্মের ছওয়াব পিতা-মাতাও পাবেন। কারণ সন্তান পিতা-মাতারই উপার্জন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৭০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের ইলম অর্জন করবে ও সে অনুযায়ী কাজ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাঁর পিতা-মাতাকে নূরের মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর মতো এবং তাঁর পিতা-মাতাকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান পোশাক পরানো হবে। তারা বলবেন, কিসের জন্য আমাদের এসব পরানো হয়েছে? তাঁদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তান কুরআন শিক্ষা করেছে, এজন্য তোমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে' *(হাকেম হা/২০৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৩৪; ছহীহাহ হা/২৮২৯)*। অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায়, সন্তানের তেলাওয়াতসহ অন্যান্য সৎকর্মে পিতা-মাতা উপকৃত হবেন। তবে শায়খ আলবানী (রহঃ) বিভিন্ন হাদীছের সমন্বয়ে মন্তব্য করেন, নেক সন্তানের প্রতিটি সৎকর্মের ছওয়াব পিতা-মাতা সমানহারে পাবেন *(আহকামুল জানায়েয ১৭১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : মালিক কোন পশু অন্যের কাছে লালন-পালন করতে দিলে যা লাভ আসবে তা দুইজনে ভাগ করে নেবে। কিন্তু সেই পশুটি আসল মালিকেরই থেকে যাবে। এটা জায়েয আছে কি?

-আলমগীর মাহমূদ ইউসুফ
কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে এমন পদ্ধতি জায়েয। তবে এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল পোষাণী দেওয়ার সময় মূল্য নির্ধারণ করবে। কতদিন পালন করবে সে সময়টিও নির্দিষ্ট থাকবে। এরপর গ্রহণকারী উক্ত প্রাণী লালন-পালন করবে। উক্ত সময়ের মধ্যে বাচ্চা জন্ম দিলে সেটি উভয়ে ভাগ করে নিবে। আর বাচ্চা না হ'লে বর্তমান বাজারমূল্য ধরে অতিরিক্ত অর্থ উভয়ে ভাগ করে নিবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩০/১৯৭-২০০, 'মহিষ ভাড়া দেওয়া' অধ্যায়; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/৭৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : স্ত্রী যদি বিবাহ পূর্ব জীবনে এক বা একাধিক জনের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে থাকে এবং সেটা সে তার পরিবার গোপন রাখে। একই সাথে বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামীর হক্ব আদায় ও সম্মান প্রদান করতে না চাইলে করণীয় কি?

-পাপেল, গাইবান্ধা।*

[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন!- (স. স.)]*

উত্তর : এক্ষেত্রে প্রথমে তাকে উপদেশ দিতে হবে *(বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮)*। এতে সমাধান না হলে উভয় পরিবারের অভিভাবকদের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে *(নিসা ৪/৩৫; আহমাদ হা/৬৫৬)*। তাতে সমাধান না হ'লে বিছানা পৃথক করতে হবে *(নিসা ৪/৩৪)*। এতেও সমাধান না হ'লে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : অনেক পাওনাদার টাকা দিতে না পারলে যাকাত থেকে টাকা কেটে রাখতে অনুরোধ জানায়। তাছাড়া যে টাকা দেয় তার নিয়ত থাকে, যদি কোন পাওনাদার টাকা দিতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে উক্ত টাকা যাকাত থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হবে। এটা জায়েয হবে কি?

-ফরীদুল ইসলাম, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তর : উক্ত টাকা যাকাত হিসাবে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ যাকাতের বিধান হ'ল ধনীদের নিকট থেকে নিয়ে তা গরীবদের মাঝে বিতরণ করা *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৭৭২)*। এখানে সেটি নেই। তাছাড়া ঋণগ্রহীতা এক্ষেত্রে যাকাতের হকদার নাও হ'তে পারে। আর যদি হকদার হয়ও তবুও এ কাজটি মূলতঃ নিকৃষ্ট সম্পদই যাকাত হিসাবে দেওয়ার সমতুল্য হবে। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। অতএব প্রয়োজনে ঋণগ্রহীতাকে আরো সময় দিতে পারে অথবা হকদার হিসাবে তাকে যাকাতের সম্পদ থেকে দিতে পারে। পরে ঋণগ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করলে তা গ্রহণে কোন দোষ নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২১০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৮০-৮১)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : লেখাপড়া ও পরীক্ষা আরম্ভ করার সময় নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?

-হাসীবুর রশীদ, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এর জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন দো'আ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। তবে যে কোন কাজ শুরুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৮/৯২)*। আর পরীক্ষা যেহেতু একটি মনের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী বিষয় সেজন্য নিম্নোক্ত দো'আগুলো পাঠ করতে পারে-

'রব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা'। 'রব্বিশ্‌রহ্‌লী ছদ্‌রী, ওয়া ইয়াসসিরলী আম্‌রী, ওয়াহ্‌লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী'। আল্ল-হুম্মা আইয়িদ্‌নী বেরূহিল কুদুস। রব্বি ইয়াসসির অলা তু'আসসির ওয়া তাম্মিম বিল খায়ের'।

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর!' *(ত্বোয়াহা ১১৪)*। 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও' ও 'আমার কাজ সহজ করে দাও' এবং 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও'। 'যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বোয়াহা ২৫-২৮)*। 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি কর' *(বুখারী হা/৪৫৩; মুসলিম হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৭৮৯)*। 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দাও' *(বায়হাক্বী কুবরা হা/৭০০৩, ১১২৯৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : মা আমার কাছে ঢাকায় থাকেন। ছোটবেলা থেকেই আমি মায়ের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। আমার বিয়ের পর দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে গেছে। তার কারণে আমার দাম্পত্য জীবনেও কিছু সমস্যা হয়। কিন্তু মা আমার বাসা ছাড়া কোথাও যেতে চান না। এই অবস্থায় আমার করণীয় কি?

-কামরুন নাহার, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : মা সন্তানের জন্য অমূল্য নে'মত। তাই তার পক্ষ থেকে কষ্ট পেলেও তা ছোট করে দেখতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সাধ্যমত মাকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। কোন অবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করা যাবে না। কারণ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৭)*। পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি তোমার পিতা-মাতাকে হেফাযত কর অথবা পরিত্যাগ কর' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪)*। জান্নাত পেতে গেলে সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলতে হবে ও তাদের ভরণপোষণ করতে হবে *(ইসরা ৩০; লোকমান ১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতামাতার উভয়কে কিংবা কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না; তার নাক নাক ধূলায় ধূসরিত হৌক! একথা তিনি তিনবার বলেন' *(মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) জনৈক কবীরা গুনাহকারীকে বলেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি মায়ের সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/০৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : মেহরাবের দু'পাশের পিলারে মিনার বিশিষ্ট টাইল্‌স ব্যবহার করা যাবে কি? উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় দোষের হবে কি?

-মুহাম্মাদ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে মুছল্লীর দৃষ্টি আকর্ষণকারী যেকোন ছবি মসজিদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছালাতের মধ্যে (আল্লাহ্র প্রতি) নিবিষ্টতা থাকে' *(বুখারী হা/১২১৬; মুসলিম হা/৫৩৮)*। এক্ষণে যে সব মসজিদ মিনারের ছবিসহ নির্মিত হয়েছে, সেগুলি থেকে এসব ছবি সরিয়ে দিতে হবে, যাতে ছালাতের মধ্যে তা মুছল্লীর দৃষ্টি ছিনিয়ে না নেয় ও খুশূ-খুযূ বিনষ্ট না হয় *(বুঃ মুঃ, মিশকাত হা/৭৫৭)*। যদিও এরূপ অবস্থায় ছালাত হয়ে যাবে এবং অবশ্যই ছবির দিকে না তাকিয়ে সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। আর মসজিদ অবশ্যই জাঁকজমক মুক্ত ও সাদামাটা হ'তে হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮; নাসাঈ, মিশকাত হা/৭১৮-১৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : আমাদের গ্রাম নদী ভাঙ্গনের কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেছে। এখানে সকলেই নাভির নীচে হাত বাঁধে। আমি যখন মসজিদে যাই তখন তারা আমাকে জোর করে ওদের মতো ছালাত পড়তে বাধ্য করে। এখন আমার করণীয় কি?

-জাবের আহমাদ, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : জামা'আতের সাথে ছালাত পড়বেন এবং সাধ্যমত ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক ছালাত আদায় করবেন। কারণ জামা'আতে ছালাত আদায়ে সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১০৫২)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। যদি তারা বাধা দেয়, সেজন্য তারাই পাপী হবে। আর ধৈর্য ধারণ করলে আপনার নেকী বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ, তবে বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : তিরমিযী হা/২৫৭-এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-রুহুল আমীন, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

উত্তর : হাদীছটি হ'ল- আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি একদিন উপস্থিত লোকদের বললেন, 'আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের ন্যায় ছালাত পড়ব? অতঃপর তিনি ছালাত পড়লেন এবং তাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেন না' অর্থাৎ দু'হাত তুললেন না *(তিরমিযী হা/২৫৭; আহমাদ হা/৪২১১; আবুদাঊদ হা/৭৪৮; মিশকাত হা/৮০৯)*।

হাদীছটির সনদ ছহীহ হ'লেও তা 'শায' (অর্থাৎ অন্য ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীত)। সুতরাং তা আমলযোগ্য নয়। তাছাড়া হাদীছটি জানাযার ছালাতের তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে বলে মুহাদ্দিছগণ মত প্রকাশ করেছেন *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১১৬)*।

উল্লেখ্য যে, রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হ'তে ওঠার সময় 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করা সম্পর্কে চার খলীফাসহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে, 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' ১০জন সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী *(ফাৎহুল বারী ২/২৫৮)* এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চারশত *(মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, সিফরুস সা'আদাত ১৫ পৃ.)*। ইমাম বুখারী বলেন, কোন ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি আরও বলেন 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই' *(ফাৎহুল বারী ২/২৫৭)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়াকালীন ও রুকূ হ'তে ওঠাকালীন সময়ে... এবং ২য় রাক'আত থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৩-৯৪)*। হাদীছটি বায়হাক্বীতে বর্ধিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এভাবেই তাঁর ছালাত জারী ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহ্র সাথে মিলিত হন'। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন সহ ছালাত আদায় করেছেন। হাসান বছরী ও হামীদ বিন হেলাল বলেন, সকল ছাহাবী উক্ত তিন স্থানে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন' *(বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৮১৩, 'মুরসাল হাসান' ২/৪৭২, দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০৮-১১১)*।

[**সংশোধনী :** গত আগস্ট'১৯ সংখ্যায় (১০/৪১০) প্রশ্নোত্তরে 'কুরবানীর চামড়া, গোশত এবং কুরবানীর প্রাণীর কোন অংশ বিক্রয় করা যাবে না' বলা হয়েছে, যা ভুল। বরং সঠিক উত্তর হল, চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে (মির'আত ৫/১২১)।]

বর্ষসূচী-২২

YEAR TABLE (22nd Vol.) (Oct. 2018 to Sept. 2019)

(২২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৮ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. নদীর ভাঙ্গনে দেশের মানচিত্র বদলে যাচ্ছে *(অক্টোবর'১৮)* ২. জবাবদিহিতার অনুভূতি *(নভেম্বর'১৮)* ৩. নিঃশ্বাসের কৈফিয়ত *(ডিসেম্বর'১৮)* ৪. সত্যের সাক্ষ্য *(জানুয়ারী'১৯)* ৫. নারী শিক্ষা *(ফেব্রুয়ারী'১৯)* ৬. পার্থক্যকারী মানদণ্ড *(মার্চ'১৯)* ৭. নিউজিল্যাণ্ড ট্রাজেডী : চরমপন্থার পরাজয় ও মানবতার বিজয় *(এপ্রিল'১৯)* ৮. স্কুল-মাদ্রাসা থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা কোর্স বাতিল করুন! *(মে'১৯)* ৯. 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ' *(জুন'১৯)* ১০. সত্যের সন্ধানী *(জুলাই'১৯)* ১১. শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায় *(আগস্ট'১৯)* ১২. জম্মু-কাশ্মীরের রূহ কবয হ'ল! *(সেপ্টেম্বর'১৯)*।

*** দরসে কুরআন :** ১. মুমিন অথবা কাফের *(মার্চ'১৯)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর'১৮ : ১. দো'আর আদব বা শিষ্টাচার সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. হজ্জ সফর *(২২/১-২, ৪)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩. আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(২২/১-৩)-অনুবাদ : মীযানুর রহমান* ৪. ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ *(২২/১-৪)-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৫. যে সকল কর্ম লা'নত ডেকে আনে *(২২/১-২)-আহমাদুল্লাহ* ৬. অতি ধনীর সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে কেন*-আলী রিয়ায*।

নভেম্বর'১৮ : ১. ঈদে মীলাদুন্নবী*-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২. বাংলাদেশের উপজাতীয়রা আদিবাসী নয় কেন?*-মেহেদী হাসান পলাশ*।

ডিসেম্বর'১৮ : ১. অছিয়ত নামা *-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা *(২২/৩, ৪-৬)-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৩. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত *(২২/৩, ৪-৫)-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*।

জানুয়ারী'১৯ : ১. প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের শিষ্টাচার *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*।

ফেব্রুয়ারী'১৯ : ১. ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন *(২২/৫, ৭-৯)-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. কথাবার্তা বলার আদব বা শিষ্টাচার *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. ইসলামে প্রবীণদের মর্যাদা *-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম*।

মার্চ'১৯ : ১. সমাজ সংস্কারে তাবলীগী ইজতেমা *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার কল্যাণকামিতা *-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম* ৩. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি *(২২/৬, ৮-১২)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৪. শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর সাথে একটি শিক্ষণীয় বিতর্ক *-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ*।

এপ্রিল'১৯ : ১. বৈঠকের আদব বা শিষ্টাচার*-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. হিন্দু শব্দের শাব্দিক, পারিভাষিক ও ঐতিহাসিক স্বরূপ বিশ্লেষণ*-অনুবাদ : আবু হিশাম মুহাম্মাদ ফুয়াদ* ৩. তাহাজ্জুদের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ কতিপয় আমল *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

মে'১৯ : ১. রাস্তার আদব সমূহ*-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. ই'তিকাফ : গুরুত্ব ও ফযীলত*-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৩. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল*-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৫. যাকাত ও ছাদাক্বা*-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জুন'১৯ : ১. বাজারের আদব সমূহ -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ২. পরকালে মানুষকে যেসব প্রশ্নের জওয়াব দিতে হবে - মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান ৩. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল-আত-তাহরীক ডেস্ক।

জুলাই'১৯ : ১. মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(২২/১০-১২)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. দান-ছাদাক্বার আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. শিক্ষাঙ্গনে অপরাজনীতি ও অনৈতিক প্রভাব বন্ধ করতে হবে *-জামাল উদ্দিন বারী* ৪. ভয়াবহ দূষণ, বিপর্যস্ত জীবন! *-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়া*।

আগস্ট'১৯ : ১. আতিথেয়তার আদব সমূহ*-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. মুহাসাবা *(২২/১১-১২)-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৩. কুরবানীর মাসায়েল*-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

সেপ্টেম্বর'১৯ : ১. সালামের আদব সমূহ*-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. হজ্জের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল*-আব্দুল্লাহ আল-মারূফ* ৩. আশূরায়ে মুহাররম*-তাহরীক ডেস্ক*।

অর্থনীতির পাতা : ১. দুর্নীতি ও ঘুষ : কারণ ও প্রতিকার *(মার্চ'১৯, ২২/৬-৭)-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ২. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী *(আগস্ট'১৯)-ড. নূরুল ইসলাম* ৩. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ *(সেপ্টেম্বর'১৯)-ঐ*।

সাময়িক প্রসঙ্গ : ১. হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির খড়্গ : আসামের এনআরসি এবং বাংলাদেশ *(অক্টোবর'১৮)-জামালুদ্দীন বারী* ২. রাষ্ট্রহীন করা হচ্ছে ৪০ লাখ মানুষকে *-সি আর আবরার* ৩. তাবলীগ জামাতে সংঘর্ষ *(ফেব্রুয়ারী'১৯)* ৪. আবহাওয়া দূষণ রোধে সবুজ উদ্ভিদ *(মার্চ'১৯)* ৫. ক্রাইস্টচার্চে হামলা : বর্ণবাদীদের মুখোশ উন্মোচন *(মে'১৯)-জুয়েল রানা* ৬. (ক) সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদের

বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে *(জুন'১৯)* (খ) ঘূর্ণিঝড় ফণী *(জুন'১৯)-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়া* ৭. (ক) বোরো ধানে লোকসান, বিপাকে কৃষক *-জুয়েল রানা* (খ) মিয়ানমার এখন বাংলাদেশকে দূষছে *(জুলাই'১৯)-এ কে এম যাকারিয়া* ৮. কাশ্মীরে বিপজ্জনক গুজব *(সেপ্টেম্বর'১৯)-আলতাফ পারভেজ।*

ছাহাবী চরিত : হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) *(২২/৬, ১০)-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।*

মনীষী চরিত : ১. মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী *(২২/৬-৭)-ড. নূরুল ইসলাম* ২. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) *(২২/৮-৯)-ঐ।*

ভ্রমণস্মৃতি : ১. ইতিহাস-ঐতিহ্য বিধৌত লাহোরে *(মার্চ'১৯)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ২. দক্ষিণের দ্বীপাঞ্চলে *(এপ্রিল'১৯)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩. দক্ষিণাঞ্চল সফরের টুকিটাকি *(মে'১৯) -আত-তাহরীক ডেস্ক।*

নবীনদের পাতা : ১. আকাশের দরজাগুলো কখন ও কেন খোলা হয়? *(ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী'১৯)-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ২. তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব *(মার্চ'১৯)-মা'রূফ বিন আব্দুল্লাহ।*

ইতিহাসের পাতা থেকে : ১. দরিদ্র পরহেযগার ছেলের সাথে মেয়েকে বিয়ে দিলেন সাঈদ ইবনু মুসাইয়েব *(মার্চ'১৯)-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।*

অমর বাণী : *(মার্চ'১৯)-আহমাদুল্লাহ।*

স্মৃতিচারণ : ১. খতীবে আযম : টুকরো স্মৃতি (ডিসেম্বর'১৮) ২. (ক) তাবলীগী ইজতেমা ২০০৫ : প্রসঙ্গ কথা (খ) তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ : টুকরো স্মৃতি (মার্চ'১৯)।

মনীষীদের জীবন থেকে : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর জীবনের কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা-*আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব (আগস্ট'১৯)।*

হক-এর পথে যত বাঁধা : ১. আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে বাড়ীছাড়া *(জানুয়ারী'১৯)* ২. মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন *(ফেব্রুয়ারী'১৯)।*

হাদীছের গল্প : ১. কবরে মানুষের পরীক্ষা *(ডিসেম্বর'১৮)-রফীক আহমাদ* ২. প্রতিবেশীর অসদাচরণের প্রতিকার *(জানুয়ারী'১৯)-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার* ৫. যু-কারদ ও খায়বার যুদ্ধে ছাহাবীগণের বীরত্বের কিছু ঘটনা *(জুলাই'১৯)-ঐ* ৩. আলী (রাঃ) ও খারেজীদের মধ্যকার ঘটনা *(মার্চ'১৯)-ঐ* ৪. শয়তান ও জিনদের বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা *(জুন'১৯)-ঐ* ৬. ছালাত-ছিয়াম ও দান-ছাদাক্বার উপমা *(আগস্ট'১৯)-ঐ* ৭. মুসলিম মুশরিকদের একত্রিত মজলিসে সালাম দেয়ার পদ্ধতি *(সেপ্টেম্বর'১৯)-ঐ।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ১. আমি কখনো দরিদ্র হব না *(ডিসেম্বর'১৮)-বেলাল বিন ক্বাসেম* ২. হকের সন্ধান পেলাম যেভাবে *(জানুয়ারী'১৯)-মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক* ৩. *(জুলাই'১৯)-আবু আব্দুল্লাহ।*

চিকিৎসা জগত : ১. কালোজিরার উপকারিতা *(অক্টোবর'১৮)* ২. হাঁটুর ক্ষতি এড়াতে করণীয় *(নভেম্বর'১৮)* ৩. (ক) ডাবের পানির সাথে মধু মিশিয়ে পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে (খ) প্রতিদিন ১টি এলাচ দূর করতে পারে ৮টি স্বাস্থ্য সমস্যা *(ডিসেম্বর'১৮)* ৪. (ক) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায় (খ) হাত-পা ঘামছে? *(জানুয়ারী'১৯)* ৫. (ক) যেসব খাবারে কোলেস্টেরল কমে (খ) গোশত ছাড়াই আমিষ (গ) এসিডিটি এড়াতে করণীয় *(ফেব্রুয়ারী'১৯)* ৬. কিডনী ও মূত্রনালির সংক্রমণ *(জুন'১৯)* ৭. কাঁঠালের বীজের গুণাগুণ! *(আগস্ট'১৯)* ৮. (ক) পালং শাকের ঔষধি গুণাগুণ (খ) আমলকারী উপকারিতা *(সেপ্টেম্বর'১৯)।*

ক্ষেত-খামার : ১. কালোজিরার চাষ পদ্ধতি *(অক্টোবর'১৮)* ২. ছাদে আনার বা বেদানার চাষ পদ্ধতি *(নভেম্বর'১৮)* ৩. নারিকেল গাছের পরিচর্যা *(ডিসেম্বর'১৮)* ৪. (ক) মৌচাষে নীরব বিপ্লব (খ) গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ পদ্ধতি *(জানুয়ারী'১৯)* ৫. (ক) ঢেঁড়স চাষ পদ্ধতি (খ) শরিফা ফল চাষ পদ্ধতি *(ফেব্রুয়ারী'১৯)* ৬. ১২ মাসী শসা চাষ পদ্ধতি *(মার্চ'১৯)* ৭. সম্ভাবনার ডিজিটাল মৌ-বাক্স *(জুন'১৯)* ৮. মসুর চাষ পদ্ধতি *(জুলাই'১৯)* ৯. মিষ্টি আলুর গুণাগুণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি *(সেপ্টেম্বর'১৯)।*

বিশেষ সংবাদ : ১. হজ্জব্রত পালন শেষে ২৮ দিন পর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দেশে প্রত্যাবর্তন *(অক্টোবর'১৮)* ২. (ক) শায়খ আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরীর মৃত্যু (খ) হিছনুল মুসলিম সংকলকের মৃত্যু *(ডিসেম্বর'১৮)* ৩. জঙ্গীবাদ বিরোধী কুইজ ও কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা *(এপ্রিল'১৯)* ৪. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত জাতীয় ক্বিরাআত প্রতিযোগিতায় মারকাযের ছাত্রের কৃতিত্ব *(আগস্ট'১৯)।*

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় **১২**টি **২.** দরসে কুরআন **১**টি **৩.** প্রবন্ধ ৪০টি **৪.** অর্থনীতির পাতা **৩**টি **৪.** সাময়িক প্রসঙ্গ ৮টি **৫.** ছাহাবী চরিত **১**টি **৬.** মনীষী চরিত ২টি **৭.** ভ্রমণস্মৃতি ৩টি **৮.** নবীনদের পাতা ২টি **৯.** মনীষীদের জীবন থেকে **১**টি **১০.** হক-এর পথে যত বাঁধা ২টি **১১.** ইতিহাসের পাতা থেকে **১**টি **১২.** অমর বাণী **১**টি **১৩.** স্মৃতি চারণ ৩টি **১৪.** হাদীছের গল্প ৭টি **১৫.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩টি **১৬.** চিকিৎসা জগৎ **১৩**টি **১৭.** ক্ষেত-খামার **১১**টি **১৮.** কবিতা ৪৩টি **১৯.** বিশেষ সংবাদ ৪টি **২০.** প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২২/১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৯ মূল্য : ২৫.০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

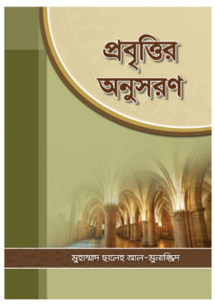

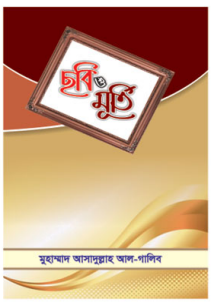

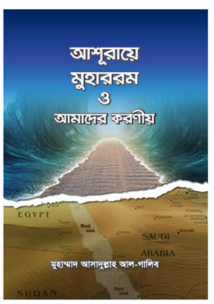

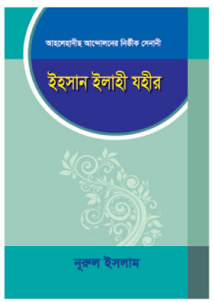

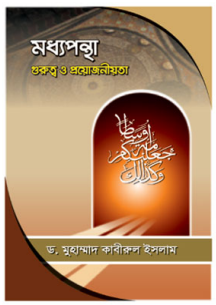

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

www.at-tahreek.com